বাংলাবুক পরিবেশিত

থ্যাঙ্ক ইউ, জীভস

BanglaBook.org

পি. জি. ওয়ডহাউস

www.BanglaBook.org

থ্যাঙ্ক ইউ জীভস

পি জি. ওডহাউস

রূপান্তর: খোন্দকার আলী আশরাফ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

থ্যাঙ্ক ইউ জীভস

পি জি. ওডহাউস
রূপান্তর: খোন্দকার আলী আশরাফ

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯০

জীভস চাকরি ছাড়ল

কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করছিলাম। তেমন কিছু নয় অবশ্য, খানিকটা অস্থিরতা আর কী। পুরনো ফ্ল্যাটে বসে ব্যানজোলেলের তারে আলতো করে আঙুল বোলাচ্ছিলাম। হালে এই বাদ্যযন্ত্রটির প্রতি আমার প্রবল অনুরাগ জন্মেছে। আমার ভ্রূ-জোড়া কুঁচকে উঠেছিল, একথা আপনারা বলতে পারবেন না, আবার কুঁচকে ওঠেনি একথাও কেউ হলফ করে বলতে পারবে না। বোধকরি মনমরা শব্দটি দিয়ে আমার অবস্থাটা মোটামুটি বোঝানো যেতে পারে। মনে হচ্ছিল, আমার চারদিকে একটা বিচ্ছিরি রকমের হুজ্জত দানা বেঁধে উঠেছে।

'জীভস,' আমি বললাম, 'হয়েছে কী, জানো?'

'না, সার।'

'গতরাতে কাদের দেখেছি, জানো?'

'না, সার।'

'জে ওয়াশবার্ন স্টোকার আর তার মেয়ে পলিন স্টোকারকে।'

'তাই নাকি, সার?'

'তার মানে, ওরা এখন এদেশে।'

সেইরকমই তো মনে হচ্ছে, সার।'

'কী সর্বনেশে ব্যাপার, তাই না?'

'নিউ ইয়র্কে যা ঘটে গেছে তাতে করে আপনার পক্ষে ওদের মুখোমুখি হওয়াটা বিব্রতকর হতে পারে, সার। তবে আমার মনে হয়, কোন জরুরী অবস্থা মোকাবেলার দরকার হয়তো হবে না।'

জীভসের কথাটা ভেবে দেখবার মত।

'জরুরী অবস্থা বলতে তুমি কী বোঝাতে চাইছ তা বুঝতে পারছি না। তুমি কি বলতে চাও যে আমার পক্ষে শুধু ওদের সামনাসামনি না হলেই চলবে?'

'হ্যাঁ, সার।'

অনেকটা আনমনে আমি 'ওল্ডম্যান রিভার'-এর কয়েকটা চরণ বাজালাম। আমার বিষণ্ণভাব খানিকটা দূর হলো। ওর কথায় যুক্তি আছে। সত্যি বলতে কী, লন্ডন জায়গাটা বিরাট। এখানে কারও মুখোমুখি হতে না চাইলে সেটা সহজেই সম্ভব।

'ওদের দেখে কিন্তু আমি একটু ভড়কে গিয়েছিলাম।'

'তা বেশ বুঝতে পারছি, সার।'

'বিশেষ করে ওদের সঙ্গে সার রডারিক গ্লসপ ছিলেন বলে আরও বেশি ঘাবড়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গিয়েছিলাম।'

'সত্যি, সার?'

'ঘটনাটি ঘটেছিল স্যাভয় গ্রিলে। জানালার ধারে একটা টেবিল ঘিরে ওরা খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছিল। আর একটা ব্যাপার দেখে তো রীতিমত থ' বনে গিয়েছিলাম, জীভস! দলের চতুর্থ সদস্যটি ছিলেন লর্ড চাফনেলের চাচী মার্টিল। ওই দুর্বৃত্তদের দলে উনি গিয়ে জুটলেন কী করে?'

'সম্ভবত মাননীয়া লেডী মিস্টার স্টোকার, মিস পলিন স্টোকার অথবা সার রডারিকের পরিচিতা, সার।'

'সেইরকমই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, ওই রকমই কিছু একটা হবে। তবে আমার যে তাক লেগে গিয়েছিল সেকথা স্বীকার করছি।'

'আপনি কি, সার, ওদের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করেছেন?'

'কে, আমি? পড়ি কি মরি করে ছুটে পালিয়েছিলাম। স্টোকারদের ধারেকাছে ভিড়বার তো প্রশ্নই ওঠে না। আর তুমি কেমন করে ভাবতে পারলে যে আমি স্বেচ্ছায় আর সজ্ঞানে ওই গ্লসপ বুড়োর সাথে আলাপে মেতে উঠব?'

'সত্যি, সার, উনি কখনোই অমায়িক সঙ্গী হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠতে পারেননি।'

'এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে শুধু একজন লোকের সাথে আমার বাক্যালাপের লেশমাত্র বাসনা নেই, আর সে হচ্ছে ওই বুড়ো কাঁকড়াটা।'

'বলতে ভুলে গেছি, সার, সার রডারিক গ্লসপ আজ সকালে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।'

'কী?'

'হ্যাঁ, সার।'

'আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন? আমাদের দুজনের মধ্যে যা ঘটে গেছে তারপরেও—?'

'হ্যাঁ, সার।'

'তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি আমি!'

'আমি বললাম যে আপনার ঘুম ভাঙেনি। আর উনি বললেন যে উনি পরে আবার আসবেন।'

'তা-ই বললেন, বললেন তা-ই,' আমি হাসলাম। যাকে দেঁতো হাসি বলে, সেইরকম। 'বেশ, উনি যখন আসবেন, ওঁর উপর কুকুর লেলিয়ে দিও।'

'আমাদের যে কুকুর নেই, সার!'

'তা হলে নীচতলার মিসেস্ টিংকলার-মুলকের পোমেরানিয়ানটা ধার করে এনো। নিউ ইয়র্কে অমন ধারা ব্যবহারের পর উনি আবার ভদ্দরলোকী ফলিয়ে দেখা করতে এসেছিলেন। এমন উদ্ভট কাণ্ড আজতক দেখিনি। তুমি দেখেছ, জীভস?'

'আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, ওই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার আগমন আমাকে হতবাক করেছিল।'

'হতবাকই তো হওয়া উচিত। হায় খোদা! লোকটার চামড়া বোধহয় রাইনোসরের মত পুরু।'

www.BanglaBook.org

আমি যখন ভেতরের কাহিনিটা খুলে বলব তখন আপনারাও আমার সাথে একমত হবেন যে, আমার এই ক্ষোভ রীতিমত ন্যায়সঙ্গত।

মাস তিনেক আগে আগাথা খালার অগ্নিমূর্তি লক্ষ্য করে তাকে একটা ঠাণ্ডা হবার সুযোগ দেবার জন্য আমি বুদ্ধিমানের মত নিউ ইয়র্ক চলে গিয়েছিলাম। প্রথম সপ্তাহের মাঝামাঝি সেখানে পলিন স্টোকারের সাথে আমার পরিচয় হয় এবং সে আমার মনের গভীরে ঠাঁই করে নেয়। তার সৌন্দর্যে আমি বিমোহিত হয়ে পড়ি।

'জীভস,' আমার মনে আছে, সেদিন অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে গিয়ে ওকে শুধিয়েছিলাম, 'কার যেন কী দেখে কার যেন কী দেখার মত অনুভূতি হয়েছিল? স্কুলে পড়েছিলাম বটে কিন্তু এখন বেমালুম ভুলে গেছি।'

'আমার ধারণা, সার, আপনি যার কথা ভাবছেন তিনি হচ্ছেন কবি কীটস। চ্যাপম্যান অনূদিত হোমারের মহাকাব্য প্রথমবার পড়বার পর তাঁর চিত্তে যে ভাবাবেগের সঞ্চার হয়েছিল তিনি তা কর্টেজের ঈগলচক্ষু মেলে প্রশান্ত মহাসাগর দেখে অভিভূত হওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।'

'প্রশান্ত মহাসাগর, অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ, সার, আর ওঁর সহচরেরা দারিয়েল পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে পরস্পরের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়েছিল।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন দিব্যি মনে পড়ছে। আজ মিস পলিন স্টোকারের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর আমারও ওইরকম অনুভূতি হয়েছিল। জীভস, আজকে ট্রাউজারটা বিশেষ যত্ন করে ইস্ত্রি কোরো, কেমন? রাতে ওর সাথে খেতে যাচ্ছি।'

নিউ ইয়র্কে, আমি বরাবরই দেখে আসছি, হৃদয়ঘটিত ব্যাপার স্যাপারগুলো খুব তাড়াতাড়ি ঘটে যায়। বোধহয় ওখানকার জলবায়ুর গুণে। দু'সপ্তাহ পরে আমি পলিনের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করি। ও তা গ্রহণ করে। এ-পর্যন্ত সবকিছু ভালোয় ভালোয় চুকেছিল। কিন্তু, তারপরের ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ করুন। মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে সবকিছু এমন তালগোল পাকিয়ে গেল যে ব্যাপারটা একেবারেই ভণ্ডুল হয়ে গেল।

যে লোকটা এ-ব্যাপারে বাগড়া দিয়েছিল সে আর কেউ নয়, এই সার রডারিক গ্লসপ।

আমার স্মৃতিকথাগুলোতে, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, আমি বরাবর এই বিষভাণ্ডটির কথা উল্লেখ করেছি। গম্বুজাকৃতির টেকোমাথা ঝোপ-ঝাড়ওয়ালা ভ্রূ-অলা এই মনুষ্যমূর্তিটি স্নায়ু-বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত হলেও আদতে উনি একজন পাগলা-ডাক্তার। আমার জীবন পথে তিনি বছরের পর বছর বাধার সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিবারই ঘটেছে সমূহ বিপর্যয়।

খবরের কাগজে যেদিন আমার বাগদানের সংবাদ বেরোয় সেদিন তিনিও ছিলেন নিউ ইয়র্কে। বুড়ো সেখানে গিয়েছিলেন জে ওয়াশবার্ন স্টোকারের চাচাতো ভাই জর্জকে দেখতে। এই জর্জ লোকটার কাণ্ডকর্ম ছিল বাউণ্ডুলে। কথাবার্তা উদ্ভট। তার ছিল হাতের উপর ভর দিয়ে হাঁটবার মারাত্মক প্রবণতা। তিনি বেশ কয়েক বছর ধরে সার রডারিকের রোগী ছিলেন আর সেই সুবাদেই বুড়ো তাকে দেখতে মাঝে মধ্যে

www.BanglaBook.org

নিউ ইয়র্ক যেতেন। সেবার তিনি এমন সময় ওখানে পৌঁছেছিলেন যে সকালে ডিম আর কফি পানের ফাঁকে বার্ট্রাম উস্টার আর পলিন স্টোকারের নীড় রচনার পরিকল্পনার খবরটা তাঁর চোখ এড়ায়নি। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে বুড়ো মুখ মোছবার সময়টুকু নষ্ট না করেই ছুটেছিলেন হবু বধূর বাবাকে ফোন করতে।

জে ওয়াশবার্নকে তিনি আমার সম্পর্কে কী বলেছিলেন তা অবশ্য আমি বলতে পারব না। তবে আমার ধারণা, তিনি জানিয়েছিলেন যে, আমার সাথে একবার ওঁর মেয়ে অনরিয়া গ্লসপের বাগদান হয়েছিল আর আমি একটা উজবুক বলে ওঁর নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মানোয় উনি সেই সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েছিলেন।

সার রডারিক জে ওয়াশবার্নের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তো বটেই, তাঁর বিচারবুদ্ধির ওপর ওঁর আস্থাও অবিচল। অতএব আমি যে জামাতা হিসেবে আদর্শ নই–এটা বোঝাতে ওঁকে সামান্যতম বেগও পেতে হয়েছিল বলে আমার মনে হয় না। ফলে বাগদানের পবিত্র মুহূর্তটির মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা পরেই আমাকে জানান হলো যে, আমার বিয়ের পোশাক আর ফুলের তোড়ার ফরমায়েশ দেবার দরকার হবে না, কারণ আমার মনোনয়ন বাতিল হয়ে গেছে।

এই কুকীর্তির যিনি হোতা সেই লোকটার আজ উস্টারের গৃহে পদার্পণ করা উচিত কিনা এই প্রশ্নটা আমি আপনাদেরকেই শুধোতে চাই।

ওঁর সাথে বিলকুল চাঁছাছোলা কথাবার্তা বলব বলে আমি সংকল্পবদ্ধ হলাম।

উনি যখন এলেন তখনও আমি ব্যানজোলেল বাজাচ্ছিলাম। বার্ট্রাম উস্টারকে যাঁরা চেনেন তাঁরা ভাল করেই জানেন যে তাঁকে একবার কোনকিছুতে পেয়ে বসলে সে তা নিয়ে একেবারে মেতে ওঠে। তাতেই ঢেলে দেয় সকল মনপ্রাণ। ব্যানজোলেলের ব্যাপারেও আমি নিজেকে পুরোপুরি উৎসর্গ করে দিয়েছি। আলহামরায় যে রাতে বেনবুম ও তার সিক্সটিন বাল্টিমোর বডিস আমার প্রাণের গভীরে এই যন্ত্রটির প্রতি মায়াবী আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল তারপর থেকে এমন একটা দিনও যায়নি যেদিন আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওটার সাধনায় ব্যয় করিনি।

আমি যখন বাদ্যযন্ত্রটিতে কোমল পরশ বুলোতে বুলোতে সুরের গহীনে তলিয়ে গিয়েছিলাম ঠিক সেই সময় দরজাটা খুলে গেল আর তখনই, আমি একটু আগে যে স্নায়ুবিশারদটির কথা আপনাদের বলেছি, জীভসের সঙ্গে তিনি ভেতরে ঢুকলেন।

এই ভদ্রলোক আমার সাথে সাক্ষাতের অভিলাষ জ্ঞাপন করেছেন এই খবরটি পাওয়ার পর থেকে ব্যাপারটা নিয়ে মনে মনে বিস্তর নাড়াচাড়া করেছি এবং একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পেরেছি। তা এই যে, যে-কোন কারণেই হোক ওঁর মতিগতির পরিবর্তন হয়েছে এবং তিনি তাঁর ব্যবহারের জন্য আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার আবশ্যকতা উপলব্ধি করেছেন। সুতরাং তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে আমার মন কিছুটা আর্দ্র হয়ে উঠল।

'আহ্, সার রডারিক,' আমি স্বাগত জানালাম, 'সুপ্রভাত।'

এর চেয়ে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা আর কী হতে পারে? সুতরাং জবাবে তিনি যখন ঘোঁৎজাতীয়, এবং সন্দেহাতীতভাবে ক্ষোভমিশ্রিত ঘোঁৎজাতীয় শব্দ করলেন তখন আমি বেশ বুঝতে পারলাম, রোগনির্ণয়ে আমার বড়রকমের ভুল হয়ে গেছে। ক্ষমাপ্রার্থনার জন্যে তাঁর আবির্ভাব ঘটেনি। আমি যদি চিত্তবিভ্রম রোগের জীবাণুও

www.BanglaBook.org

হতাম তা হলেও বোধকরি উনি অমন জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতেন না।

বেশ, উনি যদি ওইরকম মনোভাব গ্রহণ করেন তা হলে আমিই বা ছেড়ে দেব কেন? তাই নিমেষে আমার অমায়িক ভাবটা দূর করে ফেললাম। শক্ত করে ফেললাম মনটাকে। কঠিন ভ্রূ-ভঙ্গি করে ওঁর দিকে চোখ তুলে তাকালাম। গরীবের-কুঁড়েতে-এমন-সদয়-আবির্ভাবের-কারণ-কী এই জাতীয় প্রচলিত শুকনো ভদ্রতা করার উদ্যোগ করতে না করতে উনিই আগে মুখ খুললেন।

'তোমাকে পাগলা গারদে পাঠানো উচিত।'

'মাফ করবেন, আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'তুমি মানব সমাজের জন্যে বিপদবিশেষ। কয়েক সপ্তাহ ধরে একটা বিদঘুটে যন্ত্র বাজিয়ে পড়শীদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছ। দেখতেই পাচ্ছি, এখনও তুমি ওই দুষ্কর্মটাই করে চলেছ। ভদ্রলোকের পাড়ায় কোন্ আক্কেলে তুমি এসব বাজাও, হে? যতসব নারকীয় নাকিকান্না!'

'আপনি এটাকে নারকীয় নাকিকান্না বললেন?'

'হ্যাঁ, বললাম।'

'ওহ্, তা বেশ, আমি আপনাকে জানিয়ে দিতে চাই যে, যার অন্তরে সঙ্গীত নেই...।' আমি দরজার দিকে এগোলাম। 'জীভস,' প্যাসেজের দিকে হাঁক ছাড়লাম আমি, 'যাদের অন্তরে সঙ্গীতের রেশ নেই তারা যেন কী সব করতে পারে বলে শেক্সপিয়র বলেছেন?'

'দেশদ্রোহিতা, বিশ্বাসঘাতকতা, আর লুঠতরাজ, সার।'

'ধন্যবাদ, জীভস।' ফিরে এসে আমি বললাম, 'তারা দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক আর লুটেরা হয়ে যেতে পারে।'

উনি ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে আমার দিকে দু'পা এগিয়ে এলেন।

'তুমি কি জানো, নীচের ফ্ল্যাটের মিসেস টিংকার-মুলকে আমার রোগিণী। ভদ্রমহিলার স্নায়ু অত্যন্ত দুর্বল। তাকে আমার ঘুমের ওষুধ দিতে হয়েছে।'

আমি একটা হাত উপরের দিকে তুললাম।

'ওসব পাগলদের কেচ্ছা আমি শুনতে চাই না।' ঔদাসীন্যের সঙ্গে বললাম। 'আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে মিসেস্ টিংকার-মুলকের যে একটা পোমেরানিয়ান কুকুর আছে আপনি কি তা জানেন?'

'কথা এড়িয়ে যেও না।'

'এড়িয়ে যাচ্ছি না। ওই জন্তুটা সারাদিন তো ঘেউ ঘেউ করেই, রাতেও জ্বালিয়ে মারে। এরপরেও মিসেস্ টিংকার-মুলকের নালিশ করার কোন অর্থ হয়? তাকে বরং তার পোমকে বিদায় করে দিতে বলুন।' চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম আমি।

বুড়ো রীতিমত খেপে গেলেন।

'আমি এখানে কুকুর নিয়ে কথা বলতে আসিনি। এই মুহূর্ত থেকে ওই বিড়ম্বিত মহিলার ওপর নির্যাতন চালানো থেকে তোমাকে বিরত করতে এসেছি।'

আমি নেতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়লাম।

'আমি দুঃখিত যে উনি সঙ্গীতবিমুখ। কিন্তু আমার কাছে শিল্পের সাধনাই সবচে বড়।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এটাই তোমার শেষ কথা?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ, তা হলে এ-ব্যাপারে তোমাকে আরও কিছু শুনতে হবে।'

'মিসেস টিংকার-মুলকেকেও এটার আরও বাজনা শুনতে হবে।' ব্যানজোলেলে ঝংকার তুলে বললাম আমি।

তারপর জীভসের উদ্দেশে বললাম, 'সার গ্লসপকে রাস্তা দেখিয়ে দাও।'

আমি স্বীকার করছি যে ইচ্ছাশক্তির এই লড়াই-এ আমি যে আচরণ করেছি তাতে আমি মোটামুটি সন্তুষ্ট। আপনাদের নিশ্চয়ই জানা আছে যে এমন একটা সময় ছিল যখন আমার বসার ঘরে বুড়ো গ্লসপের আকস্মিক আগমন ঘটলে আমি খরগোশের মত লুকোবার জায়গা খুঁজতাম। ধীরে ধীরে আমি আগুনে পুড়ে কঠিন ধাতুপিণ্ডে পরিণত হয়েছি। এখন আর ওর সামনে পড়লে অজানা আতঙ্কে সিঁটিয়ে যাই না।

গভীর আত্মপ্রসাদে আমি একের পর এক গান বাজাতে লাগলাম। যখন আমি 'আই ওয়ান্ট অ্যান অটোমোবাইল উইথ আ হর্ন দ্যাট গোজ টুট-টুট' গানটির শেষ চরণটি বাজাচ্ছিলাম সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

রিসিভার ধরে শুনতে লাগলাম। যতই শুনলাম আমার মুখ ততই কঠিন ও অপ্রসন্ন হয়ে উঠল।

'তাই হবে, মি. ম্যাংগলহফার,' আমি শীতল কণ্ঠে বললাম, 'আপনি মিসেস্ টিংকার-মুলকে আর তার চেলাচামুণ্ডাদের জানিয়ে দিন যে দ্বিতীয় বিকল্পই বেছে নিলাম আমি।'

বেল বাজালাম।

'জীভস,' আমি বললাম, 'একটা ঝামেলা বেধেছে।'

'সত্যি, সার?'

'এইমাত্র এই দালানের ম্যানেজারের সাথে টেলিফোনে কথা হলো। আর সে আমাকে দিল চরমপত্র। সে বলল, আমাকে হয় ব্যানজোলেল ত্যাগ করতে হবে অথবা এখান থেকে বিদায় নিতে হবে।'

'তাই নাকি, সার?'

'মনে হচ্ছে সি-৬-এর মাননীয়া মিসেস্ টিংকার-মুলকে, বি-৫-এর লেফটেনান্ট কর্নেল জে জে বাস্টার্ড ডি এস ও, বি-৭-এর সার এডোয়ার্ড ও লেডী ব্রেনারহেসেট আমার বিরুদ্ধে ওর কাছে নালিশ ঠুকেছেন। তবে তা-ই হোক। আমি তোয়াক্কা করি না। এসব টিংকার-মুলকে, বাস্টার্ড আর ব্রেনারহেসেটকে ছেড়ে যেতে আমি একটুও দুঃখ পাব না।'

'আপনি কী এখান থেকে চলে যেতে চাচ্ছেন, সার?'

আমি ওর দিকে তাকালাম।

'অবশ্যই, জীভস, অন্যকিছু করতে পারি এ-কথা তুমি ভাবলে কী করে?'

'কিন্তু, সার, আমার ধারণা অন্য কোথাও গেলেও আপনাকে এমন প্রতিকূল অবস্থায় পড়তে হবে।'

'যেখানে যাব সেখানে হবে না। কোনও দূর পল্লীতে চলে যেতে চাই। নিঝুম

www.BanglaBook.org

নিভৃত পল্লীর এক কটেজে গিয়ে সঙ্গীত সাধনায় মগ্ন হয়ে যাব আমি।'

'কটেজ, সার?'

'কটেজ, জীভস, সম্ভব হলে পুষ্পকুঞ্জে আচ্ছন্ন।'

অঘটনটা ঘটল তার পরের মুহূর্তেই। ক্ষণিক নিস্তব্ধতার পর জীভস, যাকে আমি বছরের পর বছর, বছরের পর বছর এবং বছরের পর বছর নিজের বুকের অন্দরে ঠাঁই দিয়েছি, সে খুকখুক করে কাশল, আর তারপরে তার কণ্ঠ থেকে এই অবিশ্বাস্য শব্দাবলী উচ্চারিত হলো:

'সেক্ষেত্রে, আমার আশঙ্কা, সার, আমাকে চাকরি ছেড়ে দিতে হবে।'

ঘরের ভিতর মুহূর্তে নেমে এল অস্বস্তিকর নীরবতা। আমি ওর দিকে তাকালাম।

'জীভস,' আমি স্তম্ভিত হয়ে বললাম, 'তোমার কথাগুলো আমি কি ঠিক শুনেছি?'

'হ্যাঁ, সার।'

'তুমি আমাকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবছ!'

'চরম অনিচ্ছার সঙ্গে, সার। যদি আপনি পল্লীর কোন কটেজে গিয়ে ওই যন্ত্রটি বাজানোর অভিলাষ ত্যাগ না করেন, তবেই।'

আমি গম্ভীর হয়ে গেলাম।

'তুমি, "ওই যন্ত্রটা" বলছ, জীভস! তা-ও অত্যন্ত অপ্রসন্ন গলায়। আমি কি বুঝব যে তুমি ব্যানজোলেল অপছন্দ কর?'

'হ্যাঁ, সার।'

'এখন পর্যন্ত তো তুমি দিব্যি শুনে যাচ্ছ।'

'দুঃসহ যন্ত্রণার সঙ্গে, সার।'

'তা হলে তুমি জেনে রাখ যে তোমার চেয়ে অনেক উঁচুদরের মানুষ ব্যানজোলেলের চেয়েও বিশ্রী যন্ত্রের আওয়াজ সহ্য করেছে। তুমি কি জানো যে ইলিয়া গসপডিনভ নামের একজন বুলগেরিয়ান একবার একটানা চব্বিশ ঘণ্টা ব্যাগপাইপ বাজিয়েছিল? রিপ্লের "বিলিভ ইট অর নট"-এ এই ঘটনার উল্লেখ আছে।'

'সত্যি, সার?'

'তুমি কি বলতে চাও যে গসপডিনভের ব্যক্তিগত পরিচারক তাতে অসন্তুষ্ট হয়েছিল? ভুল। বুলগেরিয়ায় ব্যক্তিগত পরিচারকরা অনেক উন্নত পদার্থ দিয়ে তৈরি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তরুণ গসপডিনভ যখন মধ্য ইউরোপীয় রেকর্ড সৃষ্টি করছিল, তার ব্যক্তিগত পরিচারকটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। আর আমার কোনও সন্দেহ নেই যে সে দফায় দফায় বরফ ও অন্যান্য শক্তিবর্ধক দ্রব্য সরবারাহ করেছে। জীভস, তুমি বুলগেরীয়ানদের মত হও।'

'না, সার, আমার ধারণা, আমি যা স্থির করেছি তা বদলানো সম্ভব নয়।'

'তার চেয়ে বরং বল যে বদলে ফেলেছ।'

'আমার বলা উচিত যে আমি যে নীতি গ্রহণ করেছি তা বর্জন করতে পারব না।'

'ওহ্।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করলাম আমি।

'এটাই তা হলে তোমার শেষ কথা।'

'হ্যাঁ, সার।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখেছ? ভালমন্দ অগ্রপশ্চাৎ?'

'হ্যাঁ, সার।'

'এবং মনস্থির করে ফেলেছ।'

'হ্যাঁ, সার, আপনি যদি ওই যন্ত্রটা বাজাবেন বলেই ঠিক করে থাকেন তা হলে আমার গত্যন্তর নেই।'

উস্টার-রক্তে আগুন ধরে গেল। গত কয়েক বছর ধরে নানা পরিস্থিতির কারণে লোকটার বাড় এমন বেড়ে গিয়েছে যে এখন ওকে রীতিমত গার্হস্থ্য মুসোলিনী আখ্যা দেয়া যায়। সেকথা না হয় ছেড়েই দিলাম। এরপরেও নিটোল-নির্ভেজাল প্রশ্ন ওঠে–জীভস আসলে কে? একজন বেতনভুক সেবক মাত্র। কারোই তার ভ্যালেকে এতটা খোসামোদ করা উচিত নয়। আমার জীবনেও সেই সময়টা এসে গেছে।

'বেশ, তবে তাই হোক।'

'খুব ভাল, সার।'

চাফি

আধঘন্টা পরে আমি ছড়ি, টুপি আর বাতাবী রঙের দস্তানায় সজ্জিত হয়ে বিষণ্ণচিত্তে লন্ডনের পথে বেরিয়ে পড়লাম। যদিও জীভস বিহনে জীবনটা কেমন কাটবে তা ভাবতে সাহস হচ্ছিল না, তবু আমার মধ্যে এতটুকু দুর্বলতা প্রশ্রয় পেল না। যখন পিকাডিলির মোড়ে পৌঁছুলাম তখন তো রীতিমত ইস্পাতের মত শক্ত হয়ে উঠেছি। ঠিক সেই সময় যদি চোখের সামনে একটা পরিচিত অবয়ব ভেসে না উঠত তা হলে হয়তো আমি সশব্দে নিজেকে বাহবা দিয়ে ফেলতাম।

পরিচিত অবয়বটি আর কারোই নয়, আমার বাল্যবন্ধু ফিফথ ব্যারন চাফনেলের। এ হচ্ছে সেই লোক যার চাচী মার্টিলকে আমি গতরাতে নরকের পাহারাদার গ্লসপের সঙ্গে মাখামাখি করতে দেখেছি।

ওকে দেখে আমার মনে পড়ে গেল যে একটা পল্লীকুটিরের সন্ধান চাই আমার আর এই লোকটা তা আমাকে দিতে পারবে।

চাফি সম্পর্কে আমি আপনাদের কখনও কিছু বলেছি কিনা স্মরণ করতে পারছি না। ওকে আমি মোটামুটি সারাজীবন ধরেই চিনি। প্রাইভেট স্কুলে, ইটনে আর অক্সফোর্ডে একত্রে লেখাপড়া করেছি। ইদানীং অবশ্য ওর সাথে বড় একটা দেখাসাক্ষাৎ হয় না। কারণ অধিকাংশ সময়ই ও সমারসেটশায়ারের উপকূলে চাফনেল রেজিসে থাকে। সেখানে আছে শ'দেড়েক কামরাঅলা বিরাট একটা দালান। আর আছে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত প্রান্তর।

এটুকু শুনেই ভাববেন না যে চাফি আমার ধনী বন্ধুদের একজন। আসলে ওর দশা খুব করুণ...অন্যসব জমিদারের মতই। বাধ্য হয়েই চাফনেল হলে থাকতে হয় ওকে, কারণ অন্য জায়গায় ওর থাকবার সামর্থ্য নেই। কেউ যদি ওর ওই দালানটা কিনতে চায় তা হলে ও তার গালে চুমু খাবে। কিন্তু আজকের দিনে অমন ঢাউস বাড়ি কিনবে কে? এমনকী কেউ ওটা ভাড়াও নিতে চাইবে না। ফলে, ওকে সারাবছর

www.BanglaBook.org

ওখানেই থাকতে হয়। আর স্থানীয় ডাক্তার, যাজক, চাচী মার্টিল আর তার বারো বছর বয়সী ছেলে সীবেরী ছাড়া কথা বলবার লোকও ওর জোটে না। চাচী আর তার ছেলে থাকে কাছেই ডাওয়ার হাউজে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসা একটা হীরের টুকরোর মত ছেলের অবস্থা এখন এ-ই।

চাফিই চাফনেল গ্রামটির ভূস্বামী—এটা অবশ্য ওর জন্যে সুখকর ব্যাপার নয়। জমিদারি থেকে যে আয় হয় তার প্রায় সবটাই চলে যায় খাজনা দিতে, মেরামত আর এটা-সেটা করতে। তেমন কিছু অবশিষ্ট থাকে না। তবু তো ও জমিদার। সুতরাং কয়েক ডজন কটেজেরও মালিক। আর আমার মত একজন প্রসিদ্ধ ভাড়াটের হাতে তার একটা সঁপে দিতে পারলে ও খুশিই হবে সম্ভবত।

সুতরাং, প্রাথমিক কেমন-দিন-কাল-চলছে-হে ইত্যাদির পর ওকে বললাম, 'চাফি, ঠিক তোমাকেই খুঁজছিলাম আমি। আমার সঙ্গে ড্রোনসে লাঞ্চ করবে, চলো। কিছু কাজের কথাও বলব খেতে খেতে।'

ও নেতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

'সেটা তো বেশ হত। কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাকে কার্লটনে পৌঁছুতে হবে। সেখানেই একজনের সঙ্গে লাঞ্চ খেতে যাচ্ছি।'

'আরে, বাদ দাও তো!'

'সম্ভব নয়।'

'বেশ, তা হলে তাকেও নিয়ে এসো। তিনজন একত্রে খাওয়া-দাওয়া করা যাবে।'

শুকনো হাসি হাসল চাফি।

'ওঁর সঙ্গ তোমার পছন্দ হবে বলে মনে হয় না, বার্টি। ভদ্রলোকটি হচ্ছেন সার রডারিক গ্লসপ।'

আমার চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল।

'সার রডারিক গ্লসপ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তুমি ওঁকে চেনো বলে তো জানতাম না।'

'ভাল করে চিনি না। মাত্র বারকয়েক দেখা হয়েছে ওঁর সাথে। উনি হচ্ছেন আমার মার্টিল চাচীর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'ও, তা-ই বলো। এখন বুঝতে পারছি আসল ব্যাপারটা। কাল রাতে ওঁদের একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে দেখেছি।'

'এখন যদি তুমি আমার সঙ্গে কার্লটনে আসো, তা হলে ওঁকে আমার সঙ্গেও খাওয়া-দাওয়া করতে দেখবে।'

'কিন্তু চাফি, কাজটা কি বুদ্ধিমানের মত হচ্ছে? বিচক্ষণতার পরিচয় আছে এতে? ওই লোকের সঙ্গে খেতে বসা তো আগুনে ঝাঁপ দেবার সামিল। আমি তো জানি। আমার অভিজ্ঞতা আছে।'

'আমারও সেইরকমই ধারণা। কিন্তু দোস্ত, পরীক্ষাটা আমাকে দিতেই হবে। গতকাল ওঁর কাছ থেকে একটা জরুরী তার পেয়েছি। আমাকে উনি অবশ্য অবশ্য দেখা করতে বলেছেন। আমার বিশ্বাস, গ্রীষ্মকালের জন্য হলটা ভাড়া নিতে চায় এমন

www.BanglaBook.org

কাউকে উনি চেনেন। তেমন কিছু না হলে উনি জরুরী তার পাঠাতেন না। তাই, বার্টি, আমাকে ওঁর সঙ্গে গিলতে বসতেই হবে। কিন্তু আমার ইচ্ছাটাও তোমাকে বলি। কাল রাতে বরং তোমার সাথে ডিনার খাব।'

পরিস্থিতি অন্যরকম হলে এই প্রস্তাবে আমি খুশিই হতাম। কিন্তু ওটা আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে হলো। আমি আমার পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলেছি। বন্দোবস্তও করেছি এবং সেটা আর রদবদল করা যাবে না।

'আমি দুঃখিত, চাফি। কাল আমি লন্ডন ছেড়ে যাচ্ছি।'

'ছেড়ে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, আমি যে বাড়িটাতে থাকি তার মালিকপক্ষ আমাকে হয় বাসা ছাড়বার অথবা অবিলম্বে ব্যানজোলেল বাজানো বন্ধ করার মধ্যে যে-কোন একটা বেছে নিতে বলেছে। আমি প্রথমটাই বেছে নিয়েছি। আমি একটা পল্লীকুটির ভাড়া নিতে চাই। তোমাকে কাজের কথা বলতে এটাই বোঝাতে চেয়েছিলাম। তুমি আমাকে একটা কটেজ ভাড়া দিতে পার?'

'তোমার পছন্দসই আধডজন দিতে পারি।'

'কটেজটা নিরিবিলি জায়গায় হতে হবে। সেখানে আমি ইচ্ছেমত ব্যানজোলেল বাজাতে চাই।'

'ঠিক ওই রকম কটেজই পাবে তুমি। পোতাশ্রয়ের ধারে। কাছে-পিঠে এক মাইলের মধ্যে পুলিশ সার্জেন্ট ভাউলস ছাড়া দ্বিতীয় কোন প্রাণী নেই। সে আবার হারমোনিয়াম বাজায়। তোমরা দ্বৈতসঙ্গীতের সাধনা করতে পারবে।'

'খাসা!'

'এ-বছর আবার ওখানে নিগ্রোচারণদল এসেছে। তুমি ওদের বাজানোর কৌশলটাও শিখে নিতে পারবে।'

'একেবারে স্বর্গীয় ব্যবস্থা বলে মনে হচ্ছে! তুমি আর আমিও নতুন কিছু করতে পারব।'

'তা বলে তুমি কিন্তু ওই নচ্ছার যন্ত্রটা নিয়ে হলে চলে এসো না।'

'না হে, ধেড়ে খোকা! তবে প্রায় প্রতিদিনই তোমার ওখানে লাঞ্চ খেতে যাব!'

'ধন্যবা । ভাল কথা, এ-ব্যাপারে জীভসের বক্তব্য কী? আমার তো ধারণা ও লন্ডনের বাইরে থাকতে পছন্দ করে না।'

একটু আড়ষ্ট হয়ে গেলাম।

'এ-ব্যাপারে কিংবা অন্য কোন ব্যাপারেই ওর কিছু বলবার নেই। ও আর আমার সঙ্গে থাকছে না।'

'কী?'

খবরটা যে ওকে বিস্মিত করবে, আমি জানতাম।

'হ্যাঁ,' আমি বললাম, 'এখন থেকে দুজনের পথ আলাদা। ওর স্পর্ধা এতটা বেড়েছে যে ও আমাকে বলেছে আমি ব্যানজোলেল বাজানো ছেড়ে না দিলে ও চাকরি ছেড়ে দেবে। আমি তা মেনে নিয়েছি।'

'তুমি সত্যিই ওকে যেতে দিয়েছ?'

'দিয়েছি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'বেশ, বেশ, বেশ!'

আমি পরম ঔদাসীন্যের সাথে হাত নেড়ে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলাম।

'এরকম ঘটেই থাকে,' বললাম আমি, 'এতে আমি খুশি হয়েছি—এ-কথা বলছি না, তবে আমি তো আর ওর শর্ত মেনে নিয়ে আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে পারি না। সুতরাং ওকে বললাম, "বেশ, তবে তাই হোক।" ব্যাপারটা এভাবেই শেষ হয়েছে।'

নীরবে আমরা কিছুদূর এগিয়ে গেলাম।

'তা হলে তুমি জীভসকে বিদায় করে দিলে, তা-ই না?' চাফি কিছুটা চিন্তাক্লিষ্ট গলায় বলল, 'তা বেশ। আমি ওর সাথে দেখা করে বিদায় জানালে তোমার আপত্তি নেই তো?'

'একটুও না।'

'এতে নিশ্চয়ই সৌজন্যের পরিচয় দেয়া হবে?'

'নিশ্চয়ই!'

'আমি সবসময় ওর বুদ্ধিমত্তার তারিফ করে এসেছি।'

'আমার চেয়ে বেশি কেউ করেনি।'

'তা হলে লাঞ্চের পর তোমার ফ্ল্যাটে যাব।'

'বেশ, যেও।' আমি বললাম। আমার ভাবভঙ্গি ছিল নির্লিপ্ত, হয়তো বা কিছু বেপরোয়া। তবে সত্যি কথাটা হলো, জীভসের সঙ্গে ছাড়াছাড়ির ফলে আমার মনে হচ্ছিল যে আমি যেন পা হড়কে বোমার ওপর পড়ে গেছি। তারপর অন্ধকার জগতে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো জোড়াতালি দেবার চেষ্টা করছি। কিন্তু আমরা উস্টাররা মাথা উঁচু করে রাখতে জানি।

ড্রোনসে লাঞ্চ সেরে বিকেলটা ওখানেই কাটালাম। আমার অনেক কিছু খতিয়ে দেখবার ছিল। চাফনেল রেজিসের সৈকতে নিগ্রোচারণদলের অনুষ্ঠান সম্পর্কে চাফি যে খবরটা দিয়েছে তাতে করে ওই জায়গার সুবিধার দিকটা আরও বেড়ে গেছে বলে মনে হলো। ওই সব বাদ্যবিশারদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে থেকে অঙ্গুলিচালন সম্পর্কে অনেক কিছু জানবার ও রপ্ত করার সম্ভাবনাটা আমার কাছে এতটা উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল যে ওখানে ডাউগার লেডী চাফনেল ও তার পুত্র সীবেরীর সঙ্গে ঘনঘন সাক্ষাতের যন্ত্রণা সইবার শক্তি আমি ড্রোনসে বসেই অর্জন করে ফেললাম। ওই দুটো দুষ্টব্রণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য যে চাফির জন্য কতটা মর্মান্তিক তা আমার অজানা নয়। খুদে সীবেরীর কথা ভাবতে গেলেই আমার মনে হয় যে জন্মলগ্নেই ছোঁড়াটাকে মেরে ফেলা উচিত ছিল। আমার কাছে অকাট্য প্রমাণ নেই তবে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে শেষবার যখন আমি চাফনেল হলে ছিলাম তখন ওই বিচ্ছুটাই আমার বিছানায় টিকটিকি ছেড়ে দিয়েছিল।

তা সত্ত্বেও আমি বলতে চাই যে নিগ্রো বাদ্যযন্ত্রের ওস্তাদ ব্যাঞ্জোবাদকদের সান্নিধ্যে আমি যে ফায়দা লুটতে পারব তার বিনিময়ে আমি ওই দুই দুষ্টব্রণের সঙ্গও ধৈর্যের সাথে সইতে রাজি। সুতরাং ফ্ল্যাটে ফেরবার পর ডিনারের পোশাক বদলানোর সময় আমার বেশ ফুর্তি লাগছিল। কিন্তু না, আমরা উস্টাররা নিজেদের কাছে সৎ হতে জানি। জীভস যে আমার জীবন থেকে বিদায় নিতে চলেছে এ কথাটা আমার মনের

www.BanglaBook.org

মধ্যে খচখচ করছিল। বিষণ্ণমনে খেতে খেতে আমি অনুভব করছিলাম যে জীভসের মত আর কেউ কখনও হয়নি, কোনওদিন হবেও না। আমার মনটা দুর্বলতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। তাই হাতমুখ ধুয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যখন আমি আমার চমৎকার করে ইস্ত্রি করা কোট আর ট্রাউজার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করছিলাম তখুনি আমি মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম।

দ্রুতপায়ে বসার ঘরে ঢুকে বেল বাজালাম।

'জীভস,' আমি বললাম, 'আমাদের সকালবেলার আলোচনার সূত্র ধরে বলছি।'

'বলুন, সার?'

'ব্যাপারটা আমি আবার ভেবে দেখেছি। আমার মনে হচ্ছে যে আমরা দুজনই ঝোঁকের মাথায় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। এসো, আমরা আগের কথা ভুলে যাই। তুমি আমার সঙ্গেই থাকো।'

'আপনার, সার, দয়ার শরীর। কিন্তু...আপনি কি এখনও ওই যন্ত্রটার অনুশীলন করতে চান?'

আমি হিম হয়ে গেলাম।

'হ্যাঁ, জীভস, চাই।'

'তা হলে, সার, আমার আশঙ্কা...'

এটুকুই যথেষ্ট। আমি অধৈর্য হয়ে মাথা নাড়লাম।

'সেই ভাল, জীভস্। তা হলে এখানেই শেষ। আমি অবশ্য তোমাকে একটা ভাল প্রশংসাপত্র লিখে দেব।'

'ধন্যবাদ, সার, তার দরকার হবে না। আজ বিকেলেই আমাকে লর্ড চাফনেল চাকরি দিয়েছেন।'

আমি থ' বনে গেলাম।

'চাফি তা হলে বিকেলে এই জন্যেই এসেছিল?'

'হ্যাঁ, সার, এক সপ্তার মধ্যেই আমি ওর সাথে চাফনেল রেজিসে যাচ্ছি।'

'যাচ্ছ? সত্যি? তা হলে জেনে হয়তো খুশি হবে যে, আমি কালকেই সেখানে যাচ্ছি।'

'তাই নাকি, সার?'

'আমি ওখানে একটা কটেজ ভাড়া নিয়েছি। ফিলিপিতে আমাদের দেখা হবে, জীভস।'

'হ্যাঁ, সার।'

'না কি আমি অন্য জায়গার কথা ভাবছি?'

'না, সার, ফিলিপিই সঠিক।'

'খুব ভাল হল জীভস।'

'খুব ভাল হলো, সার।'

এই ঘটনাপ্রবাহের ফলে বার্ট্রাম উস্টার জুলাই এর পনেরো তারিখের সকালে চাফনেল রেজিসের সীভিউ কটেজের দরজায় দাঁড়িয়ে আনমনে সুগন্ধি সিগারেট টানতে টানতে চারদিকের দৃশ্যাবলী উপভোগ করতে লাগল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিস্মৃত অতীতে প্রত্যাবর্তন

আমার বয়স যত বাড়ছে ততই আমি আরও বেশি করে উপলব্ধি করছি যে সেইসব বন্ধু যারা আপনার ব্যাপারে আপনার চেয়েও ভাল বোঝে বলে দাবি করে থাকে তাদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে আপনি কী করবেন তা নিজেরই ঠিক করা উচিত। মহানগরীতে অবস্থানের শেষদিনে আমি যখন ড্রোনসে ঘোষণা করলাম যে আমি অনির্দিষ্টকালের জন্য নির্জনবাসে যাচ্ছি তখন প্রায় সবাই আমাকে, বলতে পারেন, সজল নয়নে, এমনকী স্বপ্নেও ওই ধরনের বেকুবি না করার অনুরোধ জানিয়েছিল। ওরা বলেছিল আমি বিরক্তির চরমে পৌঁছে যাব।

কিন্তু আমি আমার পরিকল্পনামাফিক কাজ করেছি এবং আজ আমার এখানে উপস্থিতির পঞ্চম দিনেও চমৎকার উৎফুল্ল বোধ করছি। কোনওরকম শূন্যতা আমাকে স্পর্শ করছে না। সূর্য উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে। আকাশটা নীল। লন্ডন অনেক দূরে বলে মনে হচ্ছে, আসলেও তা-ই। যদি বলি, গভীর প্রশান্তি আমার অন্তলোককে কানায় কানায় ভরিয়ে তুলছে তা হলে তা বাড়াবাড়ি হবে না।

কোনও কাহিনির বর্ণনা দিতে গিয়ে তাতে কতটা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ফোড়ন দেয়া উচিত আজ পর্যন্ত তা বুঝতে পারলাম না। এ ব্যাপারে আমার পরিচিত দু-একজন লেখকের সাথে আলাপ করেছি। তারা ভিন্নভিন্ন মত পোষণ করে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি প্রকৃতির দীর্ঘ বর্ণনা পছন্দ করি না। তাই বিষয়টা সংক্ষেপে সারব। সেদিন সকালে যখন ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম তখন আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠা দৃশ্যগুলো ছিল এরকম:

ছোট্ট মনোরম একটা বাগান—যেখানে আছে কয়েকটি ফ্লাওয়ার বেড, একটি পদ্মপুকুর আর সেই পুকুরের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে একটা নগ্ন শিশুমূর্তি। তার ডানপাশ দিয়ে চলে গেছে ঝোপঝাড়ের তৈরি বেড়া। বেড়ার অপর দিকে আমার নতুন ভ্যালে ব্রিংকলি আমাদের পড়শী পুলিশ সার্জেন্ট ভাউলসের সঙ্গে গল্পগুজব করছে।

ঝোপঝাড়ের তৈরি আরও একটা বেড়া আছে আমার ঠিক সামনে। ওটার মধ্যেই রয়েছে বাগানের ফটকটা। তার উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে পোতাশ্রয়ের শান্ত পানি। কাল রাতে কোনও এক সময়ে সেখানে নোঙর ফেলেছে বিশাল এক প্রমোদতরী। আশেপাশের দৃশ্যাবলীর মধ্যে ওই প্রমোদতরীটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছে এবং আমাকে রীতিমত মুগ্ধ করেছে। ধবধবে সাদা ক্ষুদ্র লাইনারসদৃশ নৌযানটি নিঃসন্দেহে চাফনেল রেজিসের উপকূলের শোভাবর্ধন করেছে।

এসব নিয়েই রচিত হয়েছে এখানকার পরিবেশ। এর সঙ্গে যোগ করুন পথের উপর শামুক অনুসন্ধানরত একটা বিড়াল আর দরজায় দাঁড়িয়ে আমার সিগারেট ফোঁকা। তা হলেই সম্পূর্ণ হয়ে যাবে দৃশ্যটা।

না, ঠিক বলিনি। ওতে করে একেবারে সম্পূর্ণ দৃশ্যটা পাওয়া যাবে না, কারণ রাস্তার উপর রয়েছে আমার পুরনো টু-সিটারটা, যার উপরের অংশটুকু আমার চোখের সামনে দিব্যি ভেসে উঠছে।

www.BanglaBook.org

ঠিক সেই মুহূর্তে, মোটরযানের ভেঁপুর শব্দে গ্রীষ্মের নৈঃশব্দ্য খানখান হয়ে গেল। মনুষ্যাকৃতি কোন দানব আমার গাড়িটার ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে এই আশঙ্কায় আমি ফটকের দিকে ছুটে গেলাম। গাড়ির কাছে পৌঁছে দেখলাম ছোট একটা ছেলে চোখমুখ কুঁচকে ভেঁপুটি বারবার টিপে চলেছে। গাড়িব উপরের আচ্ছাদনটা টানাহেঁচড়ার উপক্রম করতেই ওকে চিনে ফেললাম। ছোঁড়াটা হচ্ছে চাফির চাচাতো ভাই সীবেরী।

'হ্যালো,' ও বলল।

'কী ব্যাপার?' আমি প্রত্যুত্তর দিলাম।

অত্যন্ত সংযত ও শীতল আচরণ করছিলাম আমি। আমার বিছানায় টিকটিকি ছেড়ে দেবার ঘটনাটি এখনও স্মৃতিপটে আঁকা হয়ে আছে। ঘুমোনোর জন্যে শয্যায় আশ্রয় নিয়েছেন এই সময় একটা অদৃশ্য টিকটিকি আপনার পাজামার বাঁ-দিকের ঘেরের মধ্য দিয়ে উঠতে থাকায় আপনি লম্ফঝম্ফ মেরে একাকার করলেন, জানি না, এমনটা আপনাদের জীবনে কখনও ঘটেছে কি না। এটা এমন একটা ঘটনা যা মানুষের মনে স্থায়ী ছাপ রেখে যায়। যদিও এই ছোকরাই ওই দুষ্কর্মের হোতা এটা আমি প্রমাণ করতে পারব না, তবে সে-ই যে কাণ্ডটা করেছিল সে সম্পর্কে আমার মনে তিলমাত্র সংশয় নেই। সুতরাং আমি শীতল কণ্ঠেই ওর সাথে কথা বললাম, ওর দিকে তাকালামও অত্যন্ত খরদৃষ্টিতে।

ওতে সে বিচলিত হলো বলে মনে হলো না। নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আমাকে জরিপ করতে লাগল। সত্যিকারের ভদ্রলোকরা ওকে ওর এই ধরনের চাউনির জন্য খুবই অপছন্দ করে। ও হচ্ছে একটা খুদেপনা শুকনোমত বালক। কান দুটো উড়োজাহাজের মত। এমনভাবে আপনার দিকে তাকাবে যে আপনি যেন বস্তির এক নোংরা গলি। আমি বজ্জাত ছোকরাদের যে তালিকা বানিয়েছি তাতে ওর স্থান হবে তৃতীয়। কেননা ও আমার আগাথা থালার ছেলে থস বা মি. ব্লুমেনফেল্ডসের ছেলের মত অতটা খারাপ নয় যদিও নষ্টামিতে ও আমার ডালিয়া থালার নয়নমণি সেবাস্টিয়ান মুনের চেয়েও সরেস।

আমার দিকে কিছুক্ষণ ও এমনভাবে তাকিয়ে রইল যে আমাকে শেষবার দেখবার পর আমি কতটা খারাপ হয়েছি তা বুঝে নিতে চাইছে। একসময় মুখ খুলল ও।

'আপনাকে লাঞ্চে যেতে হবে।'

'চাফি ফিরেছে?'

'হ্যাঁ।'

তা চাফি এলে তো আমাকে ওর কাছে যেতেই হবে। আমি চিৎকার করে ব্রিংকলিকে জানালাম যে আমি মধ্যাহ্নভোজে থাকব না। তারপর সীবেরীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে রওনা দিলাম।

'চাফি কবে ফিরেছে?'

'গতরাতে।'

'লাঞ্চে কি শুধু আমরা দুজনই থাকব?'

'না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আর কারা আসছেন?'

'মা, আমি, আরও কয়েকজন।'

'তা হলে তো বলা যায় রীতিমত ভোজসভা হচ্ছে একটা।' আমি বরং ফিরে গিয়ে কাপড় বদলে আসি।'

'না।'

'এই সুটটা ঠিকই আছে বলতে চাও?'

'না। ওটা জঘন্য দেখাচ্ছে। কিন্তু সময় নেই।'

বিষয়টি এভাবে নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়ার পর ছোকরা কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে গেল। কিন্তু ও বাচাল স্বভাবের ছেলে, অবিলম্বে স্থানীয় সংবাদ পরিবেশনে আগ্রহী হয়ে উঠল।

'মা আর আমি আবার হলে ফিরে গেছি।'

'কী?'

'হ্যাঁ, ডাওয়ার হাউজ দুর্গন্ধে ভরে গেছে।'

'তুমি চলে আসার পরেও।' হুল ফোটালাম আমি।

ও সেটাকে পাত্তা দিল না।

'এ নিয়ে ঠাট্টা করার কিছু নেই। আমার ধারণা আমার ইঁদুরগুলোই দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।'

'তোমার কীসের গন্ধ?'

'আমি ইঁদুর আর কুকুরছানার প্রজনন শুরু করেছি। দুটোই দুর্গন্ধ ছড়ায়।' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল ও। 'কিন্তু মা'র ধারণা নর্দমা থেকে গন্ধ ছড়াচ্ছে। আপনি কি আমাকে পাঁচ শিলিং দিতে পারেন?'

আমি ওর চিন্তাপ্রবাহ কোনওমতেই অনুধাবন করতে পারলাম না। এই ধরনের সঙ্গতিহীন কথাবার্তা স্বপ্নেই হয়ে থাকে।

'পাঁচ শিলিং?'

'পাঁচ শিলিং।'

'পাঁচ শিলিং। তার মানে?'

'তার মানে পাঁচ শিলিং।'

'তা বুঝলাম। কিন্তু আমি জানতে চাচ্ছি যে আমাদের কথাবার্তার মধ্যে হুট করে বিষয়টা এল কী করে? আমরা তো ইঁদুর নিয়ে কথা বলছিলাম।'

'আমি পাঁচ শিলিং চাই।'

'মানলাম, তুমি পাঁচ শিলিং চাও; কিন্তু আমি তা দিতে যাব কেন?'

'আত্মরক্ষার জন্যে।'

'কী?'

'আত্মরক্ষা।'

'কার কাছ থেকে আত্মরক্ষা?'

'স্রেফ আত্মরক্ষা।'

'তুমি আমার কাছ থেকে পাঁচ শিলিং পাবে না।'

'ওহ্, ঠিক আছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল ও। তারপর বলল, 'আত্মরক্ষার জন্য যারা টাকাপয়সা খরচ করে না তাদের অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়।'

এই রহস্যময়তার মধ্য দিয়েই কথাবার্তা শেষ হলো; কারণ আমরা হলের আঙিনায় ঢুকে পড়েছি। চাফি সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি থামিয়ে বেরিয়ে এলাম আমি।

'হ্যালো, বার্টি,' চাফি বলল।

'চাফনেল হলে স্বাগত জানাচ্ছি,' আমি জবাব দিলাম। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি, ছোকরা অন্তর্ধান করেছে। 'আচ্ছা চাফি,' আমি বললাম, 'সীবেরী ছোঁড়াটার ব্যাপারটা কী?'

'কেন, কী হয়েছে?'

'মনে হয়, ওর মাথা-টাথার ঠিক নেই। ও আমার কাছে পাঁচ শিলিং-এর দাবি জানিয়েছিল এবং আত্মরক্ষা সম্পর্কে কী সব বলছিল।'

চাফি প্রাণখোলা হাসি হাসল।

'ওহ্, এই ব্যাপার! এটা ওর সর্বশেষ আইডিয়া।'

'তার মানে?'

'ও আজকাল ওই সব গ্যাংস্টার ফিল্ম দেখছে।'

আমার চোখের সামনে থেকে অন্ধকার সরে গেল।

'হুমকি দিয়ে টাকাপয়সা আদায়, এই তো?'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা বেশ মজার, তাই না। ও সকলের কাছ থেকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রটেকশন মানি আদায় করছে। মোটামুটি ভালোই আয় করেছে। উদ্যোগী ছোকরা তো। পাঁচ শিলিং আমিও দিয়েছি।'

আমি মর্মাহত হলাম। বজ্জাত ছোকরাটার অতিরিক্ত বাঁদরামির পরিচয় পেয়ে যতটা, তার চেয়েও বেশি অবাক হলাম ওর ব্যাপারে চাফির এই প্রশ্রয়মূলক মনোভাবে। ওর দিকে আমি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালাম। একটু আগে এখানে পৌঁছুবার পর থেকেই ওর আচরণ আমাকে হতবাক করে দিয়েছে।

ওর সাথে দেখা হলে ও সাধারণত ওর আর্থিক অনটন নিয়ে বকবক্ করে। এলোমেলো উল্টাপাল্টা কথা বলে, ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। পাঁচদিন আগেও লন্ডনে আমি ওকে ওইরকমই দেখেছি। তা হলে এই ক'দিনে এমন কী ঘটে গেছে যে ও এমন বদলে গেছে! এমনকী সীবেরীর মত ছোকরা সম্পর্কে পর্যন্ত স্নেহমিশ্রিত প্রশ্রয়ের সুরে কথা বলছে! এর মধ্যে আমি রহস্যের গন্ধ পেলাম এবং তা ভেদ করার চেষ্টা শুরু করলাম।

'তোমার মার্টিল চাচী কেমন আছেন?'

'ভাল?'

'এখন হলেই আছেন, শুনলাম।'

'হ্যাঁ।'

'অনির্দিষ্টকালের জন্যে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই!'

ব্যস, এটুকুই যথেষ্ট।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখানে আমাকে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে, যেসব বিষয় বেচারা চাফির জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে তার মধ্যে একটি হলো ওর প্রতি ওর চাচীর মনোভাব। উত্তরাধিকারের ব্যাপারটি উনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। সীবেরী ওর প্রয়াত চাচা চতুর্থ ব্যারনের সন্তান নয়। ও হচ্ছে লেডী চাফনেলের পূর্ববর্তী বিবাহজাত পুত্র। সুতরাং কুলীনরা 'জাতক' বলতে যা বোঝায় ও তার মধ্যে পড়ে না। আর উত্তরাধিকারের প্রশ্নে জাতক না হলে লেশমাত্র আশা নেই।

চতুর্থ ব্যারন যখন মারা গেলেন তখন চাফিই তাঁর পদবী ও জমিদারি লাভ করল। এ সবই আইন অনুযায়ী নিষ্পন্ন হলেও মেয়েদের তা আপনারা বোঝাতে পারবেন না। ফলে, চাফি মাঝে মাঝেই আমাকে বলেছে যে, বিধবা মহিলাটির আচরণ তার জন্যে একেবারে পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। উনি সীবেরীকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে চাফির দিকে এমন ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকান যে ও যেন মাতা-পুত্রের বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে। মুখে কিছুই বলেন না বটে কিন্তু ভদ্রমহিলা হাবভাবে ফুটিয়ে তোলেন যে তাঁকে চরম প্রতারণা করা হয়েছে।

ফলটা এই দাঁড়িয়েছে যে চাফি ডাউগার লেডী চাফনেলকে বড় একটা প্রীতির চোখে দেখে না। ওদের মধ্যে সম্পর্কটা বরাবরই নিঃসন্দেহে তিক্ত। আর আমি লক্ষ করেছি কেউ যখন চাফির কাছে ভদ্রমহিলার উল্লেখ করে তখন ওর সুন্দর পরিপাটি চেহারায় বেদনার ছায়া পড়ে এবং কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়েছে এমন একটা ভাব ফুটে ওঠে।

অথচ ওকে এখন সত্যিসত্যিই হাস্যোজ্জ্বল দেখাচ্ছে। এমনকী যখন ডাউগার লেডী চাফনেলের হলে বসবাসের কথা তুললাম তখনও ও বিচলিত হলো না। স্বভাবতই ব্যাপারটা রহস্যজনক। বার্ট্রামের কাছে কিছু একটা গোপন রাখা হচ্ছে।

তাই আমি ওকে সরাসরি মোকাবেলা করলাম।

'চাফি, এসবের মানে কী?'

'কোন্ সবের?'

'এই প্রফুল্লতা। তুমি আমাকে ঠকাতে পারবে না। উঁহুঁ, বাজপাখির মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি উস্টারের। ঝেড়ে কাশো, চাঁদ। এই খোশ মেজাজের কারণ কী?

'কথাটা গোপন রাখতে পারবে তুমি?'

'না।'

'আচ্ছা। তবে তাতে কিছু এসে যায় না। কারণ ব্যাপারটা দু'-একদিনের মধ্যেই মর্নিং পোস্টে ছাপা হবে।' চাফি চাপা গলায় বলল, 'তুমি জানো, কী হয়েছে? কিছুদিনের মধ্যেই মার্টিল চাচী আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন।'

'তুমি কি বলতে চাও যে কেউ ওকে বিয়ে করতে চান?'

'ঠিক তা-ই।'

'সেই বেআক্কেলটা কে?'

'তোমার পুরনো বন্ধু সার রডারিক গ্লসপ।'

আমি একেবারে বোবা হয়ে গেলাম।

'কী?'

আমিও বিস্মিত হয়েছি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কিন্তু বুড়ো গ্লসপ বিয়ের কথা ভাবতেই পারেন না!'

'কেন নয়? উনি তো দুবছরেরও বেশি হলো বিপত্নীক।'

'সেদিক থেকে বাধা নেই। আমি যা বলতে যাচ্ছি তা হলো বিয়ের পোশাক, কেক, এসবের সাথে ওকে মানায় না।'

'তা হলেও বিয়েটা হচ্ছে।'

'যত্তসব!'

'তাই।'

'তবে কিনা, চাফি, বুড়ো খোকা, এর আরও একটা দিক আছে। অর্থাৎ সীবেরী ছোঁড়াটা একজন ডাকাবুকো সৎ-বাপ পেতে যাচ্ছে আর বুড়ো গ্লসপ পেতে যাচ্ছে, ওর জন্য আমি যেমনটা কামনা করি, সেইরকম একটা সৎ ছেলে। ওদের দুজনেরই ঠিক এইরকম কিছু একটা দরকার ছিল। কিন্তু আমি ভাবছি, কোনও মহিলা কি এতই পাগল হতে পারে যে ওর মত লোকের সাথে বিয়ের গাঁটছড়া বাঁধতে চাইবে! এটা কেবল মহামান্যা বীরাঙ্গনারাই পারে।'

'বীরত্ব কেবল এক পক্ষের–আমি তা বলব না। বলব পঞ্চাশ-পঞ্চাশ। বার্টি, এই গ্লসপ লোকটার মধ্যে অনেক ভাল দিক আছে।'

ওর কথা আমি মানতে পারলাম না। এসব হচ্ছে উদ্ভট চিন্তার ফল। 'তুমি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছ না, বাপধন। না হয় মেনেই নিলাম যে উনি তোমাকে মার্টিল চাচীর কবল থেকে মুক্ত করছেন...'

'এবং সীবেরীর কবল থেকে।'

'তা-ও ঠিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই বজ্জাত বুড়োর কিছু ভাল দিক আছে একথা কি তোমার বলা উচিত হচ্ছে? ওর সম্পর্কে আমি বিভিন্ন সময়ে তোমার কাছে যেসব ঘটনার উল্লেখ করেছি সেসব একবার মনে করে দেখ! তা হলেই তাঁর সম্পর্কে তোমার ধারণা পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

'তা হোক, কিন্তু উনি আমার জন্য একটা ভাল কাজ করতে যাচ্ছেন। সেদিন উনি আমাকে তড়িঘড়ি করে লন্ডন থেকে পাঠিয়েছিলেন কেন, জানো?'

'কেন?'

'উনি একজন আমেরিকানের খোঁজ পেয়েছেন যার কাছে তিনি হলটা বেচে দিতে পারবেন বলে আশা করছেন।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, সবকিছু ঠিকমত চললে শেষ পর্যন্ত আমি এই অভিশপ্ত বারাকের কবল থেকে মুক্তি পাব। পকেটে কিছু রেস্তোও আসবে। আর এর সমস্ত কৃতিত্বটাই হবে রডারিক চাচার। অতএব, বার্টি, তুমি দয়া করে তাঁর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য থেকে এবং একসঙ্গে তাঁর আর সীবেরীর নাম উল্লেখ থেকে বিরত থাকবে। আর আমার খাতিরে অবশ্যই রডারিক চাচাকে ভালবাসতে চেষ্টা করবে।'

আমি নেতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়লাম।

'না, চাফি, আশঙ্কা হচ্ছে আমার পক্ষে সেটা সম্ভব হবে না।'

'বেশ, তা হলে জাহান্নামে যাও তুমি।' সকৌতুকে চাফি বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ওঁকে জীবনরক্ষক বলে মনে করি।'

www.BanglaBook.org

'কিন্তু কাজটা শেষ পর্যন্ত হবে কিনা সে বিষয়ে কি তুমি নিশ্চিত? এই বিরাট প্রাসাদ নিয়ে লোকটা কী করবে, শুনি?'

'ব্যাপারটা খুব সহজ-সরল। লোকটা বুড়ো গ্লসপের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। উদ্দেশ্যটা হলো, ওঁর টাকায় বাড়িটা কেনা হবে এবং সেখানে উনি গ্লসপকে স্নায়ুরোগীদের জন্য একটা ক্লাব গোছের চালাতে দেবেন।'

'গ্লসপ সরাসরি কেন ওটা তোমার কাছ থেকে ভাড়া নিচ্ছেন না?'

'প্রিয় গর্দভ, বাড়িটার এখনকার দশাটা তুমি আন্দাজ করতে পার? তুমি এমনভাবে কথাটা বলছ যেন দরজা খুলে সরাসরি ভেতরে সেঁধিয়ে গেলে। অধিকাংশ কামরাই প্রায় চল্লিশ বছর ধরে পরিত্যক্ত হয়ে আছে। সেগুলো মেরামত করতেই পনেরো হাজার পাউন্ড লাগবে। আরও অনেক টাকা লাগবে আসবাবপত্র আর ফিটিংসের জন্যে। কোনও কোটিপতি এটা কিনতে না চাইলে বাকি জীবনটা আমাকে এই বাড়িটা ঘাড়ে নিয়ে কাটাতে হবে।'

'ওহ্, লোকটা তা হলে কোটিপতি, তাই না?'

'তা ছাড়া কী? ওদিকটা ঠিকই আছে। এখন আমি কেবল তার সই-এর অপেক্ষা করছি। ভদ্রলোক এখানে লাঞ্চ করতে আসছেন। সেটাও একটা ভাল ব্যাপার। চমৎকার লাঞ্চ খাওয়ার পর লোকটার মন হয়তো বেশ কিছুটা নরম হবে। হবে না?'

'বদহজম যদি না থাকে। অনেক আমেরিকান কোটিপতিই ওতে ভোগে। এই লোকটা হয়তো এক গ্লাস দুধ আর একটা বিস্কুট ছাড়া আর কিছুই খায় না।'

চাফি বেশ খানিকটা হাসল।

'আরে, না, না। বুড়ো স্টোকারের ওসব রোগবালাই নেই।' বলতে না বলতেই ও হঠাৎ করে বসন্তকালের মেষশাবকের মত লাফাতে লাগল।

'হুলো-উলো-উলো!'

একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে সিঁড়ির গোড়ায়। সেটা থেকে বেরিয়ে আসছে আরোহীরা।

যাত্রী 'ক' হচ্ছেন ওয়াশবার্ন স্টোকার, যাত্রী 'খ' হচ্ছেন তদীয় নন্দিনী পলিন, যাত্রী 'গ' তাঁর বালকপুত্র ডোয়াইট এবং যাত্রী 'ঘ' হচ্ছেন সার রডারিক গ্লসপ।

পলিন স্টোকার

আমি বলতে বাধ্য যে আমি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। অনেক বছরের মধ্যে আমি এমন সংকটে পড়িনি। লন্ডনের বিস্মৃত অতীত আকস্মিকভাবে বর্তমানে ফিরে আসাটাই যথেষ্ট খারাপ। আর এই দুর্বৃত্তদলের সঙ্গে লাঞ্চে উপস্থিত থাকা আরও খারাপ। যতটা সম্ভব পরিস্থিতির সাথে মানানসই আচরণ করার চেষ্টা করলাম আমি কিন্তু সংকোচে মুখটা একেবারে পাংশু হয়ে গেল। বলতে কী রীতিমত খাবি খেতে লাগলাম।

চাফি তো আনন্দে আটখানা।

'হুলো-উলো-উলো। আসুন, আসুন। কেমন আছেন আপনি, সার গ্লসপ? হুলো,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডোয়াইট, সুপ্রভাত, মিস স্টোকার। আপনাদের সঙ্গে আমার বন্ধুকে পরিচয় করিয়ে দিই। মি. স্টোকার, আমার বন্ধু বার্টি উস্টার, ডোয়াইট, আমার বন্ধু বার্টি উস্টার, মিস্ স্টোকার, আমার বন্ধু বার্টি উস্টার। সার রডারিক, আমার বন্ধু বার্টি...। ওহ্ হো, আপনারা তো পরস্পরকে চেনেন; চেনেন না?'

আমার বিহ্বলভাবটা তখনও কাটেনি। আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, যে-কোন লোককে কোণঠাসা করতে এটুকুই যথেষ্ট। আমি সমাবেশটিকে জরিপ করলাম। স্টোকার বুড়ো আমার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বুড়ো গ্লসপও আমার দিকে অগ্নিবর্ষণ করছে। হাঁ করে আমাকে দেখছে কিশোর ডোয়াইট। শুধুমাত্র পলিনই পরিস্থিতির অস্বস্তিকর দিকটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারল না বলে মনে হলো। অর্ধেক আবরণের মধ্যে বাগদা-চিংড়ি যেমন শান্ত থাকে এবং বসন্ত সমীরণে যেমন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে ঠিক তেমনি দেখাচ্ছিল ওকে। যেন আগে থেকে বলেকয়েই আমাদের দেখা হয়েছে এমন একটা ভাব ওর মধ্যে। ও সপ্রতিভভাবে এগিয়ে এসে আন্তরিকভাবে আমার হাত ধরল।

'বেশ, বেশ, বেশ, বেচারা কর্নেল উস্টার স্বয়ং! আমাকে এখানে নিশ্চয়ই আশা করনি? বার্টি, লন্ডনে আমি তোমার খোঁজ করেছিলাম। তো ওরা আমাকে বলল যে তুমি ও জায়গা ছেড়ে দিয়েছ।'

'হ্যাঁ, আমি এখানে চলে এসেছি।'

'তাই তো দেখতে পাচ্ছি। বেশ ভালই আছ মনে হচ্ছে। তা হলে আজকে তো আমারও খুশি হওয়ার দিন, বার্টি। তোমাকে কিন্তু দারুণ দেখাচ্ছে! বাবা, ওকে চমৎকার দেখাচ্ছে না?'

বুড়ো স্টোকার পুরুষ-সৌন্দর্যের বিচারক হওয়ার ব্যাপারে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করলেন। আধখানা বাঁধাকপি গিলতে গিয়ে শূকর যেমন আওয়াজ করে তেমনি আওয়াজ করলেন। কিন্তু কোনও মন্তব্য করলেন না। শান্তশিষ্ট ছেলে ডোয়াইট নীরবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। সার গ্লসপের মুখটা লাল হয়ে গিয়েছিল সেটা ক্রমশ ফিকে হয়ে এল কিন্তু তিনিও যে বড় রকমের একটা ধাক্কা খেয়েছেন তাঁর চেহারায় সে ছাপটা রয়েই গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে ডাউগার লেডী চাফনেল বেরিয়ে এলেন। তাঁকে খুব জাঁদরেল মহিলা মনে হচ্ছিল। নীরব দক্ষতার সাথে তিনি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি মোকাবেলা করলেন। আমি কোথায় আছি তা বোঝবার আগেই পুরো বাহিনীটা অন্দরে ঢুকে গেল। পড়ে রইলাম কেবল আমি আর চাফি। ও কেমন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল এবং নীরবে ঠোঁট কামড়াতে লাগল।

'ওদের তুমি চেনো বলে তো জানতাম না, বার্টি।'

'নিউ ইয়র্কে আলাপ হয়েছিল।'

'মিস্ স্টোকারের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল বলে মনে হচ্ছে!'

'সামান্য।

'অতি সামান্য?'

'যৎসামান্য।'

'ওর আচরণটা খুব উষ্ণ বলে মনে হলো।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আরে না, প্রায় স্বাভাবিক।'

'মনে হচ্ছে, তোমরা খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'আরে না। মোটামুটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এই আর কী। ও সকলের সাথেই এইরকম ব্যবহার করে।'

'তা-ই?'

'হ্যাঁ, তা-ই, উদারহৃদয়, বুঝলে?'

'ও হচ্ছে খুশি, আবেগাভিভূত, উদারহৃদয়, আমুদে স্বভাবের, তা-ই না?'

'পুরোপুরি।'

'সুন্দরী মেয়ে, না বার্টি?'

'হ্যাঁ, খুব।'

'এবং চমৎকার।'

'দারুণ!'

'বলা উচিত, আকর্ষণীয়।'

'মোটামুটি।'

'লন্ডনে ওর সঙ্গে আমার বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে।'

'তাই নাকি?'

'আমরা একসঙ্গে চিড়িয়াখানা ও মাদাম তুসোর ওখানে গিয়েছিলাম।'

'বেশ, তা বাড়িটা কেনবার ব্যাপারে ওর মত কী?'

'ও-তো একপায়ে খাড়া।'

প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে আমি বললাম, 'তা চাফি, সম্ভাবনা কতটুকু? মানে হলটা বিক্রির?'

চাফনেলের ভ্রূ কুঁচকে গেল।

'কখনও মনে হয় উজ্জ্বল, কখনও হতাশাব্যঞ্জক।'

'তা হলে অবস্থাটা এ-ই!'

'অনিশ্চিত।'

'বুঝতে পারছি।'

'ওই স্টোকার লোকটা আমাকে নার্ভাস করে তোলে। সাধারণভাবে বলতে গেলে ওর আচার-ব্যবহার বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ। কিন্তু কেন জানি না, মনে হয় লোকটা যে কোনও মুহূর্তে বিগড়ে গিয়ে সব পণ্ড করে দিতে পারে। আচ্ছা, বলতে পার, ওর সঙ্গে আলাপের সময় বিশেষ কোন বিষয় কি এড়িয়ে যাওয়া উচিত?'

'বিশেষ বিষয়?'

'অপরিচিত লোকদের নিয়ে কেমন হয়ে থাকে জানো তো? তুমি হয়তো বললে দিনটা চমৎকার। সঙ্গে সঙ্গে লোকটার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল, সে উত্তেজিত হয়ে পড়ল। কারণ তুমি হয়তো তাকে মনে করিয়ে দিলে যে এরকম এক সুন্দর দিনে তার স্ত্রী সোফারের সঙ্গে ভেগে গিয়েছিল।'

বিষয়টা আমি ভেবে দেখলাম।

'আমি যদি তুমি হতাম তা হলে মি. স্টোকারের সামনে উস্টার সম্পর্কে বেশি কথা বলতাম না। মানে আমি বলছি যে, তুমি যদি আমার প্রশংসা করার কথা ভেবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থাকো...'

'তা ভাবছি না।'

'অতি উত্তম। উনি আমাকে পছন্দ করেন না।'

'কেন করেন না?'

'এ এক ধরনের অযৌক্তিক অপছন্দ। কিন্তু আমি কি ভাবছি জানো? তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তা হলে আমার ধারণা, ওই লাঞ্চের টেবিলে, মানে, আমার না যাওয়াই ভাল। তোমার চাচীকে বলো যে আমার মাথা ধরেছে।'

'বেশ, তোমার উপস্থিতি যদি ওদের উত্তেজিত করে তা হলে তা... তা তোমার উপর উনি অত খাপ্পা কেন?'

'আমি জানি না।'

'অবশ্য কথাটা আমাকে জানিয়ে ভালই করেছ। তুমি তা হলে কেটেই পড়ো।'

'তা-ই করব।'

'আমি তা হলে ওদের সঙ্গে যোগ দিতে চললাম।'

ও ভেতরে চলে গেল। আমি কাঁকর বিছানো পথে পায়চারি করতে লাগলাম। একা হতে পেরে আমি বেশ কিছুটা স্বস্তি বোধ করছিলাম। সাথে সাথে পলিন স্টোকারের প্রতি চাফির মনোভাবেও মজা লাগছিল।

এইমাত্র চাফির সঙ্গে আলাপের পলিন-সংক্রান্ত অংশটুকুর দিকে একবার আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই।

কিছু লক্ষ করেছেন কি?

করেননি?

তা পুরো তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে আপনাদের ঘটনাস্থলে হাজির থেকে ওকে পর্যবেক্ষণ করা উচিত ছিল। আমি হচ্ছি এমন একজন লোক যে মানুষের চেহারা দেখে মনের ভাব বুঝতে পারে আর চাফির মনটা তো পানির মত স্বচ্ছ। আসলে ওর মুখটা একেবারে রক্তবর্ণ ধারণ করেছিল; নাকের ডগাটা তিরতির করে কাঁপছিল; ভাবভঙ্গিতে ফুটে উঠেছিল বিহ্বলতা। ফলে আমি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম যে আমার স্কুলজীবনের বন্ধুটি একেবারে কুপোকাত হয়ে গেছে। ঘটনাটা তড়িঘড়ি করেই ঘটে গেছে অবশ্য; কিন্তু চাফি আসলে ওইরকমই-আবেগপ্রবণ আর উষ্ণহৃদয়। পছন্দসই মেয়ে নজরে পড়ল কী, ব্যস। বাকিটা ও নিজেই করতে পারবে।

তো এমন কিছু একটা যদি ঘটেই যায় তা হলে আমার দিক থেকে কোন বাধা নেই। এসব হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে বার্ট্রাম ঝামেলা বাধাবার লোক নয়। পলিন স্টোকার যদি কারও সাথে গাঁটছড়া বাঁধতেই চায় তা হলে তার বাতিল হয়ে যাওয়া পাণিপ্রার্থী তাকে এগিয়ে যেতে আন্তরিকভাবেই উৎসাহ দেবে।

এসব নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবনাচিন্তা করলে শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায় তা তো আপনারা ভাল করেই জানেন। প্রথম দিকে অবশ্য মনটা ফেটে চৌচির হয়ে যায়। তারপর অকস্মাৎ একদিন উপলব্ধি জন্মে যে দারুণ রক্ষা পাওয়া গেছে। আমি যেসব দারুণ দারুণ সুন্দরী মেয়েদের চিনি পলিন নিঃসন্দেহে তাদের একজন। কিন্তু সে রাতে প্লাজায় ওকে দেখে আমার চিত্তে যে প্রেম উথলে উঠেছিল আজ তার

www.BanglaBook.org

ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই।

ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে আমার এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের কারণ এই যে পলিন অত্যন্ত প্রাণচঞ্চল মেয়ে। নিঃসন্দেহে চোখজুড়ানো চেহারা। কিন্তু ওর সবচেয়ে বড় ত্রুটি এই যে ও এমন একটি মেয়ে যে প্রাতঃরাশের আগে আপনাকে নিয়ে একমাইল সাঁতার কেটে আসবে আর লাঞ্চের পর যখন ঘুমে আপনার দু-চোখ জড়িয়ে আসবে তখন আপনাকে তুলে নিয়ে যাবে টেনিস খেলতে। এখন আমার চোখের সামনে থেকে অন্ধকার পর্দা সরে যাওয়ায় আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে মিসেস্ বার্ট্রাম উস্টারকে হতে হবে অনেকটা মিসেস্ জ্যানেট গ্রয়নারের মত।

কিন্তু এসব আপত্তি চাফির ক্ষেত্রে টেকে না। ও নিজেও অত্যন্ত বেগবান। ও ঘোড়ায় চড়ে, সাঁতার কাটে, শিকার করে, প্রচণ্ড শোরগোল তুলে শেয়ালকে তাড়া করে—খুব হৈ-হুল্লোড়-প্রিয় ও। ও আর এই পি স্টোকার হবে এক আদর্শ দম্পতি। আর এ-ব্যাপারে যদি আমার কিছু করার থাকে তা হলে আমি তা নিষ্ঠার সাথেই করব।

সুতরাং পলিন যখন ভেতর থেকে বেরিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল, তখন আমি কেটে না পড়ে পুরনো পরিচয়ের সূত্র ধরে 'কি-ব্যাপার-স্যাপার' বলে সহাস্যবদনে ওকে স্বাগত জানালাম এবং রডোডেনড্রনগুচ্ছের ভেতরের পথটার দিকে আমাকে টেনে নিয়ে যেতে দিলাম।

মেয়েটার ধারেকাছে ঘেঁষতে আমার তিলমাত্র ইচ্ছে না থাকলেও একজন উস্টার তার বন্ধুকে সাহায্য করার জন্য যে কী করতে পারে এ থেকেই তা বোঝা যায়। ওর সঙ্গে সাক্ষাৎজনিত প্রথম ধাক্কাটা ইতিমধ্যে কেটে গেছে। তা সত্ত্বেও কথাবার্তা বলতে কিছুটা অস্বস্তিবোধ করছিলাম। আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল ডাক মারফত। কিন্তু শেষবার যখন দেখা হয়েছিল তখন ছিলাম পরস্পরের বাগদত্ত। তাই কীভাবে কথাবার্তা চালাব সঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

তবুও চাফির জন্যে কিছু করতে পারব—এই আশাই আমাকে কঠিন পরীক্ষা মোকাবেলায় অনুপ্রাণিত করল। আমরা একটা মরচে ধরা বেঞ্চে বসে আলাপ করতে লাগলাম।

'এখানে তোমাকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি, বার্টি,' ও বলল, 'এখানে কী করছ?'

'কিছুদিনের জন্যে অবসর নিয়েছি।' আমি বললাম। এইরকম আবেগবর্জিত বিষয়ে বাক্যালাপ শুরু হওয়ায় খুশিই হলাম, 'নির্জনে ব্যানজোলেল্ল সাধনার জন্য আমার এমনি একটা জায়গার দরকার ছিল। এখানে একটা কটেজ ভাড়া নিয়েছি।'

'কোনটা?'

'পোতাশ্রয়ের কাছে।'

'তুমি নিশ্চয়ই আমাকে এখানে দেখে অবাক হয়েছিলে?'

'হয়েছিলাম।'

'খুশির চেয়ে বিস্ময়ই বেশি, তাই না?'

'তা বটে। অবশ্য তোমাকে দেখলে আমি সবসময়ই খুশি হই। কিন্তু তোমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাবা আর বুড়ো গ্লসপের কথা যদি বল...

'উনি তোমাকে পছন্দ করেন না, তাই না? ভাল কথা, বার্টি, তুমি নাকি শোবার ঘরে বেড়াল পোষো?'

আমি একটু আড়ষ্ট হয়ে গেলাম।

'আমার শোবার ঘরে বেড়াল ছিল বটে। কিন্তু তুমি যে ঘটনাটা উল্লেখ করতে চাইছ, তার একটা ব্যাখ্যা...'

'ঠিক আছে। ও নিয়ে চিন্তা কোরো না। মনে কর, ব্যাখ্যা দেয়া হয়ে গেছে। কিন্তু বাবা যখন কথাটা শুনেছিলেন তখন তাঁর চেহারাটা যদি একবার দেখতে! ওঁর সেই চেহারা মনে পড়লেই আমার হাসি পায়।'

এই ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। ওয়াশবার্নের চেহারা দেখে আমার কখনও হাসি পায়নি। উনি এমন একটা লোক যাঁকে দেখলে আমার স্প্যানিশ মেইনের জলদস্যুদের কথা মনে পড়ে– দৈত্যের মত লম্বাচওড়া আর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। ওকে দেখলে হাসি পাওয়া তো দূরের কথা–ওর সামনে পড়লে আমি একেবারে কুঁকড়ে যাই।

'বাবা যদি হঠাৎ এখন এখানে এসে পড়ে আমাদের দুজনকে দেখতে পান তা হলে উনি ভাববেন যে আমি এখনও তোমার প্রতি দুর্বল।'

'নিশ্চয়ই তুমি তা বোঝাতে চাইছ না?'

'তা-ই চাইছি।'

'ধুত্তোর!'

'এটাই সত্যি কথা। উনি নিজেকে ভিক্টোরিয় যুগের পিতা বলে মনে করেন যারা তরুণ প্রেমিকদের কেবল বিচ্ছিন্নই করত না, যাতে পুনরায় মিলিত হতে না পারে সেজন্যে তাদের সর্বক্ষণ পাহারাও দিয়ে রাখত। অথচ উনি হয়তো বুঝতেই পারছেন না যে আমার বাগদান নাকচ করার চিঠি পেয়ে তুমি যত খুশি হয়েছিলে ততটা খুশি সারাজীবনে আর কোন কিছুতেই হওনি।'

'না। মানে...'

'বার্টি, ঠিক করে বল। আমি জানি, তুমি খুব খুশি হয়েছিলে।'

'ঠিক তা নয়।'

'ঠিক আছে, বলতে হবে না। মেয়েরা সব বোঝে।'

'ধুত্তোর! তুমি ওভাবে না বললেই বেশি খুশি হব। আমি সবসময় তোমাকে খুব শ্রদ্ধা করে আসছি।'

'কী করে আসছ? এসব ভাষা কার কাছে শিখলে?'

'অধিকাংশই জীভসের কাছ থেকে। আমার সাবেক ভ্যালে। ওর শব্দের ভাণ্ডার খুব সমৃদ্ধ।'

'তুমি সাবেক বলতে কি লোকটাকে মৃত বোঝাতে চাইছ? নাকি সে তোমাকে ছেড়ে গেছে?'

'আমাকে ছেড়ে গেছে। আমার ব্যানজোলেল বাজানো ওর পছন্দ নয়। এখন চাফির সঙ্গে আছে।'

'চাফি?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'লর্ড চাফনেল।'

'ওহ্।'

পলিন থামল। কাছেই একটা গাছে কয়েকটা পাখি কী নিয়ে যেন কলহ করছিল কিছুক্ষণ ধরে, সেটাই শুনল।

'লর্ড চাফনেলকে তুমি অনেকদিন ধরে চেন?'

'হ্যাঁ, অনেকদিন।'

'তোমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু?'

'গলায় গলায় বন্ধুত্ব আমাদের।'

'চমৎকার! আমারও তা-ই মনে হয়েছিল। ওর ব্যাপারে আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই। আমি তোমাকে একটা গোপন কথা বলব। কি, বলতে পারি না?'

'অবশ্যই পার।' আমি বললাম।

'আমি জানতাম। এটাই হচ্ছে কারও বাগদত্তা হবার সুফল। সেটা ভেঙে গেলে নিজেকে লোকটার বোন বলে মনে হয়।'

'আমি কখনোই তোমাকে দুষ্ট ব্রন বলে ভাবিনি।'

'ব্রন নয়, বোন।'

'ওহ্, বোন! তার মানে তুমি আমাকে ভাই বলে ঠাওরাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, ভাইয়ের মত। কত তাড়াতাড়ি তুমি বুঝতে পার, বার্টি! এখন তোমাকে আমি ভাইয়ের মত করে পেতে চাই। আমাকে মার্মাডিউক সম্পর্কে বলো।'

'তাকে চিনি বলে মনে হয় না।'

'লর্ড চাফনেল, আহাম্মুক কোথাকার!'

'ওর নাম মার্মাডিউক নাকি? মার্মাডিউক?' আমি প্রাণখুলে হাসলাম, 'আমার মনে আছে, স্কুলে ও ব্যাপারটা সবসময় এড়িয়ে যেত, গোপন রাখতে চাইত।'

পলিনকে বিরক্ত বলে মনে হলো।

'খুব সুন্দর নাম, তাই না?'

আমি ওর দিকে আমার সেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে ধরলাম। ব্যাপারটা বেশ অর্থপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে। বিশেষ কারণ ছাড়া কেউ মার্মাডিউক নামটাকে সুন্দর বলবে না। ঠিকই তো! ওর চোখদুটো কি দীপ্তিময় আর মুখটা কেমন রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে।

'হুলো,' আমি বললাম, 'হুলো-উলো-উলো-উলো।'

'হয়েছে, হয়েছে।' পলিন বলল, 'এর জন্য শার্লক হোমস হবার কষ্ট স্বীকার করতে হবে না। আমি তো কিছু লুকোচ্ছি না। তোমাকে বলতেই যাচ্ছি।'

'তুমি, হাঃ হাঃ! এই মার্মাডিউককে, ক্ষমা চাই, ভালবাস?'

'আমি ওর জন্যে পাগল হয়ে গেছি।'

'খাসা!'

'ওর মাথার পেছনের নরম তুলোর মত চুলগুলো তোমার ভাল্লাগে না?'

'চাফির মাথার পশ্চাৎদিক লক্ষ করার চেয়ে আরও ভাল কাজ করার আছে আমার। তবে আমার কথা হলো; তুমি যা বলতে চাইছ তা যদি সত্যি হয়, তা হলে তোমার জন্যে অনাবিল আনন্দ অপেক্ষা করছে। খুব খুটিয়ে দেখার অভ্যেস আমার। একটু আগে চাফির সঙ্গে আলাপের সময় যখন তোমার প্রসঙ্গ উঠেছিল তখন ওর

www.BanglaBook.org

চোখে যে আলো দেখেছি তাতে আমি নিশ্চিত যে ও তোমার প্রেমে একেবারে মাতোয়ারা হয়ে আছে।'

'তা আমি জানি, গর্দভ কোথাকার! তুমি কি ভাবো যে মেয়েরা এসব বোঝে না!'

আমি একেবারে হাঁ হয়ে গেলাম।

'তা ও যদি তোমাকে ভালবাসে আর তুমি যদি ওকে ভালবাস তা হলে আর ভাবনার কী আছে?'

'কী আছে, বুঝতে পারছ না? বোঝাই যায় যে আমার প্রতি ও খুব দুর্বল। কিন্তু মুখে তো কিছু বলছে না।'

'কিছুই বলেনি?'

'একটা শব্দও না।'

'বলবার দরকার কী? তুমি নিশ্চয়ই বোঝ যে এতে ভদ্রতা আর শালীনতারও একটা ব্যাপার আছে। তাই এখনও ও চুপ করে আছে। তা লোকটাকে একটু সময় দিতে হবে। তোমাকে তো চেনে মাত্র পাঁচদিন হলো।'

'আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, ও ছিল ব্যাবিলনের রাজা আর আমি ছিলাম ওর খৃষ্টান ক্রীতদাসী।'

'এরকম মনে হবার কারণ?'

'মনে হয়, ব্যস।'

'তা বেশ, এসব তুমিই ভাল বোঝ। তো আমাকে তুমি এ-ব্যাপার কী করতে বল?'

'তুমি ওর বন্ধু, তুমি ওকে হাবভাবে বোঝাতে পার যে ওর এতটা দ্বিধার কিছু নেই।'

'ব্যাপারটা দ্বিধাদ্বন্দ্বের নয়, শোভনতার—যা তোমাকে এইমাত্র আমি বললাম। এসব ব্যাপারে আমাদের পুরুষদের কিছু নীতিমালা আছে। আমরা যত গভীর প্রেমেই হাবুডুবু খাই না কেন, শালীনতার জন্য কিছুটা অপেক্ষা করতেই হয়। হুট করে তা প্রকাশ করতে আমাদের শিষ্টতায় বাধে।'

'যত্তসব ফালতু কথা। আমার সাথে পরিচয়ের মাত্র দু'সপ্তা পরেই তুমি বিয়ের প্রস্তাব করনি?'

'তা বটে। কিন্তু সে তো ছিল এক উস্টারের ব্যাপার।'

'আমি বুঝতে পারছি না...'

'কী বুঝতে পারছ না? বলো।'

কিন্তু পলিন আমার পেছনদিকে কিছু একটার দিকে তাকিয়েছিল। আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে জীভস।

বার্টি ব্যাপারটা নিজের হাতে নিল

আমি অমায়িকভাবে মাথা নাড়লাম। এই লোকটার সাথে আমার পেশাগত সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে বটে কিন্তু উস্টাররা চিরদিনই বিনয়নম্র।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আহ্, জীভস।'

'সুপ্রভাত, সার।'

পলিন উৎসুক হয়ে উঠল।

'এ-ই তা হলে জীভস?'

'হ্যাঁ, এ-ই জীভস।'

'তুমিই তা হলে মি. উস্টারের ব্যানজোলেল সাধনা পছন্দ কর না?'

'না, মিস্।'

এই নাজুক বিষয় নিয়ে আলোচনা আমার পছন্দ নয়, তাই আমি কাঠখোট্টার মত বললাম, 'তা, জীভস, ব্যাপার কী?'

'মি. স্টোকার, সার, উনি মিস্ স্টোকারের খোঁজ করছেন।'

বুড়োটা একেবারে জ্বালিয়ে মারল! আমি পলিনকে সৌজন্যের সাথে বিদায় জানিয়ে বললাম, 'তোমার বরং এখন কেটে পড়া উচিত।'

'আমারও তা-ই মনে হচ্ছে। তা যা বললাম ভুলো না যেন।'

'ব্যাপারটা,' আমি ওকে অভয় দিলাম, 'আমি গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করলাম।'

ও চলে গেল এবং এক মৌনগম্ভীর পরিবেশে রয়ে গেলাম কেবল আমি আর জীভস। ধীরেসুস্থে আমি একটা সিগারেট ধরালাম।

'জীভস।'

'সার?'

'আমাদের আবার দেখা হলো।'

'হ্যাঁ, সার।'

'ফিলিপি, তাই না? চাফির সাথে তোমার বেশ ভালই কাটছে, আশা করি?'

'সবকিছুই ভাল, সার। আমার ধারণা আপনার নতুন ভ্যালে আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারছে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। দারুণ লোক!'

'শুনে খুব ভাল লাগছে, সার।'

দুজনেই নিশ্চুপ্ হয়ে গেলাম কয়েক মুহূর্তের জন্যে। তারপর বললাম, 'ইয়ে, জীভস।'

ভারি অদ্ভুত ব্যাপার। আমার ইচ্ছে ছিল দু-চারটে সৌজন্যমূলক কথাবার্তা বলে ওকে বিদায় করে দেব। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে গড়ে ওঠা অভ্যেস দূর করা বড়ই কঠিন। এখানে জীভসও আছে, আমিও আছি, আর এমন একটা সমস্যা আছে যেগুলো সমাধানের ব্যাপারে আমি সবসময়ই ওর উপদেশ ও পরামর্শ নিয়েছি। সুতরাং ওকে উপেক্ষা করে বিদায় দেয়ার ইচ্ছে থাকলেও পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে আমি ওর পরামর্শের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

'সার।'

'তোমার যদি সময় থাকে তা হলে একটা বিষয়ে আলোচনা করতে চাই।'

'অবশ্যই, সার।'

'একটা ব্যাপারে চাফি সম্পর্কে তোমার মতামত জানা দরকার।'

'অবশ্যই, সার।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জীভসের চেহারায় রয়েছে সেই বুদ্ধিমত্তা আর সামন্তসুলভ আনুগত্যের ছাপ যা আমি বরাবরই লক্ষ করে আসছি। তাই আমি আর দ্বিরুক্তি করলাম না।

'পঞ্চম ব্যারনের ব্যাপারে যে কিছু একটা করা উচিত তাতে তুমি নিশ্চয়ই আমার সাথে একমত হবে?'

'মাফ করবেন, সার, আপনার কথাটা ঠিক...'

'আহ্, জীভস, ওসব কায়দা ছাড়। আমি কী বলছি আর কী করতে চাই তা তুমি জান। তুমি ওর কাছে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে আছ, অথচ কিছু লক্ষ করনি এবং কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছওনি একথা তুমি বলতেই পার না।'

'আমি যদি বলি যে আপনি মিস্ স্টোকারের প্রতি মাননীয় লর্ডের মনোভাবের কথা বলতে চাইছেন, তা হলে কি ঠিক হবে, সার?'

'নিঃসন্দেহে।'

'আমি লক্ষ করেছি যে মাননীয় লর্ড ওই তরুণীর প্রতি যে মনোভাব পোষণ করেন তা সাধারণ বন্ধুত্বের চেয়ে গভীর ও উষ্ণ।'

'চাফি মিস্ স্টোকারের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, একথা বলা যায় কি?'

'অবস্থাটা ওই রকমই দাঁড়িয়েছে।'

'খুব ভাল। তা হলে শুনে রাখ, জীভস, সে-ও ওকে ভালবাসে।'

'সত্যি, সার?'

'তুমি যখন এলে তখন ও ওই কথাই বলছিল। ও স্বীকার করেছে যে চাফির ব্যাপারে ও খুব আগ্রহী। বিচলিতও ব্যাপারটা নিয়ে। আহা, বেচারী! খুব বিচলিত। পঞ্চম ব্যারনের চোখে ও ভালবাসার দীপ্তি দেখতে পেয়েছে। নিজে তো ভালবেসে ফেলেছেই। ও যা নিয়ে উদ্বিগ্ন তা এই যে, চাফি ওর কাছে ওর হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করছে না। বরং সেটাকে লুকিয়ে রেখেছে... কীসের মত করে যেন, জীভস?'

'পুষ্পকোরকে কীটের মত করে, সার।'

'তা হলে কেন এমন হচ্ছে? এ ওকে ভালবাসে, ও একে ভালবাসে। তা হলে বাধাটা কোথায়? ওর সঙ্গে আলাপের সময় আমি যে তত্ত্বের অবতারণা করেছিলাম তা হলো, শোভনতার জন্যই চাফি তার মনের কপাট রুদ্ধ করে রেখেছে। কিন্তু সে কথা আমি নিজেই বিশ্বাস করি না। ওকে তো আমি চিনি। চোখের নিমেষে লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে। পয়লা সপ্তায় যদি ও মেয়েটার কাছে প্রস্তাব না করে তা হলে ও নিজেই বুঝতে পারবে যে পরিস্থিতি ওর আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। অথচ ঘটনাবলী সেদিকেই গড়াচ্ছে। কিন্তু কেন?'

'মাননীয় লর্ড অত্যন্ত বিবেচক মানুষ, সার।'

'কী বলতে চাও, তুমি?'

'উনি ভাবছেন যে ওর এই দৈন্যদশায় মিস্ স্টোকারের মত ধনাঢ্য তরুণীর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করার অধিকার ওর নেই।'

'উঁহু, তা মনে হয় না। ভালবাসার ক্ষেত্রে এসব তত্ত্ব অচল। তা ছাড়া পলিনরা এমন কিছু আহামরি ধনী নয়। মোটামুটি পয়সাওয়ালা অবশ্য।'

'না, সার। মি. স্টোকারের প্রায় পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলারের সম্পত্তি আছে।'

'কী? তুমি খুব বড়বড় বুলি কপচাও, জীভস।'

www.BanglaBook.org

'না, সার। আমি শুনেছি যে, পরলোকগত মি. জর্জ স্টোকারের উইল অনুসারে কিছুদিন আগে উনি ওই অর্থ লাভ করেছেন।'

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

'হায় খোদা! জীভস, ওর সেই চাচাতো ভাই জর্জ কি পটল তুলেছে? আর সব টাকাকড়ি দিয়ে গেছে বুড়ো স্টোকারকে?'

'হ্যাঁ, সার।'

'হুম্, এখন আমি সব বুঝতে পারছি। সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে আমার কাছে। এতবড় সম্পত্তি কেনার টাকা বুড়ো পেল কোথায়– এতক্ষণ ভেবে ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না। পোতাশ্রয়ের ইয়টটা বোধহয় ওঁর?'

'হ্যাঁ, সার।

'তা বেশ, তা বেশ, কিন্তু জর্জের তো আরও নিকটাত্মীয় ছিল।'

'ওদের কাউকেই উনি পছন্দ করতেন না।'

'ওঁর সম্পর্কে তুমি জান তা হলে?'

'নিউ ইয়র্কে থাকবার সময় ওঁর ভ্যালের সঙ্গে আমার অনেক আলাপ-সালাপ হয়েছে। লোকটার নাম বেনসটিড।'

'জর্জ লোকটা একটু পাগলাটে ছিল, তাই না?'

'খুবই খিটখিটে মেজাজ, সার।'

'উইল নিয়ে অন্যান্য আত্মীয়ের ঝামেলা বাধানোর আশঙ্কা আছে?'

'মনে হয় না, সার। তেমন অবস্থা হলে অবশ্য মি. স্টোকারকে সার রডারিকের উপর নির্ভর করতে হবে। তাঁকে তখন সাক্ষ্য দিতে হবে যে, পরলোকগত মি. স্টোকারের নানারকম উদ্ভট বাতিক থাকলেও তিনি মানসিক দিক দিয়ে পুরোপুরি সুস্থ ছিলেন। ওঁর মত খ্যাতনামা মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্য কেউ অগ্রাহ্য করতে পারবে না।'

'তার মানে সার রডারিককে বলতে হবে যে কেউ যদি হাতের উপর ভর দিয়ে হাঁটতে চায় তা হলে তাতে এমন কিছু এসে যায় না। বরং এতে জুতোর চামড়া ক্ষয় হয় না, ইত্যাদি, ইত্যাদি।'

'একদম ঠিক বলেছেন, সার।'

'সেক্ষেত্রে মিস্ স্টোকারের পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলারের উত্তরাধিকার লাভ ছাড়া গত্যন্তর নেই।'

'কার্যত অবস্থাটা তা-ই, সার।'

ব্যাপারটা নিয়ে খানিকক্ষণ ভাবলাম আমি।

'হুম্। বুড়ো স্টোকার যদি হল না কেনেন তা হলে চাচি বেচারা কপর্দকশূন্য হয়েই থাকবে। আর এটাই আসল ব্যাপার। এটাই হলো নাটকের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু জীভস, কেন এমন হবে, বলত? টাকা-পয়সার প্রশ্নই বা কেন উঠবে? এর আগেও এইরকম অনেক মানুষ কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা-পয়সাওয়ালা রমণীকে বিয়ে করেছে।'

'কিন্তু এই বিশেষ ব্যাপারটিতে মাননীয় লর্ডের দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা অদ্ভুত।'

চিন্তা করে দেখলাম, কথাটা ঠিক। টাকাপয়সার ব্যাপারে চাচি বরাবরই একটু অন্যরকম। আমার ধারণা এর সঙ্গে চাফনেলদের অহঙ্কারের ব্যাপার জড়িত রয়েছে।

www.BanglaBook.org

ওর সাথে পরিচয় আমার অনেক অনেক বছরের এবং আমি অনেকবার ওকে টাকা সেধেছি। সবসময়ই ও সেটা দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছে।

আমি বললাম, 'এই সমস্যার সমাধান খুব কঠিন। তবে তোমার ভুলও হতে পারে, জীভস, আসলে তুমি তো স্রেফ আন্দাজে বলছ।'

'না, সার। মাননীয় লর্ড নিজে আমাকে বলেছেন।'

'সত্যি? কথাটা উঠল কীভাবে?'

'মি. স্টোকার আমাকে চাকরি দেবার ইচ্ছে ব্যক্ত করেছিলেন, সার। আমি তা মাননীয় লর্ডকে জানিয়েছিলাম। তিনি বললেন, ওকে আশা দিয়ে রাখতে।'

'তুমি নিশ্চয়ই বলছ না যে ও তোমাকে বুড়ো স্টোকারের কাছে যেতে দিতে রাজি আছে?'

'না, সার। উনি স্পষ্ট করেই উল্টো কথাটা বলেছেন এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে। কিন্তু উনি চান যে চাফনেল হল বিক্রির ব্যাপারটা চুকে না যাওয়া পর্যন্ত আমি যেন প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান না করি।'

'তা-ই বল! বুঝতে পেরেছি ওর কৌশলটা। কাগজপত্র সই না হওয়া পর্যন্ত তুমি বুড়ো স্টোকারের মনটা ভিজিয়ে রাখবে।'

'মোটামুটি তা-ই, সার। এসব নিয়ে আলোচনার সময় মাননীয় লর্ড প্রসঙ্গক্রমে আমাকে মিস স্টোকার সম্পর্কে ওঁর ব্যক্তিগত মনোভাব জানিয়েছিলেন। আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত ওঁর আত্মমর্যাদাজ্ঞান ওঁকে তরুণী স্টোকারের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিতে বিরত রাখবে।'

'আস্ত গাধা।'

'আমি নিজে ওই ধরনের শব্দ প্রয়োগ করতে চাই না, সার, তবে আমি স্বীকার করছি যে মাননীয় লর্ডের মনোভাবকে আমার কাছে কিছুটা বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়েছে।'

'ওর সাথে কথা বলে এর একটা ফয়সালা করতে হবে।'

'অসম্ভব, সার। আমি নিজে সে চেষ্টা করে দেখেছি। আমার যুক্তি বৃথা গেছে। মাননীয় লর্ড কমপ্লেক্সে ভুগছেন।'

'কীসে ভুগছেন?'

'কমপ্লেক্সে, সার। মনে হয় এটা একটা মিউজিক্যাল কমেডি দেখার ফল। তাতে লর্ড ওটওটলে নামে একটা চরিত্র আছে। এই অভাবগ্রস্ত লর্ড একজন ধনী আমেরিকান মহিলাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। ওই চরিত্রটি মাননীয় লর্ডের মনে গভীর ছাপ রেখে গেছে। তিনি আমাকে স্পষ্টভাষায় বলেছেন যে তিনি এমন কিছু করবেন না যাতে ওই ধরনের লোকের সাথে কেউ তাঁর তুলনা করতে পারে।'

'কিন্তু ধর, বিক্রির ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত যদি কেঁচে যায়?'

'সে ক্ষেত্রে আমার ভয় হচ্ছে...'

'তা হলে তোমার পরামর্শ কী?'

'এই মুহূর্তে কোনও পরামর্শ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না, সার।'

'আহ্, জীভস, ঝেড়ে কাশো।'

'না, সার, সমস্যাটি একান্তভাবে মনস্তাত্ত্বিক বলে আমি নিজেই কিছুটা বিভ্রান্ত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়ে পড়েছি। যতক্ষণ পর্যন্ত মাননীয় লর্ডের মনে ওটওটলের ছাপ অক্ষুণ্ন থাকবে, আমার ধারণা, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই করা সম্ভব হবে না।'

'অবশ্যই হবে। তুমি অত ভয় পাচ্ছ কেন? এটা তোমার স্বভাব নয়। নিশ্চয়ই এই দুর্যোগ থেকে চাফিকে রক্ষা করা যাবে।'

'আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, সার।'

'নিশ্চয়ই পারছ। ব্যাপারটা একেবারে পরিষ্কার। ওই চাফি গোবেচারা মুখটা গোমড়া করে মেয়েটার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। ওর এখন যা দরকার তা হলো প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি। ওর মনে যদি এই সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়া যায় যে ওদের দুজনের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি নাক গলানোর মত বিপদ দেখা দিতে পারে তা হলে কি ও ওইসব ধারণা-টারণা ঝেড়ে ফেলে নাক দিয়ে আগুন ঝরাতে ঝরাতে ঝড়ের বেগে এগিয়ে যাবে না?'

'অনুপ্রাণিত করার ব্যাপারে ঈর্ষা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্র।'

'আমি কি করতে চাই তুমি তা বুঝতে পারছ?'

'না, সার।'

'আমি মিস স্টোকারকে এমনভাবে চুমু খেতে চাই যাতে চাফি তা দেখতে পায়।'

'সত্যি? আমি কিন্তু ব্যাপারটাতে সায় দিতে পারছি না, সার।'

'বুঝতে চেষ্টা কর, জীভস। আমি পুরো ব্যাপারটার ছক কেটে ফেলেছি। এখন তোমার সাথে কথা বলতে বলতে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত এটা আমার মাথায় ঢুকেছে। লাঞ্চের পর আমি মিস স্টোকারকে এখানে ডাকিয়ে আনব। আমার পাশে বসাব। চাফি যাতে ওর পিছনে পিছনে আসে সে ব্যবস্থা তুমি করবে। আমি যখন ওর চোখ দেখতে পাব ঠিক সেইসময় মিস্ স্টোকারকে দুহাতে জড়িয়ে ধরব। এতেও যদি কাজ না হয়, তা হলে আর কোনও কিছুতেই হবে না।'

'আমার মতে, সার, আপনি মারাত্মক ঝুঁকি নিতে যাচ্ছেন। মাননীয় লর্ড খুবই উত্তেজিত হয়ে আছেন।'

'বেশ তো, উস্টাররা তাদের বন্ধুদের স্বার্থে দু-একটা ঘুসিও হজম করতে পারে। না, জীভস, এ নিয়ে আর কোনও কথা নয়। ব্যাপারটা স্থির হয়ে গেল। এখন শুধু নির্দিষ্ট মুহূর্তটা নির্ধারণ করতে হবে। মনে হয়, আড়াইটার মধ্যে ভোজনপর্ব শেষ হবে... ভাল কথা, আমি কিন্তু খেতে যাচ্ছি না।'

'যাচ্ছেন না, সার?'

'না, আমি ওই নচ্ছারগুলোর মুখোমুখি হতে চাই না। আমি এখানেই থাকব। আমাকে কিছু স্যান্ডউইচ আর আধ-বোতল পানীয় এনে দাও।'

'ঠিক আছে, সার।'

'ভাল কথা, এই আবহাওয়ায় ডাইনিং রুমের জানালাগুলো খোলাই থাকবে। লাঞ্চের সময় গোপনে ওগুলোর কাছে চলে যেও। গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা হতে পারে।'

'বেশ, সার।'

'স্যান্ডউইচে বেশি করে সরষে বাটা দিও।'

'নিশ্চয়ই, সার।'

'আর দুটো ত্রিশ মিনিটে মিস্ স্টোকারকে বলবে যে আমি ওর সাথে একটু কথা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলতে চাই। দুটো একত্রিশ মিনিটে লর্ড চাফনেলকে বলবে যে মিস্ স্টোকার ওর সাথে কথা বলতে চায়। বাকিটা আমার উপর ছেড়ে দাও।'

'তাই হবে, সার।'

জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব

খাবার নিয়ে জীভস ফিরে এল বেশ খানিকক্ষণ পর। আমি সেগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

'তোমার আসতে অনেক দেরি হয়েছে।'

'আপনার কথামত, সার, ডাইনিং রুমের জানালা দিয়ে কথাবার্তা শুনছিলাম।'

'ওহ্, তা কী শুনলে?'

'বাড়িটা কেনার ব্যাপারে মি. স্টোকারের ইচ্ছের কোনও আভাস আমার কানে আসেনি তবে উনি খুব ফুর্তিতে আছেন।'

'সেটা খুবই শুভ লক্ষণ। তা-ই না?'

'উনি লাঞ্চে উপস্থিত সবাইকে ওঁর প্রমোদতরীতে একটা ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করেছেন।'

'তা হলে উনি এখানেই থাকবেন?'

'অল্প কয়েকদিনের জন্যে। জাহাজটার প্রপেলারে নাকি একটা ত্রুটি দেখা দিয়েছে।'

'তা, এই ভোজসভার ব্যাপারটা কী?'

'মনে হচ্ছে, আগামীকাল মাস্টার ডোয়াইট স্টোকারের জন্মদিবস। যতটুকু শুনেছি, সেই উপলক্ষেই এই উৎসবের আয়োজন।'

'প্রস্তাবটা কি সানন্দে গৃহীত হয়েছে?'

'সর্বান্তকরণে, সার। যদিও মাস্টার ডোয়াইট অত্যন্ত জোরের সাথে মাস্টার সীবেরীর সাথে বাজি ধরে বলেছে যে সে জীবনে এই প্রথমবার ইয়টে চড়তে যাচ্ছে। মাস্টার সীবেরী এতে দারুণ চটে গিয়েছিল বলে মনে হলো।'

'ও কী বলল?'

'ও বিদ্রূপ করে বলল যে ও লক্ষ লক্ষবার ইয়টে চড়েছে। আমি যদি ভুল না শুনে থাকি তা হলে ও "কোটি কোটি" শব্দটি ব্যবহার করেছিল।'

'তারপর?'

'মাস্টার ডোয়াইট মুখ দিয়ে এমন একটা বিচিত্র আওয়াজ করল যাতে আমার ধারণা হলো সে এই দাবির ব্যাপারে গভীর সংশয় পোষণ করছে। ঠিক এই সময় মি. স্টোকার পার্টিতে নিগ্রো চারণদলকে ভাড়া করার ইচ্ছে প্রকাশ করায় অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল। মনে হয়, মাননীয় লর্ড চাফনেল রেজিসে ওদের উপস্থিতির কথা ওঁকে জানিয়েছিলেন।'

'প্রস্তাবটা কি ওদের পছন্দ হয়েছিল?'

'খুবই পছন্দ হয়েছিল, সার। শুধু মাস্টার সীবেরী বাজি ধরে বলল যে মাস্টার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডোয়াইট এখনও নিগ্রোচারণদলের বাজনা শোনেনি। একটু পরেই মাননীয় লেডীর একটি মন্তব্য শুনে আমার ধারণা হলো যে মাস্টার ডোয়াইট মাস্টার সীবেরীর দিকে একটা আলু ছুঁড়ে মেরেছিল। ফলে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবার আশঙ্কা দেখা দেয়।'

আমি টাকরায় জিভ ছুঁইয়ে শব্দ করলাম।

'ইশ্, কেউ যদি ছোঁড়াদুটোকে ঘাড় ধরে নিয়ে গিয়ে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখত! ওরা সব পণ্ড করে দেবে।'

'সুখের বিষয়, সার, বিবাদটা ছিল খুব ক্ষণস্থায়ী। আমি যখন ওদের ছেড়ে এলাম তখন ওদের সকলের মধ্যে প্রীতির ভাব দেখে এসেছি। মাস্টার ডোয়াইট বলল যে, আলুটা ওর হাত থেকে ছিটকে গিয়েছিল। তার এই কৈফিয়ত উদারতার সঙ্গে গৃহীত হলো।'

'বেশ, তা হলে আবার তাড়াতাড়ি যাও। হয়তো আরও কিছু শুনতে পারবে।'

'ঠিক আছে, সার।'

আমি স্যান্ডউইচ আর বিয়ার শেষ করে একটা সিগারেট ধরালাম। ভাবলাম, জীভসকে কফির কথা বলা উচিত ছিল। কিন্তু ওকে আসলে এসব বলবার দরকার হয় না। যথাসময়ে সে ধূমায়িত কফি নিয়ে হাজির হলো।

'লাঞ্চ এইমাত্র শেষ হলো, সার।'

'তুমি কি মিস্ স্টোকারের সাথে কথা বলেছ?'

'হ্যাঁ, সার। আমি বলেছি আপনি ওঁর সাথে দু-একটা কথা বলার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। উনি শিগগিরই এখানে এসে পৌঁছুবেন।'

'এখুনি নয় কেন?'

'ওঁকে আমি আপনার কথা বলবার পর পরই মাননীয় লর্ড ওঁর সাথে আলাপ করতে লাগলেন।'

'ওকেও কি আসতে বলেছ?'

'হ্যাঁ, সার।'

'ঠিক হয়নি কাজটা। ওরা একসঙ্গে এসে পড়তে পারে।'

'না, সার। মাননীয় লর্ডকে এদিকে আসতে দেখলেই কোনও একটা অজুহাতে ওঁকে কিছুক্ষণের জন্য দেরি করিয়ে দিতে পারব।'

'যেমন—?'

'নতুন মোজা কেনবার ব্যাপারে...

'কিন্তু নতুন মোজা কেনবার ব্যাপারে তোমার যা দুর্বলতা... দেখ, যেন গদগদ হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোজাচর্চা করতে বোসো না। আমি এখুনি ব্যাপারটার ফয়সালা করে ফেলতে চাই।'

'বুঝতে পারছি, সার।'

'মিস্ স্টোকারের সাথে তোমার কখন কথা হয়েছে?'

'পৌনে এক ঘণ্টা আগে, সার।'

'অবাক কাণ্ড, অথচ এখন ও এসে পৌঁছুল না।'

'বুঝতে পারছি না, সার।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আহ্!'

ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে সাদা রঙের আভাস পাওয়া গেল। পরমুহূর্তেই পলিন এসে উপস্থিত হলো। এখন ওকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। চোখদুটো যমজ তারার মত উজ্জ্বল। তা সত্ত্বেও, সবকিছু ঠিকমত চললে আমি নই, চাফিই ওকে বিয়ে করবে এই সিদ্ধান্তে আমি অটল।

'হ্যালো, বার্টি,' ও বলল, 'তোমার মাথাধরা-টরার কথা কী যেন শুনলাম। কিন্তু দেখে তো দিব্যি সুস্থ মনে হচ্ছে।'

'তা বটে! জীভস তুমি বরং থালাবাসনগুলো নিয়ে যাও।'

'অবশ্যই, সার।'

'আর ভুলে যেও না যেন মাননীয় লর্ড আমার খোঁজ করলে বলবে যে আমি এখানে আছি।'

'ভুলব না, সার।'

জীভস কাপ, থালা ও বোতল নিয়ে অদৃশ্য হলো। পলিন আমার একটা হাত চেপে ধরে কী যেন বলবার চেষ্টা করছিল।

'বার্টি।' ওর গলা শুনতে পেয়েছিলাম।

'কিন্তু ঠিক ওইসময় আমি ঝোপের উপর দিয়ে চাফির মাথা দেখতে পেলাম। আর তক্ষুণি বুঝলাম যে সময় হয়েছে। এটা হচ্ছে এমন একটা কাজ যেটা সময়মত করতে হয় অথবা কখনোই করতে নেই। তাই আমি আর একটুও দেরি করলাম না। পলিনকে দুহাতের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম এবং ওর ডান ভ্রূতে ঠোঁট চেপে ধরলাম। স্বীকার করছি যে কাজটা নিপুণভাবে নিষ্পন্ন করতে পারলাম না। কিন্তু লক্ষ্যটাই তো এখানে বড় কথা এবং আমার বিশ্বাস এতেই কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ সম্ভব হবে।

হতও, যদি ওই মুহূর্তটিতে চাফিই এসে হাজির হত। কিন্তু তা হলো না। ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে এক পলকের জন্য হমবার্গ হ্যাট দেখে আমি ভুল করে ফেলেছিলাম। আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন স্টোকার বাবাজী। আর স্বীকার করতেই হচ্ছে যে আমি কিছুটা হতভম্ব হয়ে গেলাম।

আপনারাও স্বীকার করবেন যে সেটা ছিল এক অস্বস্তিকর অবস্থা। আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন একজন উৎকণ্ঠিত পিতা, বার্ট্রাম উস্টারের প্রতি যাঁর বিদ্বেষের সাথে যুক্ত হয়েছে এই ভ্রান্ত ধারণা যে তাঁর মেয়ে উস্টারকে এখনও পাগলের মত ভালবাসে আর লাঞ্চ-উত্তর হাঁটাহাঁটির সময় প্রথমেই যা তাঁর নজরে পড়ল তা হলো ওরা পরস্পরের বক্ষলগ্ন হয়ে আছে।

যে-কোন বাবাই এমনটা দেখলে আঁতকে উঠবেন। লোকটা তাই আমার দিকে বিস্ফোরিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকায় আমি বিস্মিত হলাম না। আর যে লোকটার ট্যাঁকে পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার আছে সে চেহারায় মুখোশ আঁটে না। সে যদি কারোর দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকাতে চায়, তা হলে বিষদৃষ্টিতেই তাকাতে পারে। সেই রকম অগ্নিদৃষ্টিই উনি আমার প্রতি নিবদ্ধ করলেন। তাতে যেমন আতঙ্ক ছিল তেমনি ছিল বিদ্বেষ এবং আমি বুঝতে পারলাম যে ওঁর সম্পর্কে পলিনের ধারণা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

সৌভাগ্যের বিষয়, ব্যাপারটা দৃষ্টিনিক্ষেপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল। সভ্যতার

www.BanglaBook.org

বিরুদ্ধে আপনাদের যতই অভিযোগ থাক এই ধরনের সংকটকালে তা খুব কাজে লাগে।

মাত্র একবার মুহূর্তের জন্য ওঁর পা দুটো চঞ্চল হয়ে উঠল এবং আমার মনে হলো যে আসল ওয়াশবার্ন স্টোকার স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সভ্যতারই জয় হলো। আমার দিকে আরও একদফা আগুনঝরা চাউনি নিক্ষেপ করে উনি পলিনের একটা হাত চেপে ধরে ওকে নিয়ে চলে গেলেন। আবার একা হয়ে গেলাম আমি এবং এখুনি যে ঘটনাটা ঘটে গেল তা তলিয়ে দেখার ফুরসত পেলাম।

একটা সিগারেট ধরিয়ে আমি ধাতস্থ হতে চেষ্টা করছিলাম এমন সময় চাফি এল। আর ওর ছানাবড়া চোখ দেখে মনে হলো ওর মনেও কিছু কথা আছে।

কোনওরকম ভণিতার ধার না ধেরেই ও বলল, 'বার্টি, এসব কী শুনছি?'

'কী শুনেছ?'

'পলিন স্টোকারের সাথে তোমার বাগদান হয়েছিল একথা বলনি কেন?'

আমি চোখ তুলে তাকালাম। মনে হলো এ-ব্যাপারে কঠোর হওয়াটা অযৌক্তিক হবে না।

'তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না,' আমি কঠিন কণ্ঠে বললাম, 'তুমি কি আমার কাছ থেকে পোস্টকার্ড আশা করেছিলে?'

'আজ সকালে আমাকে বলতে পারতে!'

'তার তো কোনও কারণ দেখছি না। তা ব্যাপারটা জানলে কী করে?'

'সার রডারিক গুসপ কথায় কথায় বললেন।'

'ওহ্! তা হলে ওঁর কাছেই শুনেছ! আসলে এ ব্যাপারে উনিই ছিলেন সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। ওই বুড়োটাই ব্যাপারটা ভণ্ডুল করে দিয়েছিল।'

'তার মানে?'

'ওই সময় উনি নিউ ইয়র্কে ছিলেন। স্টোকারকে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে বাগদানটা ভেঙে দিতে ওকে মোটেও বেগ পেতে হয়নি। ব্যাপারটা মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা টিকে ছিল।'

চাফি ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে তাকাল।

'কথাটা শপথ করে বলতে পারবে?'

'অবশ্যই!'

'মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা?'

'তার চেয়েও কম।'

'এখন আর তোমাদের মধ্যে তেমন কিছু নেই?'

'একেবারেই না।'

'ঠিক বলছ তো?'

'একেবারে কিছু নেই। সুতরাং ঝুলে পড়ো। চাফি, বুড়ো খোকা।' বড় ভাই-এর মত ওর ঘাড়ে চাপড় দিয়ে বললাম, 'হৃদয়ের নির্দেশে এগিয়ে যাও, ভয় নেই। মেয়েটা তোমার জন্য পাগলপারা হয়ে গেছে।'

'কে বলল তোমাকে?'

'ও-ই বলেছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ও নিজে?'

'একেবারে নিজে।'

'ও আমাকে সত্যি ভালবাসে?'

'মনেপ্রাণে।'

ওর দুশ্চিন্তাপীড়িত চেহারায় স্বস্তির ছাপ পড়ল। হাত দিয়ে কপালটা মুছল ও।

'বেশ, তা হলে তো সবই ঠিক আছে। আমি যদি বেফাঁস কিছু বলে থাকি তা হলে দুঃখিত। একজন লোক তার বাগদান হবার পরপরই যদি শুনতে পায় যে মেয়েটি মাত্র দু-মাস আগে অন্যের বাগদত্তা হয়েছিল তা হলে সে হতবিহ্বল হতে বাধ্য।'

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম।

'তোমাদের বাগদান হয়ে গেছে? কখন হলো?'

'লাঞ্চের একটু পরেই।'

'তা হলে ওটওটলের ব্যাপারটার কী হলো?'

'ওটওটলের কথা আবার তোমাকে কে বলল?'

'জীভস। ও বলল ওটওটলের ছায়া তোমার মাথার উপর মেঘের মত বিরাজ করছে।'

'জীভস বেশি কথা বলে। আসলে আদৌ এটা ওটওটলের ব্যাপার নয়। বুড়ো স্টোকার বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত জানাবার পরপরই আমি পলিনের সঙ্গে বাগদানের ব্যাপারটা ঠিক করে ফেলেছি।'

'সত্যি?'

'পুরোপুরি। আমার ধারণা পোর্টেই কাজটা হাসিল হয়েছে। এইটি ফাইভের শেষ বোতলটা ওর হাতে তুলে দিয়েছিলাম।'

'এর চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ আর কিছুই হত না। তা কাজটা কি তুমি নিজের বুদ্ধিতে করেছ?'

'না, জীভসের।'

আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস না ফেলে পারলাম না।

'জীভস একটা আশ্চর্য মানুষ!'

'একটা বিস্ময়।'

'কী মাথা!'

'সোয়া নয় ইঞ্চি; আমার ধারণা।'

'ও অনেক মাছ খায়। দুঃখের বিষয় ওর গানের কান নেই।' আমি সক্ষোভে বললাম।

তারপর আমি নিজের দুঃখকে পাত্তা না দিয়ে চাফির সৌভাগ্য নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলাম। 'তা বেশ, খুব ভাল হলো ব্যাপারটা।' আমি আন্তরিকতার সাথে বললাম, 'আশা করি তুমি খুশি হবে। আজ পর্যন্ত যত মেয়ের সাথে আমার বাগদান হয়েছে পলিন নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে সেরা মেয়ে।'

'তুমি ওই বাগদানের কথাটা বারবার না তুললেই আমি বাধিত হব।'

'আচ্ছা।'

www.BanglaBook.org

'কথাটা আমি ভুলে যাবার চেষ্টা করছি।'

'আচ্ছা। আচ্ছা।'

'যখন আমার মনে হয় যে তুমি একসময় এমন অবস্থায় ছিলে যে...'

'কিন্তু ভুলে যেও না যে আমাদের বাগদান মাত্র দু'দিন স্থায়ী হয়েছিল আর ওই পুরো সময়টা আমি বিশ্রী সর্দিতে শয্যাশায়ী ছিলাম।'

'কিন্তু ও যখন তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, তখন তুমি নিশ্চয়...?'

'না করিনি। একজন ওয়েটার ঠিক তখুনি ট্রে-ভর্তি খাবার নিয়ে ঢুকল আর সময়টা সেভাবেই পেরিয়ে গেল।'

'তা হলে তুমি কখনও...?'

'কখনোই না।'

'কিন্তু ও কী করে তোমার প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল সেটা ভেবে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।'

'আমাকেও ব্যাপারটা খুব ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিল। আমার শুধু এটুকুই মনে হয় যে আমার মধ্যে এমন কিছু আছে যা এইসব তেজী মেয়েদের বুকের তন্ত্রীতে আঘাত হানে। অনরিয়া গ্লসপের সঙ্গে বাগদানের ব্যাপারেও এমনটা হয়েছিল। একবার আমি আমার এক প্রাজ্ঞ বন্ধুর সাথে এ-ব্যাপারে আলাপ করেছিলাম। তার তত্ত্ব এই যে আমাকে পাগলা ভেড়ার মত ঘুরে বেড়াতে দেখলে মেয়েদের মধ্যে মাতৃত্ববোধ জেগে ওঠে। হয়তো তেমন কিছুই হবে।'

'সম্ভবত,' চাফি প্রায় একমত হলো। 'যাইহোক, আমি চললাম। মি. স্টোকার হয়তো আমার সাথে বাড়িটা বিক্রি করার ব্যাপারে আলোচনা করতে চাইবেন। তুমি আসবে?'

'না, ধন্যবাদ। আসলে তোমাদের ওই বৃশ্চিক বাহিনীর সাথে মেলামেশায় আমার কোনও আগ্রহ নেই। আমি তোমার মার্টিল চাচীকে সইতে পারব। সীবেরী ছোঁড়াটাকেও সইতে পারব। কিন্তু স্টোকার আর গ্লসপকে, উঁহুঁ, অসম্ভব! আমি বরং গ্রামটার মধ্যে একটু বেড়িয়ে আসি।'

চাফির জমিদারিটা বেড়াবার জায়গা হিসেবে বেশ। আমার মনে হলো, হলটা হাতবদল হয়ে একটা বেসরকারী পাগলা-গারদে পরিণত হলে চাফি মনে একটু ব্যথাই পাবে। তবে বছরের পর বছর যদি মার্টিল চাচী আর সীবেরীর মত চাচাতো ভাই-এর সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করতে হয় তা হলে গোটা তল্লাটের প্রতিই ওর বিতৃষ্ণা জন্মা স্বাভাবিক। আমি প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে হাঁটাহাঁটি করলাম এবং শেষ বিকেলে চায়ের জন্যে ব্যাকুল হয়ে হলের পিছনের আঙিনায় হাজির হলাম। জীভসকে ওখানেই পাব বলে আশা করেছিলাম।

একজন পরিচারিকা আমাকে ওর কামরা দেখিয়ে দিল। ধূমায়িত পট আর মাখনযুক্ত টোস্টের আশায় আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।

চাফির ব্যাপারটা ভালয় ভালয় চুকে যাবার খবরে আমি বেশ স্বস্তি বোধ করছিলাম। এই সময় চমৎকার এক কাপ চা এবং এক টুকরো টোস্ট আমার আনন্দকে শতগুণ বাড়িয়ে দেবে।

'সত্যি বলতে গেলে, জীভস,' আমি বললাম, 'চাফির বাত্যাবিধ্বস্ত আত্মা শেষ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পর্যন্ত নিরাপদ পোতাশ্রয় খুঁজে পেয়েছে জানতে পেরে আমি খুশি হয়েছি। স্টোকার যে বাড়িটা কেনবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা কি তুমি শুনেছ?'

'হ্যাঁ, সার।'

'এবং বাগদানের খবরটা?'

'হ্যাঁ, সার।'

'মনে হয় চাফি এখন দারুণ খুশি?'

'পুরোপুরি নয়, সার।'

'অ্যাঁ?'

'না, সার। আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এই প্রাসাদে একটা বিশ্রী বিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।'

'কী? এত শিগ্‌গির তো ওদের মধ্যে ঝগড়া বাধবার কথা নয়!'

'না, সার। মিস স্টোকারের সাথে মাননীয় লর্ডের সম্পর্ক মধুরই আছে। কিন্তু মি. স্টোকারের সাথে ওর একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেছে।

'হায় খোদা!'

'হ্যাঁ, সার।'

'কী হয়েছিল?'

'গোলযোগের মূলে ছিল মাস্টার ডোয়াইট স্টোকারের সাথে মাস্টার সীবেরীর শারীরিক শক্তির প্রতিযোগিতা। আপনার হয়তো মনে আছে যে লাঞ্চের সময় ওই দুই তরুণ ভদ্রলোক পরস্পরের সঙ্গে যে আচরণ করেছিল আমি তা আপনার গোচরে এনেছিলাম।'

'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি বলেছিলে...'

'হ্যাঁ, সার। তখনকার মত ব্যাপারটা নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চল্লিশ মিনিট পরে আবার নতুন করে গোলযোগের সূত্রপাত হয়। ওই দুই তরুণ তখন ছোট্ট মর্নিং রুমটিতে ছিল। মনে হয়, মাস্টার সীবেরী মাস্টার ডোয়াইটের কাছ থেকে এক শিলিং ছয় পেন্স আদায় করার চেষ্টা করেছিল। সে এটাকে আত্মরক্ষার মূল্য বলে অভিহিত করেছিল।'

'হায় খোদা!'

'হ্যাঁ, সার। মাস্টার ডোয়াইট, জানতে পারলাম, বেশ তেজের সাথেই টাকা দিতে অস্বীকার করে। আমার ধারণা, ওদের মধ্যে তখন কথা কাটাকাটি শুরু হয়। প্রায় তিনটা ত্রিশ মিনিটে মর্নিং রুমের ভেতর থেকে ঝগড়াঝাঁটির শব্দ আসতে থাকে। দলের প্রবীণ সদস্যরা দৌড়ে গিয়ে মেঝের উপর চীনামাটির তৈজসপত্রের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ওদের দুজনকে আবিষ্কার করেন। লড়াইয়ের সময় ওরা ওগুলো ভেঙে ফেলেছিল। ওঁরা যখন ওখানে পৌঁছেন তখন মাস্টার ডোয়াইট সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। সে তখন মাস্টার সীবেরীর বুকের উপর চেপে বসে ওর মাথাটা কার্পেটে ঠুকছিল।'

এই ঘটনা আমাকে মারাত্মকভাবে উৎকণ্ঠিত করে তুলল। সীবেরী ছোঁড়াটার মাথা যেভাবে ঠোকা উচিত কেউ একজন ঠিক সেভাবেই ঠুকে দিয়েছে এই খবরেও আমি স্বস্তি পেলাম না বরং বেশ অস্থির হয়ে পড়লাম। কারণ এর পরিণাম কী হতে

www.BanglaBook.org

যাচ্ছে আমি স্পষ্ট করেই বুঝতে পারছিলাম।

'হায় খোদা! জীভস?'

'হ্যাঁ, সার।'

'তারপর কী হলো?'

'তারপর মোটামুটি সবাই অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন।'

'ধেড়েগুলোও মাঠে নামল?'

'হ্যাঁ, সার, লেডী চাফনেল সবার আগে।'

আমার গলা দিয়ে চাপা গোঙানি বেরিয়ে এল।

'সেটাই স্বাভাবিক। চাফি আমাকে মাঝে মাঝে বলত যে সীবেরীর প্রতি ওর মার্টিল চাচীর মনোভাব অনেকটা শাবকের প্রতি বাঘিনীর মনোভাবের মত। ছোঁড়াটার জন্যে উনি করতে পারেন না এমন কিছু নেই। ওদের ডাওয়ার হাউজে পাঠানোর আগের দিনগুলোতে ওরা দুজন যে সব কাণ্ডকারখানা করত তার বিবরণ দিতে গিয়ে চাফির গলাটা আবেগে থরথর করে কাঁপত। ভদ্রমহিলা প্রাতরাশের সময় বেছে বেছে ভাল ডিমটা ছোঁড়াটার পাতে তুলে দিতেন। কিন্তু সে যাক, তারপর বল।'

'ছেলের অবস্থা দেখে মাননীয় লেডী আর্তনাদ করে উঠলেন এবং বেশ জোরের সাথেই মাস্টার ডোয়াইটের ডান কানের উপর থাপ্পড় মারলেন।'

'এরপর নিশ্চয়ই...?'

'অনেকটা তা-ই, সার, মি. স্টোকার তাঁর ছেলের পক্ষ নিয়ে মাস্টার সীবেরীর দিকে সজোরে লাথি হাঁকালেন।'

'ইয়ে, জীভস, লাথিটা ঠিকমত লেগেছিল তো? বল, লেগেছিল জায়গামত?'

'হ্যাঁ, সার, মাস্টার সীবেরী ওই সময় মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল এবং ওইরকম হামলার জন্য ওটা একেবারে আদর্শ অবস্থান। পরমুহূর্তেই মাননীয়া লেডী ও মি. স্টোকারের মধ্যে বাদানুবাদ শুরু হলো। মাননীয়া লেডী সার গ্লসপকে তার পক্ষ সমর্থনের আহ্বান জানালেন এবং তিনি, আমার মনে হলো, খানিকটা অনিচ্ছার সাথেই তা করলেন। তিনি মাস্টার সীবেরীকে আঘাত করার জন্য মি. স্টোকারকে ভর্ৎসনা করলেন। উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুরু হয়ে গেল এবং মি. স্টোকার বেশ রূঢ়তার সাথেই জানালেন যে, এই ঘটনার পরেও সার রডারিক যদি মনে করেন যে, তিনি–মি. স্টোকার বেশ রূঢ়তার সাথেই জানালেন যে, এই ঘটনার পরেও সার রডারিক যদি মনে করেন যে, তিনি–মি, স্টোকার চাফনেল হল কিনবেন, তা হলে, তিনি–সার রডারিক মারাত্মক ভুল করবেন।'

আমি দু'হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে দিলাম।

'এর পরে, সার?'

'ফলাফল কী হবে, বুঝতে পারছি।'

'আমি, সার, আপনার সাথে একমত যে পুরো ঘটনাটাই গ্রীক ট্র্যাজেডীর নিয়তির দুর্বোধ্য পরিহাসের মত ঘটে গেছে। এরপর মাননীয় লর্ড, যিনি এতক্ষণ একজন উত্তেজিত দর্শকমাত্র ছিলেন, বিস্ময়সূচক আর্তনাদ করে মি. স্টোকারকে তাঁর কথা ফিরিয়ে নেবার দাবি জানালেন। মাননীয় লর্ডের মতে মি. স্টোকার চাফনেল হল কেনবার প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর একজন সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে তা বরখেলাপ করতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারেন না। মি. স্টোকার বললেন, তিনি কী ওয়াদা করেছেন না করেছেন তা নিয়ে তাঁর মোটেও মাথাব্যথা নেই এবং বারবার জোর দিয়ে বললেন যে এ-ব্যাপারে তিনি একটা পেনিও খরচ করবেন না। এ কথা শুনে মাননীয় লর্ডের কথাবার্তা একটু লাগামছাড়া হয়ে গেল।'

আমার গলা দিয়ে আবার কাতরোক্তি বেরোল। আমি তো জানি যে খেপে গেলে চাফির মত সভ্য-ভব্য মানুষও বিশ্রী বিশ্রী কথাবার্তা বলতে পারে। ওকে আমি অক্সফোর্ডে নৌকাবাইচের দলকে কোচিং দিতে দেখেছি তো!

'স্টোকারকে আচ্ছা করে দু-কথা শুনিয়ে দিয়েছে তো?'

'খুবই তেজের সাথে, সার। একেবারে প্রাণখুলে উনি মি. স্টোকারের চরিত্র, ব্যবসায়িক শঠতা এমনকী চেহারা সম্পর্কেও মন্তব্য করেছেন।'

'ওখানেই নিশ্চয়ই সবকিছুর শেষ হয়ে গেল।'

'এতে করে দুজনের সম্পর্কের মধ্যে ব্যবধানের সূত্রপাত হলো বলে মনে হলো, সার।'

'তারপর?'

'বেদনাদায়ক দৃশ্যের ওখানেই অবসান হলো, সার। মি. স্টোকার তাঁর ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে ইয়র্টে ফিরে গেলেন। সার রডারিক গেলেন স্থানীয় সরাইখানায় তাঁর থাকবার ব্যবস্থা করতে। মাননীয় লর্ড কুকুর নিয়ে চলে গেলেন পশ্চিমদিকের ময়দানে। আর লেডী চাফনেল এখন তার শোবার ঘরে-মাস্টার সীবেরীকে আর্নিকা দিচ্ছেন।'

'এসব যখন ঘটে,' আমি অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললাম, 'এসব যখন ঘটে তখন চাফি কি মি. স্টোকারকে বলেছে যে ও মিস্ স্টোকারকে বিয়ে করতে চায়?'

'না, সার।'

'এখন ও কী করে কথাটা তুলবে বুঝতে পারছি না।'

'আমার মনে হয় প্রস্তাবটা সাদরে গৃহীত হবে না, সার।'

'ওদেরকে গোপনে দেখা করতে হবে।'

'সেটাও খুব কঠিন ব্যাপার হবে, সার। আপনাকে আমার জানানো উচিত ছিল যে আমি মি. স্টোকার ও মিস্ স্টোকারের যে কথোপকথন শুনেছি তার সারমর্ম এই যে বাধ্য হয়ে ওদের যে ক'দিন পোতাশ্রয়ে থাকতে হবে সেই সময় মিস্ স্টোকারকে জাহাজে কার্যত বন্দীদশায় কাটাতে হবে। তাকে তীরে নামতে দেয়া হবে না।'

'কিন্তু তুমি তো বললে যে বাগদান সম্পর্কে উনি কিছুই জানেন না।'

'মিস্ স্টোকারকে আটকে রাখার ব্যাপারে মি. স্টোকারের লক্ষ্য মাননীয় লর্ডের সঙ্গে ওঁর মেলামেশায় বাধা দেয়া নয়, সার। ওঁর সাথে আপনার যোগাযোগের সম্ভাবনা দূর করা। আপনি ওই তরুণীকে বক্ষলগ্ন করায় তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছে যে নিউ ইয়র্কে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পরও আপনার প্রতি মিস্ স্টোকারের অনুরাগ অক্ষুণ্ন রয়েছে।'

'তুমি কি সত্যি সত্যি একথা শুনেছ?'

'হ্যাঁ, সার।'

'কীভাবে শুনলে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ঝোপের একধারে মাননীয় লর্ড আর আমি কথা বলছিলাম আর ওধারে ওইসব কথা হচ্ছিল। মি. স্টোকারের কথাগুলো না শুনে উপায় ছিল না, সার।'

আমি রীতিমত উত্তেজিত হলাম।

'কী বললে, তুমি চাফির সাথে কথা বলছিলে?'

'হ্যাঁ, সার।'

'একথা শুনে কি ওকে উত্তেজিত মনে হলো?'

'হ্যাঁ, সার।'

'ও কী বলল?'

'বিড়বিড় করে কী যেন গালি দিলেন আপনাকে।'

আমি কপাল মুছলাম।

'জীভস, ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত।'

'হ্যাঁ, সার।'

'পরামর্শ দাও, জীভস।'

'বেশ তো, সার, আমার মনে হয় আপনি যদি মাননীয় লর্ডকে বোঝাতে পারেন যে আপনি একান্তভাবে ভ্রাতৃসুলভ মনোভাব নিয়ে মিস্ স্টোকারকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন তা হলে সেটা বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়া হবে।'

'ভ্রাতৃসুলভ? তুমি কী বলতে চাও যে এতেই ঝামেলা মিটবে?'

'আমার তা-ই মনে হয়, সার, হাজার হলেও আপনি মিস্ স্টোকারের পুরনো বন্ধু। মাননীয় লর্ডের মত অতি ঘনিষ্ঠ একজনের সাথে তার বাগদানের কথা জানতে পেরে আপনি ওকে স্নেহভরে চুমু খেয়েছেন একথা মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হবে।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

'এতে কাজ হতে পারে। অন্তত চেষ্টা করা যেতে পারে। আমি এখুনি যাব। নীরবে চিন্তাভাবনা করে এই ঝকমারি মোকাবেলার চেষ্টা করতে হবে।'

'আপনার চা এখুনি এসে যাবে, সার।'

'না, জীভস, এখন চা খাওয়ার সময় নেই। আমাকে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। ও পৌঁছুবার আগেই আমাকে কাহিনিটা সাজিয়ে নিতে হবে। আমার ধারণা, শিগগিরই ও আসবে আমার খোঁজে।'

'আপনি যদি এখন আপনার কটেজে গিয়ে, সার, মাননীয় লর্ডকে সেখানে দেখতে পান তা হলে আমি অবাক হব না।'

জীভস একেবারে সঠিক কথা বলেছিল। আমি চৌকাঠ পেরোবার সঙ্গে সঙ্গে আরামকেদারায় কিছু একটা যেন বিস্ফোরিত হলো। দেখলাম, চাফি শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

'আহ্,' চাফির চেপেধরা দু'পাটি দাঁতের ভেতর দিয়ে শব্দটা বেরোল। ওর চেহারায় অসন্তোষ ও বিহ্বলতার ছাপ। 'শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছুলে তা হলে?'

আমি ওকে একটা সহানুভূতিমাখা হাসি উপহার দিলাম।

'হ্যাঁ, এলাম আর সব কথা শুনেই এলাম। জীভস আমাকে সব বলেছে। খুব খারাপ, খুব খারাপ। তোমাদের বাগদানের খবরে উচ্ছ্বসিত হয়ে পলিন স্টোকারকে

www.BanglaBook.org

অভিনন্দন জানাতে গিয়ে যখন ওকে ভাই-এর মত চুমু খেয়েছিলাম তখন ওটা নিয়ে যে এমন ঝকমারি বাধবে তা মোটেও ভাবিনি।'

চাফি আমার দিকে একইভাবে তাকিয়ে রইল।

'ভ্রাতৃসুলভ?'

'পুরোপুরি ভ্রাতৃসুলভ।'

'বুড়ো স্টোকার সেরকম মনে করে বলে তো মনে হলো না।'

'বুড়োর মনটা যে কেমন জটিল তা তো আমাদের অজানা নয়। তাই না?'

'ভ্রাতৃসুলভ! হুম্!'

আমি দুঃখদুঃখ ভাব করলাম।

'মনে হয় আমার ওরকম করা উচিত হয়নি।'

'তোমার সৌভাগ্য যে ওই সময় আমি ওখানে ছিলাম না।'

'কিন্তু যে তোমার সাথে প্রাইভেট স্কুলে, ইটনে আর অক্সফোর্ডে একসঙ্গে পড়েছে সে যদি জানতে পারে যে এমন একটি মেয়ের সঙ্গে তার বাগদান হয়েছে যাকে সে বোনের মত মনে করে তা হলে কী হয় তা তো তুমি জানোই। আবেগের তোড়ে সে ভেসে যায়।'

এটা পরিষ্কার যে ওর মনের মধ্যে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব চলছে। ও আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি হানল। খানিকক্ষণ পায়চারি করল। একটা টুলে লাথি মারল। তারপর শান্ত হলো। ওর চেহারায় স্বাভাবিকতার ছাপ পড়ল।

'বেশ, মানলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে ওসব ভাইগিরি ফলাতে যাবে না।'

'নিশ্চয়ই না।'

'আবেগ দমন করবে।'

'অবশ্যই!'

'বোনের দরকার হলে অন্য জায়গায় খোঁজ কোরো।'

'ঠিক আছে।'

'বিয়ের পর যেন ঘরে ঢুকে ভ্রাতৃসুলভ ভগিনীসুলভ আচরণ দেখতে না পাই।'

'তা বুঝতে পারছি, খোকাবাবু। তা হলে এখনও তুমি পলিনকে বিয়ে করতে চাইছ?'

'বিয়ে করতে চাইছি কি না? অবশ্যই চাইছি। এরকম একটা মেয়েকে বিয়ে না করা গাধামো হয়ে যাবে না?'

'তা হলে তোমার চাফনেলোচিত ঔচিত্যবোধ কোথায় গেল?'

'কী বলছ তুমি?'

'স্টোকার যদি তোমার হল না কেনেন তা হলে তুমি কি তোমার আগের দশায় ফিরে যাবে না? তখন পুষ্পকোরকে কীটের মত ওটওটলের চিন্তা তোমাকে আচ্ছন্ন করে রাখবে আর তুমি ভালবাসার কথা বলতে পারবে না।'

চাফি একটু কেঁপে উঠল।

'বার্টি, আমি যখন পুরোপুরি বোকা ছিলাম সে সময়ের কথা আর মনে করিয়ে দিও না। তুমি নিশ্চিত হতে পার যে এ ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে পাল্টে গেছে। এখন আমার যদি কিছু না-ও থাকে আর ওর যদি সব থাকে তা হলেও আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোনও তোয়াক্কা করি না। লাইসেন্স আর পুরোহিতের টাকাটা যোগাতে পারলেই এ বিয়ে হবে।'

'সাবাস!'

'টাকায় কী এসে যায়?'

'কিচ্ছু না।'

'আমার মতে ভালবাসা ভালবাসাই।'

'খোকাবাবু, সারাজীবনেও এর চেয়ে সত্যি কথা বলনি। আমি যদি তুমি হতাম তা হলে এই কথাগুলো লিখে পাঠাতাম। ভেবে দ্যাখ, পলিন হয়তো মনে করতে পারে যে তোমার আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন হতে যাচ্ছে বলেই তুমি সরে পড়তে চাইছ।'

'আমি লিখে পাঠাব, কিন্তু, হ্যাঁ, পাওয়া গেছে।'

'কী?'

'জীভস ওটা নিয়ে যাবে। তাতে করে বুড়ো স্টোকার আর ওটা ঠেকাবার সুযোগ পাবে না।'

'ও পারবে বলে মনে হয় তোমার?'

'আরে ইয়ার, ও হচ্ছে জন্মসূত্রে পত্রবাহক। ওর চোখে-মুখে এ-কথা লেখা আছে।'

'আমি বলতে চাচ্ছি যে জীভস নিয়ে যাবে কী করে? আমি তো উপায় দেখছি না।'

'তোমাকে আমার জানানো উচিত ছিল যে স্টোকার ওকে আমার চাকরি ছেড়ে ওর ওখানে কাজ নিতে বলেছিল। তখন অবশ্য আমার মনে হয়েছিল এর চেয়ে অসম্ভব প্রস্তাব আর কিছুই হতে পারে না কিন্তু এখন আমি প্রস্তাবটির বলিষ্ঠ সমর্থক। জীভস চাকরিটা নেবে।'

'বুঝতে পারছি ব্যাপারটা। স্টোকারের চাকরি নিলে ও অবাধে যেতে আসতে পারবে।'

'ঠিক ধরেছ।'

'ও তোমার চিঠি নিয়ে ওর কাছে যাবে, আর তারপর ওর চিঠি তোমার কাছে নিয়ে আসবে আর তারপর তোমার চিঠি ওর কাছে নিয়ে যাবে আর তারপর ওর চিঠি তোমার কাছে...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ এবং চিঠিপত্র আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে সাক্ষাতের একটা পরিকল্পনা করা সম্ভব হবে। বিয়ের ব্যবস্থা করতে কতদিন লাগে জান নাকি?'

'সঠিক জানি না। তবে আমার ধারণা বিশেষ অনুমতি পেলে যে কোনও মুহূর্তে কাজটা সেরে ফেলতে পার।'

'আমি বিশেষ অনুমতির ব্যবস্থা করব। নিজেকে আমার এখন নতুন মানুষ বলে মনে হচ্ছে। এখুনি আমি গিয়ে জীভসকে সব বলছি। সন্ধ্যে নাগাদ ও ইয়র্কে পৌঁছে যাবে।'

হঠাৎ ও থেমে গেল। ওর ভ্রূদুটো আবার কুঁচকে গেল এবং আমার দিকে অনুসন্ধানীদৃষ্টিতে তাকাল।

'ও কি আমাকে সত্যি সত্যি ভালবাসে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ধুত্তোর! ও কি নিজের মুখে তোমাকে তা বলেনি?'

'তা বলেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ বলেছে। কিন্তু মেয়েদের কথায় কোনও বিশ্বাস আছে?'

'আহ্, কী যে বল!'

'ওরা কৌতুক খুব পছন্দ করে। ও হয়তো আমাকে বোকা বানিয়েছে।'

'যত্তসব!'

ও একটু চিন্তা করল।

'ওর তোমাকে চুমু খেতে দেয়াটা খুব বিসদৃশ মনে হচ্ছে।'

'ও টের পাবার আগেই আমি ওটা করে ফেলেছি।'

'ওর উচিত ছিল তোমার কান মলে দেয়া।'

'কেন? ও তো জানতই যে ব্যাপারটা ভ্রাতৃসুলভ।'

'ভ্রাতৃসুলভ, অ্যাঁ?'

'পুরোপুরি ভ্রাতৃসুলভ।'

'বেশ, তা হতেও পারে,' চাফি সন্দেহের সুরে বলল, 'তোমার বোন আছে, বার্টি?'

'না।'

'থাকলে কি তুমি তাদের চুমু খেতে?'

'বারবার।'

'বেশ, বেশ, তা হলে হয়তো সব ঠিক আছে?'

'উস্টারদের কথা তুমি বিশ্বাস করতে পার, পার না?'

'ঠিক বলতে পারছি না। আমার মনে আছে অক্সফোর্ডে দ্বিতীয় বর্ষে পড়বার সময় নৌকাবাইচের পরদিন তুমি ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেছিলে যে তোমার নাম ইউসটেস এইচ প্লিমসোল এবং তোমার ঠিকানা হলো ল্যাবুরনামস, এলেইন রোড, পশ্চিম ডাটউইচ।'

'ওটা একটা বিশেষ অবস্থা ছিল তাতে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন ছিল।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই... হ্যাঁ... বেশ... বেশ। মনে হচ্ছে সবই ঠিক আছে। কিন্তু তুমি কি হলফ করে বলতে পারবে যে তোমার সাথে পলিনের এখন একেবারেই কিছু নেই?'

'কিছুই নেই। নিউ ইয়র্কের ওই পাগলামির জন্যে মাঝে মাঝে আমরা প্রাণখুলে হাসাহাসি করি।'

'আমি তো কখনও শুনিনি!'

'কিন্তু আমরা হেসেছি–মাঝে মাঝেই।'

'ওহ্!... সেক্ষেত্রে, বেশ, হ্যাঁ, আমার মনে হয়... বেশ, যাই হোক। আমি গিয়ে চিঠিটা লিখে ফেলি।'

চাফি চলে যাওয়ার পর ম্যান্টলপীসের উপর পা তুলে দিয়ে আরাম করে বসলাম। দিনটা গেছে বেশ ঝুটঝামেলার ভেতর দিয়ে। নিজেও কিছুটা উত্তেজিত বোধ করছিলাম। চাফির সঙ্গে এইমাত্র আমার যে বাক বিনিময় হলো তাতেই আমার স্নায়ুর উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি হয়েছিল। ব্রিংকলি এসে যখন জানতে চাইল আমি কখন ডিনার খাব তখন কটেজে বসে সাদামাঠা খাবার খেতে ইচ্ছা করল না। 'আমি বাইরে খাব, ব্রিংকলি,' আমি বললাম।

www.BanglaBook.org

জীভসের এই উত্তরসূরিকে পাঠিয়েছে লন্ডনের একটা এজেন্সী এবং আমার মনে হয়, আমার যদি ওখানে গিয়ে বাছাই করার সময় থাকত তা হলে আমি এই লোকটাকে পছন্দ করতাম না। ও আমার কাঙ্ক্ষিত মানুষ নয়। মনমরা ভাব, লম্বাটে পাতলা মুখটা ফুসকুড়িতে ভরা, গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। জীভসের সান্নিধ্যে থেকে প্রভু ও সেবকের মধ্যে যে মধুর বাক্যালাপের অভ্যেস আমার গড়ে উঠেছিল লোকটা গোড়া থেকেই তা এড়িয়ে যাবার মনোভাব দেখিয়ে এসেছে। ও আসার পর থেকেই আমি ওর সাথে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। বাহ্যত পুরোপুরি শ্রদ্ধাশীল কিন্তু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে যে ভেতরে ভেতরে ও আসন্ন সমাজ-বিপ্লবের অপেক্ষায় রয়েছে এবং বার্ট্রামকে একজন স্বৈরাচারী ও নিপীড়নকারী বলে ধরে নিয়েছে।

'হ্যাঁ, ব্রিংকলি, রাতে আমি বাইরে খাব।'

ও কিছুই বলল না, কিন্তু এমনভাবে তাকাল যেন আমাকে ও একটা ল্যাম্পপোস্ট বলে মনে করেছে।

'খুব ক্লান্তিকর দিন গেছে আমার। এখন দরকার উচ্ছলতা আর কিছু ভাল পানীয়। দুটোই, আমার ধারণা, বৃস্টলে পাওয়া যাবে। তা ছাড়া ওখানে নাটকও দেখতে পাওয়া যাবে, যাবে না? ওটা তো একটা পয়লা সারির পর্যটন শহর।'

ও একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। আমার এসব নাটক দেখতে যাওয়ার কথা বোধহয় ওর কাছে বেদনাদায়ক। মনে হয় ও যেটা সত্যি সত্যি চাইছিল তা হলো খোলা ছুরি হাতে জনতার তাড়া খেয়ে আমাকে পার্কলেনে প্রাণভয়ে চোঁ চোঁ করে দৌড়ুতে দেখা।

'আমি গাড়ি চালিয়ে ওখানে চলে যাব। সন্ধ্যায় তুমি ছুটি নিতে পার।'

'আচ্ছা, সার।'

আমি হাল ছেড়ে দিলাম। মহাবিরক্তিকর এই লোকটা! ও যদি বুর্জোয়াদের পাইকারিভাবে হত্যার পরিকল্পনা করে সময় কাটাতে চায় তা হলেও আমার আপত্তি নেই; কিন্তু যদি তা প্রফুল্লচিত্তে আর হাসিমুখে করত তা হলেই আমি খুশি হতাম। ইশারায় ওকে চলে যেতে বলে আমি গ্যারেজে গিয়ে গাড়ি বের করলাম।

বৃস্টল মাত্র মাইল ত্রিশের মত হবে। ওখানে পৌঁছোনোর পর নাটক শুরু হবার আগে খাবার ঢের সময় পাওয়া গেল। নাটকটা ছিল একটা মিউজিক্যাল কমেডি। লন্ডনে কয়েকবার দেখেছি। কিন্তু এবার দেখে আরও ভাল লাগল। ঘরে ফেরার জন্য যখন রওনা হলাম তখন নিজেকে বেশ তরতাজা লাগছিল।

মাঝরাত নাগাদ পল্লী নিবাসে পৌঁছুলাম, তক্ষুণি ঘুমোতে যাব বলে সময় নষ্ট না করে মোমবাতি ধরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম। দরজা খুলতে খুলতে চমৎকার একটা ঘুম দেয়ার কথা ভাবছিলাম। তারপর কামরায় ঢুকে বিছানায় যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে। ঠিক এই সময় বিছানার উপর কী যেন উঠে বসল।

পরের মুহূর্তে আমার হাত থেকে মোমবাতিটা পড়ে নিবে গেল এবং কামরাটা অন্ধকারে ডুবে গেল। কিন্তু তার আগেই যা দেখবার তা দেখে ফেলেছি।

বিছানার উপর আমার সোনালী ডোরাকাটা ময়ূরকণ্ঠী পাজামা পরে বসে আছে পলিন স্টোকার।

www.BanglaBook.org

বার্টির কাছে দর্শনার্থী

মধ্যরাতের পর যারা তাদের শয়ন কক্ষে স্ত্রীলোক আবিষ্কার করে তাদের সকলের মনোভাব একরকম নয়। কেউ এটা পছন্দ করে। কেউ করে না। আমি করি না। আমার ধারণা এটা উস্টারদের রক্তে প্রবাহিত পিউরিটান মনোভাবের ফল। আমি নিজেকে গুটিয়ে নিলাম এবং ওর দিকে শাণিত দৃষ্টিতে তাকালাম। কিন্তু কোনও লাভ হলো না; কেননা চারদিক গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন।

'কী... কী... কী।'

'ঠিক আছে, সবকিছু ঠিক আছে।'

'ঠিক আছে?'

'বিলকুল ঠিক আছে।'

'ওহ্!' আমি বললাম এবং কণ্ঠের তিক্ততা ঢাকবার কোনও চেষ্টা করলাম না। ও সেটা টের পাক সেটাই আমি চেয়েছিলাম।

আমি মোমবাতিটা তোলবার জন্য উবু হলাম এবং পরের মুহূর্তেই সভয়ে আর্তনাদ করে উঠলাম।

'অমন হট্টগোল কোরো না তো!'

'কিন্তু মেঝের উপর একটা লাশ পড়ে আছে!'

'নেই। থাকলে আমার চোখে পড়ত।'

'আমি বলছি, আছে। মোমবাতি তুলতে গিয়ে আমার আঙুলে ঠাণ্ডা আর শক্ত কী যেন লাগল।'

'ওহ্, ওটা আমার সাঁতারের পোশাক।'

'তোমার সাঁতারের পোশাক?'

'তুমি কি ভেবেছ যে আমি উড়োজাহাজে করে তীরে এসেছি?'

'তুমি ইয়ট থেকে সাঁতরে এসেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কখন?'

'প্রায় আধঘণ্টা আগে।'

আমি আমার স্বভাবজাত ঠাণ্ডা আর বাস্তবধর্মী পন্থায় ব্যাপারটার একেবারে মূলে চলে গেলাম।

'কেন?'

একটা দেশলাইকাঠি জ্বলল। বিছানার পাশের মোমবাতিটায় আগুন দেয়া হলো এবং তাতে দৃশ্যপট কিছুটা আলোকিত হলো। আমি আরেক একবার পাজামাটা পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেলাম এবং আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে ওটায় ওকে চমৎকার মানিয়েছিল। পলিনের রংটা একটু কালচে ঘেঁষা। তার সঙ্গে ময়ূরকণ্ঠী ভালই মানায়। এ-কথা এজন্যে বলছি যে যার যেটুকু প্রশংসা প্রাপ্য তাকে আমি সেটুকু দিতে রাজি আছি।

www.BanglaBook.org

'তোমাকে শোবার পোশাকে চমৎকার লাগছে!'

'ধন্যবাদ।'

ও দেশলাইটা নিবিয়ে আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল।

'জানো, বার্টি, তোমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া উচিত।'

'অ্যাঁ?'

'তোমার কোনও না কোনও নিবাসে থাকা উচিত।'

'তা-ই আছি।' আমি চাতুর্যের সঙ্গে বললাম, 'নিজের নিবাসে। কিন্তু আমি যে ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে জানতে চাই তা হলো, তুমি এখানে কী করছ?'

প্রশ্নটা ও এড়িয়ে গেল, মেয়েরা যেমনটা করে থাকে।

'কোন্ আক্কেলে তুমি বাবার সামনে আমাকে ওভাবে চুমু খেয়েছিলে? নিশ্চয়ই বলবে না যে আমার অপরূপ সৌন্দর্যে তুমি মুগ্ধ হয়েছিলে! ওটা ছিল পরিষ্কার পাগলামি আর এখন আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি কেন সার রডারিক বাবাকে বলেছিলেন যে, তোমাকে সংযত রাখার ব্যবস্থা করা উচিত। তুমি এখনও মুক্ত আছ কী করে? তোমাকে তো পাগলা-গারদে আটকে রাখা উচিত।'

আমরা উস্টাররা এসব ব্যাপারে খুব কঠোর। আমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'তুমি যে ঘটনার উল্লেখ করেছ সহজেই তার ব্যাখ্যা দেয়া যায়। আমি ভেবেছিলাম ও হচ্ছে চাফি।'

'কাকে চাফি বলে ভেবেছিলে?'

'তোমার বাবাকে।'

'তুমি যদি বলতে চাও যে মার্মাডিউককে বাবার মত দেখায় তা হলে তোমাকে পাগল ঠাওরাতেই হবে।' সে-ও আমার মত রেগে গিয়ে বলল। আমার মনে হলো, পলিন তার বাবার চেহারার অনুরাগী নয়। আর সে যে ভুল করেছে তা-ও বলি না। 'তা ছাড়া তোমার কথাটা আমি বুঝতেও পারছি না।'

আমি ব্যাখ্যা করলাম।

'লক্ষ্যটা ছিল তোমাকে আমার বক্ষলগ্ন অবস্থায় চাফিকে দেখানো যাতে করে ওর মনে প্রবল উষ্মার জন্ম হবে এবং তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেবার জন্যে হন্যে হয়ে উঠবে। কারণ তখন ও ভাববে যে তড়িঘড়ি ব্যবস্থা না নিলে ও তোমাকে হারাতে পারে।'

পলিন একটু নরম হলো।

'কাজটা নিশ্চয়ই নিজের বুদ্ধিতে করনি?'

'নিজের বুদ্ধিতেই করেছি।' একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বললাম আমি। 'জীভসের সাহায্য ছাড়া আমার মাথায় কোনও আইডিয়া আসে না কেন সবাই এ কথা ভাবে...?'

'কাজটা কিন্তু লক্ষ্মীছেলের মতই করেছ।'

'বন্ধুদের সুখ যখন বিপন্ন আমরা উস্টাররা তখন লক্ষ্মীছেলে হয়ে যাই, খুব লক্ষ্মীছেলে।'

'এখন বুঝতে পারছি কেন আমি সে রাতে নিউ ইয়র্কে তোমার প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলাম। তোমার মধ্যে এক ধরনের কোমলতা আছে। আমি যদি মার্মাডিউকের জন্য পাগল না হতাম তা হলে অনায়াসে তোমাকে বিয়ে করতে পারতাম।'

www.BanglaBook.org

'না, না।' আমি কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে বললাম। 'ওসব স্বপ্নেও ভেব না। আমি বলতে চাচ্ছি যে...'

'ঠিক আছে, বাপু, আমি তোমাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি না। আমি মার্মাডিউককেই বিয়ে করতে চাচ্ছি। আর সেজন্যেই আমি এখন এখানে।

'এবং এখন,' আমি বললাম, 'আবার আসল কথায় ফিরে এসেছি। এই ব্যাপারটাই আমি পরিষ্কারভাবে জানতে চাই। এসবের পেছনে তোমার মতলবটা কী? তুমি বললে যে, সাঁতরে প্রমোদতরী থেকে এখানে এসেছ। কেন? আমার এই বাড়িতেই বা তোমার আগমন ঘটল কেন?'

'উপযুক্ত পোশাক না পাওয়া পর্যন্ত আমাকে কোথাও অপেক্ষা করতে হবে। আমি তো আর সাঁতারের পোশাকে হলে যেতে পারি না!'

আমি ওর চিন্তাপ্রবাহ বোঝবার চেষ্টা করলাম।

'ওহ্, তুমি চাফির সাথে দেখা করতে তীরে এসেছ?'

'অবশ্যই! বাবা আমাকে ইয়টে বন্দী করে রেখেছিলেন। আজ সন্ধ্যায় তোমার ভ্যালে জীভস...'

'আমার সাবেক ভ্যালে।'

'ঠিক আছে। তোমার সাবেক ভ্যালে মার্মাডিউকের একটা চিঠি নিয়ে বিকেলে উপস্থিত। আহ্, কী যে বলব!'

'আহ্, কী যে বলব, মানে?'

'ওটা কি চিঠি! পড়তে পড়তে আমি পাইন্ট ছয়েক চোখের পানি ফেলেছি।'

'দারুণ চিঠি নিশ্চয়ই!'

'অপূর্ব! কবিতায় ঠাসা।'

'কবিতায়!'

'হ্যাঁ।'

'ওর চিঠি!'

'হ্যাঁ।'

'চাফির চিঠি!'

'হ্যাঁ, তুমি বেশ অবাক হয়েছ বলে মনে হচ্ছে?'

তা একটু হয়েছিলাম। চাফিটা সবদিক দিয়েই চোস্ত। কিন্তু ওই রকম চিঠি লিখতে পারে এ-কথা কখনও ভাবিনি। তবে এটাও বিবেচনা করতে হবে যে আমি যখন ওর সঙ্গে ছিলাম তখন ও মাংসের টুকরো আর বৃক্কের পুডিং খেত, দ্রুত না ছোটাতে পারলে ঘোড়াগুলোকে অভিশাপ দিত। ওইসব সময়ে মানুষের কাব্যিক স্বভাবের প্রকাশ ঘটে না।'

'তো চিঠিটা তোমাকে আলোড়িত করেছিল?'

'অবশ্যই করেছিল! আমার মনে হয়েছিল ওকে আর একটা দিনও না দেখে থাকতে পারব না। একটি মেয়ে তার দানব প্রেমিকের জন্য কেঁদেছিল—সেটা কোন্ কবিতা যেন?'

'এবার আমাকে বেকায়দায় ফেললে, ওসব জীভস জানে।'

'বেশ, আমারও ওই রকম অনুভূতি হয়েছিল। আর জীভসের কথা যদি বল, কী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চমৎকার মানুষ! সহানুভূতিতে একেবারে টৈটম্বুর।'

'তুমি ওকে সবকিছু বলেছ?'

'হ্যাঁ, এবং আমি কী করতে যাচ্ছি তা-ও বলেছি।'

'ও নিষেধ করেনি? বাধা দেয়নি?'

'বাধা দেবে? ও পুরোপুরি সায় দিয়েছে।'

'সায় দিয়েছে, সত্যি?'

'তোমার নিজের চোখে দেখা উচিত ছিল। এমন সদয় হাসি। ও বলেছে তুমি খুশি হয়েই আমাকে সাহায্য করবে।'

'তা-ই?'

'ও তোমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে।'

'সত্যি?'

'তোমার সম্পর্কে ওর ধারণা খুব উঁচু। ওর ভাষাটা আমার পুরো মনে আছে। ও বলেছিল, 'মি. উস্টারের, মিস্, বুদ্ধিশুদ্ধি একটু কম হলেও ওর মনটা সোনা দিয়ে বাঁধানো।' একটা দড়ির সাহায্যে আমাকে জাহাজের একপাশ দিয়ে নামিয়ে দিতে দিতে বলেছিল কথাগুলো। অবশ্য কাছেপিঠে কেউ আছে কিনা আগে তা দেখে নিয়েছিল। বুঝতেই তো পারছ যে পানি ছিটকে শব্দ হবার ভয়ে আমি লাফ দিতে পারিনি।'

আমি বিরক্তির সাথে ঠোঁট কামড়াতে লাগলাম।

'নচ্ছারটা বুদ্ধিশুদ্ধি কম বলতে কী বোঝাতে চেয়েছিল?'

'তুমি তো জানই। পাগলাটে।'

'ইশ্-শ্-শ্–'

'কী?'

আমি বললাম, 'ইশ্শ্।'

'কেন?'

'কেন?' আমি চটে গিয়ে বললাম, 'তোমার সাবেক ভৃত্য যদি এর-ওর কাছে গিয়ে বলে বেড়াতে থাকে যে তোমার বুদ্ধিশুদ্ধির ঘাটতি আছে তা হলে তুমি "ইশ্" বলবে না...?'

'কিন্তু মনটা সোনা দিয়ে বাঁধানো।'

'সোনা দিয়ে বাঁধানো হলেও কিছু এসে যায় না। যদি আমার সাবেক ভালো যাকে আমি কখনও ভৃত্য বলে মনে না করে চাচা-মামার মত মনে করেছি সে যদি যত্রতত্র বলে বেড়াতে থাকে যে আমার বুদ্ধির ঘাটতি আছে এবং আমার শোবার ঘর স্ত্রীলোক দিয়ে ভর্তি...'

'বার্টি, তুমি কি বিরক্ত হয়েছ?'

'বিরক্ত?'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি বেশ বিরক্ত হয়েছ। কিন্তু কেন তা বুঝতে পারছি না। আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকে আমার ভালবাসার মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে–বিশেষ করে তোমার সোনা দিয়ে বাঁধানো হৃদয়ের কথা যখন এত শুনছি–।'

'আমার হৃদয়টা সোনা দিয়ে বাঁধানো কি না সেটা আসল ব্যাপার নয়। এমন

www.BanglaBook.org

সোনার টুকরো হৃদয় আরও অনেকেরই আছে কিন্তু তারাও যদি শেষ রাতে তাদের শোবার ঘরে ঢুকে স্ত্রীলোক দেখতে পায় তা হলে দারুণ বিচলিত হয়। তুমি আর তোমার ওই জীভস ব্যাটা একটা বিষয় হিসেবের বাইরে রেখেছ। আর সেটা হলো, আমাকে আমার সুনাম, নিষ্কলংক শুভ্র সুনাম রক্ষা করে চলতে হয়। মাঝরাতে শোবার ঘরে মেয়েদের সাথে গল্পগুজব করে আর তাদের ময়ূরকণ্ঠী পাজামা পরতে দিয়ে সেটা সম্ভব নয়।'

'তুমি নিশ্চয়ই আশা কর না যে আমি ভেজা সাঁতারের পোশাক পরে থাকব।'

'...এবং পরের বিছানায় ঠাঁই নেবে।'

পলিন একটা বিস্ময়সূচক শব্দ করল।

'এতে আমার কী মনে পড়ছে জান? তুমি আসবার পর থেকেই মনে করার চেষ্টা করছি। সেই তিন ভালুকের গল্প। তুমি যখন ছোট ছিলে তখন নিশ্চয়ই তোমাকে ওটা শোনানো হয়েছে। "...আমার বিছানায় কে যেন রয়েছে... বড় ভালুকটা তা-ই বলেছিল না?" '

আমি ভ্রূ কোঁচকালাম।

'আমার যতদূর মনে পড়ে, কথাটা ছিল পরিজ সম্পর্কে... "কে যেন আমার পরিজ খেয়ে ফেলেছে?" '

'বিছানার কথাও আছে, আমি নিশ্চিত।'

'বিছানা? বিছানা? বিছানার কথা আমি মনে করতে পারছি না। পরিজ সম্পর্কে আমি পুরোপুরি... কিন্তু আমরা আবার আসল ব্যাপার থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। আমি বলতে যাচ্ছিলাম আমার মত একজন সুপরিচিত ব্যাচেলার যদি তার বিছানায় ময়ূরকণ্ঠী পাজামা পরে বসে থাকা কোন মেয়ের দিকে বাঁকা চোখে তাকায় তা হলে তাকে দোষ দেয়া যায় না।'

'তুমি বলেছ যে ওটাতে আমাকে সুন্দর মানিয়েছে।'

'অবশ্যই মানিয়েছে।'

'তুমি বলেছ এটাতে আমাকে সুন্দর দেখাচ্ছে।'

'তোমাকে নিশ্চয়ই সুন্দর দেখাচ্ছে কিন্তু আবারও তুমি আসল ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে চাইছ। আসল কথাটা হলো...'

'আসল কথা কতগুলো বল তো? আমি তো ডজনখানেক শুনলাম বলে মনে হচ্ছে।

'আসল কথা একটাই, সেটাই আমি বারবার বোঝাবার চেষ্টা করছি। সংক্ষেপে, তোমাকে কেউ এখানে দেখলে কী ভাববে?'

'কিন্তু কেউ আমাকে এখানে দেখতে পাবে না।'

'তুমি তাই মনে কর? হাঃ, ব্রিংকলির ব্যাপারটা কী হবে?'

'সে আবার কে?'

'আমার ভ্যালে।'

'তোমার সাবেক ভ্যালে?'

আমি জিব দিয়ে শব্দ করলাম।

'আমার নতুন ভ্যালে। সকাল ন'টায় আমার জন্যে চা নিয়ে আসবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তা-ই?'

'সে এই কামরাতেই চা নিয়ে আসবে। বিছানার কাছে আসবে। টেবিলের উপর রাখবে।'

'তা কেন করবে?'

'যাতে করে আমি কাপটা হাতে নিয়ে আরামে চুমুক দিতে পারি।'

'ওহ্, তুমি বলতে চাচ্ছ যে ও টেবিলের উপর চা রাখবে। কিন্তু তুমি বলেছিলে যে ও টেবিলের উপর বিছানা রাখবে।'

'আমি ওকথা কখনোই বলিনি।'

'বলেছ, স্পষ্ট করে।'

আমি ওকে যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলাম।

'লক্ষ্মী মেয়ে,' আমি বললাম, 'আমি তোমাকে তোমার বুদ্ধিবৃত্তিটা প্রয়োগ করতে বলি। ব্রিংকলি ভেলকিবাজি জানে না। ও হচ্ছে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভ্যালে। ও কেন টেবিলের উপর বিছানা রাখতে যাবে? এটা ওর মাথাতেই ঢুকবে না। ও...'

ও আমার চিন্তাপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করল।

'কিন্তু বোসো। তুমি তো ব্রিংকলি সম্পর্কে খুব বকরবকর করছ। তা সেরকম কাউকে তো দেখলাম না।'

'ব্রিংকলি একজন আছে। আর সেই ব্রিংকলিই সকাল নয়টায় এই কামরায় ঢুকবে এবং তখন এই বিছানায় ও তোমাকে দেখলে সমগ্র মানবজাতিকে কাঁপিয়ে দেয়ার মত কেলেঙ্কারি ঘটবে।'

'আমি বলতে চাই যে ও বাড়িতে নেই।'

'অবশ্যই আছে।'

'তা হলে ও নিশ্চয়ই কালা। আমি এত শব্দ করেছি যে তাতে ছয়জন ভ্যালের ঘুম ভাঙার কথা। পিছনের একটা জানালা ভাঙা ছাড়াও...'

'তুমি পেছনদিকের জানালা ভেঙেছ?'

'ভাঙতে হয়েছে, নইলে আমি ভেতরে ঢুকতে পারতাম না। ওটা হলো নীচতলার শোবার ঘরের জানালা।'

'কী সর্বনাশ! ওটা তো ব্রিংকলির শোবার ঘর।'

'ও তো ঘরে ছিল না।'

'কেন ছিল না? ওকে আমি সন্ধ্যের জন্য ছুটি দিয়েছি, রাতের জন্য নয়।'

'কী হয়েছে বুঝতে পেরেছি। ও কোথাও গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে এবং আর কয়েকদিনের মধ্যে আসবে না। একবার বাবার এক কাজের লোকও এমন কাণ্ড করেছিল।'

সত্যি বলতে কী, ওর কথায় কিছুটা স্বস্তি পেলাম।

'ওইরকম হলেই ভাল।' আমি বললাম।

'তা হলে দেখতেই পাচ্ছ তুমি অহেতুক মাথা ঘামাচ্ছ। আমি সবসময় বলি...'

কিন্তু ও সবসময় কী বলে তা শোনবার সৌভাগ্য আমার হলো না। কারণ হঠাৎ আঁতকে উঠল ও।

সামনের দরজায় কে যেন করাঘাত করছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমরা হকচকিয়ে গিয়ে একে অন্যের দিকে তাকালাম। গ্রীষ্মের এই নিঝুম রাতে এই অপ্রত্যাশিত ভয়াবহ শব্দ আলাপ-সালাপে বাধা সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট। আর এটা বিশেষভাবে অস্বস্তিকর এজন্যে যে আমরা দুজনেই একই সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠেছিলাম।

'নিশ্চয়ই বাবা!' পলিন ফিসফিস করে বলল এবং দ্রুত মোমবাতিটা নিবিয়ে দিল।

'এটা কেন করলে?' আমি ভীষণ চটে গিয়ে বললাম। বস্তুত, এই আকস্মিক অন্ধকার পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করে তুলল।

'এই জন্য যে, এর ফলে উনি জানালায় আলো দেখতে পাবেন না। উনি যদি মনে করেন যে তুমি ঘুমিয়ে আছ তা হলে চলে যাবেন।'

'কী আশা!' আমি ব্যঙ্গ করলাম। করাঘাত একটু থেমেছিল তা আবার শুরু হলো এবং চলতেই থাকল।

'আমার মতে তোমার নীচেই যাওয়া উচিত,' ফিসফিস করে বলল মেয়েটা। 'অথবা,' ওর গলায় খুশির আমেজ টের পেলাম, 'আমরা কি সিঁড়ির জানালা দিয়ে ওর উপর পানি ঢেলে দেব?'

আমি মারাত্মকভাবে নাড়া খেলাম। ও এমনভাবে কথাটা বলল যেন এটাই ওর শ্রেষ্ঠ পরামর্শ আর আমি আকস্মিকভাবে উপলব্ধি করলাম যে, যে মেয়েদের এমন বুদ্ধিশুদ্ধি তাদের অতিথি হওয়ার মানেটা কী! এতদিন ধরে তরুণ সম্প্রদায়ের বেপরোয়া মনোভাব সম্পর্কে যা শুনেছি ও পড়েছি সবই মনে পড়ে গেল।

'এসব কথা স্বপ্নেও ভেব না।' আমি ফিসফিস করে বললাম, 'চিন্তাটা মন থেকে পুরোপুরি দূর করে দাও।'

আমি বলতে চাচ্ছি যে পালিয়ে যাওয়া মেয়ের সন্ধানরত জে ওয়াশবার্ন স্টোকার শুকনো অবস্থায়ই যথেষ্ট বিপজ্জনক। আর তার মাথার উপর জগভর্তি পানি ঢেলে খেপিয়ে দিলে কী অবস্থা হবে আমি ভাবতেও ভয় পাই। নীচে গিয়ে ভদ্রলোকের সাথে রাতের এই সময়টায় কথাবার্তা বলতে আমি মোটেও ইচ্ছুক ছিলাম না কিন্তু বিকল্প হিসেবে যদি ওঁর প্রিয় কন্যাকে ওঁর উপর পানি ঢেলে ভিজিয়ে দেয়ার অনুমতি দেয়া হয় তা হলে লোকটা হয়তো খালিহাতেই দেয়াল ভেঙে ফেলবে এই আশঙ্কায় আমি নীচে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম।

'আমাকে ওর সঙ্গে দেখা করতে হবে।' আমি বললাম।

'বেশ, কিন্তু সাবধান।'

'তার মানে?'

'মানে সাবধানে থেকো। অবশ্য ওঁর কাছে বোধহয় বন্দুক নেই।'

আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম।

'সত্যি করে বলো তো কী হতে পারে? পক্ষে-বিপক্ষে দুটোই বলো।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পলিন খানিকক্ষণ ভাবল।

'আমি ভাবতে চেষ্টা করছি বাবা কি দক্ষিণের লোক, না দক্ষিণের লোক নয়?'

'কীসের লোক?'

'বাবা যেখানে জন্মেছিলেন সে জায়গাটার নাম ক্যাটারভিল; কিন্তু কেনটাকির ক্যাটারভিল না ম্যাসাচুসেটসের ক্যাটারভিল সেটাই মনে করার চেষ্টা করছি।'

'দুটোর মধ্যে তফাতটা কীসের?'

'কেউ যদি দক্ষিণের মানুষের পরিবারের কাউকে অপমান করে তা হলে সে গুলি করতে পারে।'

'তুমি স্বেচ্ছায় এখানে আসার পরও কি তোমার বাবা মনে করবেন যে তার পরিবারের সম্মানহানি করা হয়েছে?'

'আমার ধারণা তা-ই মনে হবে, হবেই।'

আমি ওর সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারলাম না। কিন্তু বিষয়টা নিয়ে বেশি ভাববার সময় ছিল না কারণ নীচে আবার করাঘাত হচ্ছে, এবং আগের চেয়েও জোরে।

'ধুত্তোর ছাই,' আমি বললাম, 'তোমার গোমড়ামুখো বাপের যেখানেই জন্ম হোক আমাকে নীচে গিয়ে ওর সাথে কথা বলতেই হবে। না হলে শিগগিরই দরজাটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।'

'বেশি কাছে যেও না যেন!'

'ঠিক আছে।'

'যৌবনে উনি নামকরা কুস্তিগীর ছিলেন।'

'তোমার বাবা সম্পর্কে আমাকে আর কিছু বলতে হবে না।'

'বলতে চাচ্ছি যে উনি যেন তোমাকে ওর নাগালের মধ্যে না পান। লুকোবার কোন জায়গা আছে?'

'না।'

'কেন নেই?'

'জানি না কেন নেই।' চাঁছাছোলা উত্তর দিলাম। 'এসব পল্লী কুটিরে গোপন কামরা আর ভূগর্ভে সুরঙ্গ বানানো হয় না। যাই হোক আমি দরজা খোলার পর কিন্তু নিঃশ্বাস ফেলা বন্ধ করে দিও।'

'তুমি কি চাও যে আমি দম বন্ধ করে থাকি?'

উস্টাররা কখনও এমন ইচ্ছা প্রকাশ করে না কিন্তু এ-কথাও সত্যি যে আইডিয়াটা আমার কাছে বেশ ভাল বলেই মনে হলো। জবাব না দিয়ে আমি তাড়াহুড়ো করে নীচে নেমে সামনের দরজা খুলে দিলাম। খুলে দিলাম বলতে বোঝাচ্ছি যে মাত্র ছয় ইঞ্চি ফাঁক করলাম।

'হ্যালো,' আমি বললাম, 'কী ব্যাপার?'

পরের মুহূর্তে যে রকম স্বস্তি বোধ করলাম তা এর আগে কখনও বোধ করেছি বলে মনে পড়ে না।

'ওহ্!' একটা কণ্ঠ শোনা গেল, 'আপনার সময় নষ্ট করলাম, করিনি? বলুন তো মহোদয় আপনার ব্যাপারটা কী? কালা না অন্যকিছু?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কণ্ঠস্বরটা সঙ্গীতের মত মধুর নয়, একটু ভারী আর কিছুটা কর্কশ। কিন্তু ত্রুটি যতই থাক, সবচেয়ে স্বস্তির ব্যাপার হলো, ওটা জে ওয়াশবার্ন স্টোকারের কণ্ঠস্বর নয়।

'খুব দুঃখিত।' আমি বললাম। 'আমি নানা আকাশ-পাতাল ভাবছিলাম। অনেকটা দিবানিদ্রার মত। কথাটা বুঝেছেন আশা করি।'

কণ্ঠটা আবার শব্দ করে উঠল, এবার অনেকটা সংযতভাবে।

'ওহ্, ক্ষমা করবেন, সার। আমি আপনাকে ব্রিংকলি ভেবেছিলাম।'

'ব্রিংকলি বাইরে গেছে।' আমি বললাম। ভাবলাম ও ফিরে এলে ওকে জিজ্ঞেস করব যে ওর বন্ধুরা এত রাতে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসে কেন।

'আপনি কে?'

'সার্জেন্ট ভাউলস, সার।'

দরজাটা হাট করে খুললাম। বাইরে ঘন অন্ধকার। কিন্তু আইনের লোকটাকে চিনতে পারলাম। এই ভাউলস লোকটা অ্যালবার্ট হলের আদলে তৈরি, মাঝখানটা গোলাকার, উপরের দিকটা খুব উঁচু নয়। ওকে দেখলেই আমার মনে হয় যে প্রকৃতি দুটো পুলিশ সার্জেন্ট বানাতে চেয়েছিল কিন্তু পরে আলাদা করতে ভুলে গিয়েছিল।

'আহ্, সার্জেন্ট।' আমি বললাম। উচ্ছল বেপরোয়া; যেন বার্টির মনে কোনও দুশ্চিন্তা নেই।

'তোমার জন্য কী করতে পারি, সার্জেন্ট?'

আমার চোখে ততক্ষণ অন্ধকার সয়ে গিয়েছিল। রাস্তার পাশে আরও একটা মনুষ্যমূর্তি দেখতে পেলাম। লম্বা, পাতলা, দড়ির মত পাকানো।

'এটা আমার তরুণ ভাগ্নে, সার, কনস্টেবল ডবসন।'

আমার মেজাজটা ঠিক আলাপচারিতার অনুকূল ছিল না। সার্জেন্টকে আমার বলতে ইচ্ছে করছিল যে এজন্যে তার অন্য একটা সময় বেছে নেয়া উচিত। তবে সেকথা তাকে বললাম না, বরং খুব মধুর কণ্ঠে 'আহ্ ডবসন' উচ্চারণ করলাম। যতদূর মনে হয় 'কী সুন্দর রাত' এইরকম কিছু একটাও বলেছিলাম।

তবে একটু পরেই বোঝা গেল গল্পসল্প করাই ওদের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য নয়।

'আপনি কি জানেন, সার, আপনার বাড়ির পেছন দিকের একটা জানালা ভাঙা? আমার ভাগ্নে ওটা দেখতে পেয়ে আমার ঘুম ভাঙিয়ে তদন্ত করতে ডেকে এনেছে। নীচতলার জানালা, সার, একদিকের পাল্লা পুরোটাই ভাঙা।

আমি কাষ্ঠহাসি হাসলাম।

'ওহ্, তাই? হ্যাঁ, ব্রিংকলি গতকাল ভেঙেছে, বোকা গাধা!'

'আপনি তা হলে ব্যাপারটা জানেন, সার?'

'ওহ্, হ্যাঁ, ওহ্, হ্যাঁ। জানি, সার্জেন্ট। ঠিকই আছে।'

'তা হলে ভালই হলো। কিন্তু, সার, ভাঙা জানালা দিয়ে চোর ঢুকতে পারে।'

ঠিক এই সময় কনস্টেবল ছোকরা, যে এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি, এগিয়ে এল।

'আমার মনে হলো আমি একটা চোর ঢুকতে দেখলাম, টেড মামা।'

'কী! তা হলে বোকা পাঁঠা একথা আগে বলনি কেন? আর ডিউটির সময় আমাকে কখনও মামা বলে ডাকবে না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'বেশ তো ডাকব না, মামা।'

'আপনি বরং, সার, বাড়িটা আমাদের তল্লাশি করতে দিন।' সার্জেন্ট ভাউলস বলল।

প্রস্তাবটাতে দ্রুত ভেটো প্রয়োগ করলাম আমি।

'অবশ্যই না, সার্জেন্ট, প্রশ্নই ওঠে না।' আমি বললাম।

'কিন্তু সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হত, সার।'

'আমি দুঃখিত,' আমি বললাম, 'কিন্তু তা সম্ভব নয়।'

ওকে অসন্তুষ্ট বলে মনে হলো।

'ঠিক আছে, আপনার যেমন ইচ্ছে। কিন্তু, সার, আপনি পুলিশের কাজে বাধা দিচ্ছেন। আজকাল পুলিশের কর্তব্যে বড্ড বেশি বাধা দেয়া হচ্ছে। গতকালের মেল পত্রিকায় এ সম্পর্কে লেখা আছে। আপনি হয়তো পড়ে থাকবেন?'

'না।'

'মাঝের পৃষ্ঠায়। গ্রেট বৃটেনের নির্জন পল্লী অঞ্চলে অপরাধ ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে জনগণ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠায় লেখাটিতে পুলিশকে কর্তব্যে বাধা না দেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। ওটা কেটে আমার অ্যালবামে আঠা দিয়ে সেঁটে রেখেছি। ওতে বলা হয়েছে ১৯২৯ সালে অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল একলক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো একান্ন। ১৯৩০ সালে এই সংখ্যা একলক্ষ সাতচল্লিশ হাজার একত্রিশে পৌঁছেছে। হিংসাত্মক অপরাধ বেড়েছে শতকরা সাত ভাগ। লেখাটিতে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, এই ভয়াবহ অবস্থার জন্য পুলিশের নিষ্ক্রিয়তাকে দায়ী করা যায়? না, তা নয়। তাদের কাজে বাধা দেওয়া হয় বলে...'

'তা হতে পারে,' আমি বললাম, 'কিন্তু আমি দুঃখিত।'

'কিন্তু, সার, আরও বেশি দুঃখিত হতে হবে যখন দোতলার শোবার ঘরে যাবার পর তস্কররা আপনার গর্দান কেটে ফেলবে।'

'এখানে তেমন কোনও ভয়াবহ অবস্থা ঘটত যাচ্ছে বলে মনে হয় না। আমি এইমাত্র দোতলা থেকে নেমে এলাম। আমি তো বলছিই যে সেখানে কোনও চোরচোট্টা নেই।'

'হয়তো লুকিয়ে আছে।'

'সুযোগের অপেক্ষা করছে।' কনস্টেবল ডবসন অভিমত প্রকাশ করল।

'মাননীয় লর্ডের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে আমি আপনার কোনও ক্ষতি হতে দিতে চাই না। কিন্তু আপনি যদি নমনীয় না হন...'

'ওহ্, চাফনেল রেজিসের মত জায়গায় কারও কোনও ক্ষতি হবে না।'

'একথা বিশ্বাস করবেন না, সার। চাফনেল রেজিসের অবস্থার অবনতি ঘটছে। আমার থানা ভবনের নাকের ডগায় নিগ্রো চারণদল হাসির গান গাইতে পারে একথা আমি কোনওদিন ভাবতেও পারিনি।'

'এতে কি তুমি উদ্বিগ্ন বোধ করছ?'

'মুরগি খোয়া যাচ্ছে, সার,' বিরস গলায় সার্জেন্ট ভাউলস বলল, 'অনেক মুরগি এবং আমার বেশ সন্দেহ হয়। ঠিক আছে, চলে এস কনস্টেবল। আমাদের যদি কর্তব্যে বাধা দেয়া হয় তা হলে এখানে থাকবার দরকার নেই। শুভরাত্রি, সার।'

www.BanglaBook.org

'শুভরাত্রি।'

আমি দরজা বন্ধ করে শোবার ঘরে ফিরে গেলাম। পলিন কিছুটা সন্ত্রস্ত হয়ে বিছানায় বসে আছে।

'কে ওই লোকটা?'

'থানার লোক।'

'কী চাইল?'

'ওরা তোমাকে ভেতরে ঢুকতে দেখেছিল বলে মনে হচ্ছে।'

'তোমাকে আমি সাংঘাতিক ঝামেলায় ফেলেছি, বার্টি।'

'আরে না। খুব খুশি হয়েছি। যাকগে, আমাকে এখন যেতে হবে।'

'তুমি যাচ্ছ?'

'এই অবস্থায়,' আমি একটু শীতল গলায় বললাম, 'আমার পক্ষে বাড়ির ভেতরে থাকা ঠিক হবে না। আমি গ্যারেজে চললাম।'

'নীচতলায় সোফা-টোফা নেই?'

'আছে। নুহ নবীর আমলের; আরাফাত পর্বত থেকে এনেছিলেন। কাজেই গাড়ির ভেতরে যাওয়াটাই বরং ভাল।'

'ওহ্, বার্টি, আমি তোমাকে অনেক ঝামেলায় ফেলে দিয়েছি।'

আমি একটু নরম হলাম। প্রকৃতপক্ষে, যা ঘটে গেছে বেচারা মেয়েটাকে সেজন্যে তেমন দোষ দেয়া যায় না। চাফি সন্ধ্যায় যেমন বলেছিল, 'ভালবাসা ভালবাসাই।'

'ঘাবড়িও না। আমরা উস্টাররা দুটি প্রেমিক হৃদয়কে একত্র করতে অনেক ঝামেলা পোহাতে রাজি আছি। তুমি লক্ষ্মীমেয়ের মত বালিশে তোমার ছোট্ট মাথাটি দিয়ে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়। আমি ঠিকই থাকব।'

আমি একটা অমায়িক হাসি দিয়ে বেরিয়ে এলাম। সিঁড়ি বেয়ে নেমে সামনের দরজা খুলে দশ-বারো পা'ও গেছি কিনা সন্দেহ হঠাৎ আমার ঘাড়ের উপর একটা ভারী হাত এসে পড়ল। আমার দেহ ও মন দুটোই শিউরে উঠল। একটা ছায়ামূর্তি বলল 'ধরে ফেলেছি।'

'আঁক,' আমি আর্তনাদ করে উঠলাম। ছায়ামূর্তিটি তখন চাফনেল রেজিমেন্টের পুলিশ বাহিনীর কনস্টেবল ডবসন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। ক্ষমা চাইবার সুরে সে বলল, 'মাফ করবেন, সার। আমি আপনাকে ওই চোরটা মনে করেছিলাম।'

কিছুই হয়নি এমন একটা ভাব করলাম আমি।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, কনস্টেবল। আমি একটু হাঁটাহাঁটি করতে যাচ্ছিলাম।'

'বুঝেছি, সার, খোলা হাওয়ায়।'

'হ্যাঁ, বাড়ির ভিতরটায় খুব গুমোট।'

'হ্যাঁ, সার, শুভরাত্রি, সার।'

'ট্রা-লা, কনস্টেবল।'

আমি আবার এগোতে লাগলাম, একটু যে ঘাবড়ে যাইনি তা নয়। গ্যারেজের দরজাটা খোলাই রেখেছিলাম। সেদিকে আমার টু-সিটারের দিকে এগোতে লাগলাম। আবার একা হতে পেরে একটু স্বস্তিবোধ করছিলাম। মেজাজমরজি ভাল থাকলে কনস্টেবলের সান্নিধ্য নিঃসন্দেহে আনন্দদায়কই লাগত, কিন্তু আজ রাতে তার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনুপস্থিতিই আমার কাম্য। গাড়িতে উঠে হেলান দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

পরিস্থিতি অনুকূলে হলেও গাড়ির ভেতর আমি ঘুমোতে পারতাম কিনা বলতে পারি না। ব্যাপারটা তর্কসাপেক্ষ। টু-সিটার আমার কাছে সবসময়ই মোটামুটি আরামপ্রদ বলে মনে হয়েছে। তবে আগে কখনও ওর ভেতরে ঘুমোবার চেষ্টা করিনি। কিন্তু গাড়ির গদিটাকে বিছানা হিসেবে ব্যবহার করতে গিয়ে ওটার এখানে-সেখানে বিশ্রীরকম উঁচু-নিচু মনে হতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ঘুম আসে কি না তা পরীক্ষা করতে পারলাম না। কারণ, এক প্লেটুন ভেড়ার অর্ধেকটা গোণা শেষ হবার আগেই হঠাৎ এক ঝলক আলো জ্বলে উঠল এবং আমাকে গাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার নির্দেশ দেয়া হলো।

আমি উঠে বসলাম।

'আহ্, সার্জেন্ট,' আমি বললাম।

আরও এক দফা অস্বস্তিকর সাক্ষাৎ। দুই পক্ষের জন্যই বিব্রতকর।

'সার, আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, সার।'

'মোটেও না। মোটেও না।'

'আপনি যে এখানে থাকতে পারেন তা আমার ধারণায়ও আসেনি, সার।'

'সার্জেন্ট, ভাবলাম গাড়িতে গিয়ে ঘুমোই।'

'তা-ই, সার?'

'এমন গরম পড়েছে!'

'ঠিকই বলেছেন, সার।'

ওর কণ্ঠ বেশ শ্রদ্ধাপূর্ণ। তবে আমার মনে হলো ও যেন আমার দিকে একটু বাঁকা চোখে তাকাতে শুরু করেছে। ওর আচরণে এমন কিছু ছিল যাতে আমার ধারণা জন্মাল যে ও আমাকে খামখেয়ালি মানুষ বলে ভাবছে।

'ভিতরটা গুমোট।'

'সত্যি, সার?'

'গ্রীষ্মকালে আমি অনেক সময় গাড়িতে কাটাই।'

'হ্যাঁ, সার?'

'শুভরাত্রি, সার্জেন্ট।'

'শুভরাত্রি, সার।'

কেউ ঘুমের আয়োজন করার সময় তাকে জ্বালাতন করলে কী অবস্থা হয় তা আপনারা জানেন। এতে ঘুমের আমেজ একেবারে টুটে যায়। আমি আবার হাঁটু মুড়ে শুয়ে পড়লাম কিন্তু শিগগিরই বুঝতে পারলাম যে বর্তমান অবস্থায় ঘুমোনোর চেষ্টা অর্থহীন। আমি আরও পাঁচটা মাঝারি সংখ্যার ভেড়ার পাল গুণলাম, কিন্তু তাতেও কোনও কাজ হলো না। আমার ধারণা, এখন অন্য পন্থায় চেষ্টা চালাতে হবে।

আমি কটেজটার চারপাশ কখনও ভাল করে ঘুরে ফিরে দেখিনি। কিন্তু একদিন সকালে প্রচণ্ড বৃষ্টির সময় দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটা চালাঘরে আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওখানে মালী তার হাতিয়ার, ঝাড়ি ইত্যাদি রাখে। আর স্মৃতি যদি আমার সাথে প্রতারণা না করে থাকে তা হলে ওই চালাঘরের মেঝেতে বেশকিছু চটের বস্তাও আছে।

আপনারা বলতে পারেন যে বিছানার তুলনায় চটের বস্তা নিতান্তই তুচ্ছ বস্তু। কথাটা ভুলও হবে না। কিন্তু উইজিয়ন সেভেনের সিটে আধঘণ্টা শুয়ে থাকলে বস্তাও আপনাদের কাছে অনেক আরামদায়ক মনে হবে। কিছুটা শক্ত লাগবে বটে, ইঁদুরের ও মাটির গন্ধও একটু নাকে আসবে কিন্তু চটের বস্তার পক্ষেও কিছু যুক্তি আছে। তা এই যে ওতে হাত-পা ছড়িয়ে শোয়া যায়। আর ওইভাবে শোয়াটাই এখন আমার সবচেয়ে বেশি কাম্য।

মিনিট দুয়েক পরে আমি চটের যে বস্তাটার উপর গা এলিয়ে দিলাম তাতে কেবল ইঁদুর আর পোকামাকড়েরই নয় মালীর গায়ের গন্ধও ছিল। সেই মুহূর্তেই আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম যে দুটো মিলিয়ে গন্ধটা একটু বেশি কটু লাগছে কি না? কিন্তু একসময় এ সবই সয়ে যায়। প্রায় আধঘণ্টা পরে ঘুমঘুম ভাব আমাকে আচ্ছন্ন করতে শুরু করল এবং প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে চালাঘরের দরজা খুলে গেল আর পরিচিত একটা লণ্ঠন আলো ছড়াতে লাগল।

'আহ্!' সার্জেন্ট ভাউলস বলল।

একই শব্দ উচ্চারণ করল কনস্টেবল ডবসন।

আমি অনুভব করলাম যে ওই নচ্ছারদুটোকে আচ্ছা করে শুনিয়ে দেবার সময় এসেছে। আমি পুলিশের কর্তব্যে বাধা দেয়ার পক্ষপাতি নই। কিন্তু পুলিশ যদি সারারাত ধরে কারও বাড়ির বাগানে ঘুরে বেড়াতে থাকে এবং চোখে ঘুমের আবেশ নেমে আসতে না আসতেই বারবার জ্বালাতন করতে থাকে তা হলে তাদের অবশ্যই বাধা দেয়া উচিত।

'হ্যাঁ,' আমি বললাম এবং আমার গলায় সাবেকী কৌলিন্যের রুক্ষতার প্রকাশ ঘটল, 'এবার কী চাও?'

কনস্টেবল ডবসন বেশ আত্মপ্রসাদের সাথে বলছিল যে সে আমাকে অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে দেখেছিল এবং চিতাবাঘের মত পিছু নিয়েছিল। আর সার্জেন্ট ভাউলস যে কিনা ভাগ্নেদের বেশি বাড়তে দিতে রাজি নয়, বলছিল, সে-ই আমাকে প্রথমে দেখেছে এবং সে-ও কনস্টেবল ডবসনের মত করেই চিতাবাঘসুলভ আমার পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। কিন্তু আমার মুখের কথা বের হতে না হতেই ওরা দুজন স্তব্ধ হয়ে গেল।

'সার, এবারেও আপনি?' ভয়মেশানো গলায় প্রশ্ন করল সার্জেন্ট।

'হ্যাঁ, আমিই, ধুত্তোর ছাই! বারবার এরকম বিরক্ত করার মানে কী, জিজ্ঞেস করতে পারি? এইরকম করলে ঘুমোনো অসম্ভব!'

'খুবই দুঃখিত, সার। ভাবতেই পারিনি লোকটা আপনি হতে পারেন।'

'কেন ভাবতে পারনি?'

'ইয়ে, চালাঘরের মধ্যে ঘুমোনো... সার।'

'নিশ্চয়ই বলতে চাও না যে এটা আমার চালাঘর নয়?'

'না, সার, কিন্তু ব্যাপারটা, সার, খাপছাড়া।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি তো খাপছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

'টেড মামা ব্যাপারটাকে "উদ্ভট" বলতে চাইছেন, সার।'

'টেড মামা ও-কথা বলতে চায়নি। আর ডিউটির সময় আমাকে টেড মামা বলে ডাকবে না। ব্যাপারটা আমাদের কাছে অদ্ভুত মনে হচ্ছে, সার।'

'আমি তোমার সাথে একমত হতে পারছি না।' কড়া করে বললাম আমি। 'আমার যেখানে খুশি শোবার অধিকার আছে কি না?'

আছে, সার।'

'ঠিক তা-ই। কয়লার সেলারে, সামনের দরজার সিঁড়িতে যেখানে খুশি শুতে পারি। চালাঘরেও। এখন আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, সার্জেন্ট, কেটে পড়।'

'আপনি কি বাকি রাতটুকু এখানেই কাটিয়ে দেবেন, সার?'

'নিশ্চয়ই, কেন নয়?'

ভাউলস একেবারে বোকা বনে গেল।

'ইয়ে, আমার মনে হয় আপনি যদি তা-ই চান তা হলে না থাকবার কোনও কারণ দেখছি না। কিন্তু আমার মনে হয়...'

'উদ্ভট,' কনস্টেবল ডবসন বলল।

'অদ্ভুত,' সার্জেন্ট ভাউলস বলল, 'নিজের বিছানা থাকতে, সার...'

ওহ, আর পারা যাচ্ছে না!

'বিছানাকে আমি ঘৃণা করি,' আমি রুক্ষ গলায় বললাম, 'বরদাশত করতে পারি না।'

'অতি উত্তম, সার,' একটু থেমে ভাউলস আবার বলল, 'আজ খুব গরম পড়েছে, সার।'

'খু-উ-ব।'

'আমার এই ভাগ্নেটার, সার, গর্মি প্রায় লেগেই গেছে। তাই না, কনস্টেবল?'

'আহ্।' ডবসন বলল।

'হাস্যকর সব কাণ্ডকারখানা করে তখন।'

'সত্যি?' আমি বললাম।

'ওর বুদ্ধিটা প্রায় ঘোলা করে ফেলে।'

আমি ভাবলাম, লোকটাকে বোঝানো দরকার যে এটা ওর ভাগ্নের ঘোলাটে বুদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা করার প্রকৃষ্ট সময় নয়।

'তোমাদের পারিবারিক অসুখ-বিসুখের খোঁজখবর বরং অন্য একদিন দিও। এখন আমি একা থাকতে চাই।'

'হ্যাঁ, সার, শুভরাত্রি, সার।'

'শুভরাত্রি, সার্জেন্ট।'

'যদি কিছু মনে না করেন, সার, তা হলে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আপনার কপালের পাশে কি জ্বালা করছে?'

'কী বললে?'

'আপনার মাথা কি দপদপ করছে?'

'এইমাত্র শুরু হয়েছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আহ্, শুভরাত্রি, সার।'
'শুভরাত্রি, সার্জেন্ট।'
'শুভরাত্রি, সার।'
'শুভরাত্রি, কনস্টেবল।'
'শুভরাত্রি, সার।'

দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। রোগীর কামরার পাশে বিশেষজ্ঞরা যেমন ফিসফিস করে আলাপ করে তেমনি করে ওরা কয়েক মুহূর্ত আলাপ করল। তারপর চলে গেল। তীরে ভেঙে পড়া সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ ছাড়া আর সবকিছু নীরব হয়ে গেল। ইতিমধ্যে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি যে ইহলোকে আর কোনওদিন আমি ঘুমোব না। কিন্তু ঢেউ ভেঙে পড়ার শব্দ ক্রমশ আমার দুচোখে ঘুমের আবেশ ছড়িয়ে দিল।

সেটা অবশ্য স্থায়ী হলো না—চাফনেল রেজিসের মত জায়গায় হবারও নয়। পরের যে ঘটনাটি আমার মনে পড়ে তা হলো কে যেন আমার হাত ধরে ঝাঁকাচ্ছিল।

আমি উঠে বসলাম। আবার সেই লণ্ঠন আমার চোখে পড়ল।

'তা হলে শোন,' আমি চটে গিয়ে বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু মুখে আর কথা সরল না।

যে লোকটা আমার হাত ধরে টানাটানি করছিল সে হচ্ছে চাফি।

প্রেমিকদের মিলন

বার্ট্রাম উস্টার সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে সে যে-কোনও সময়ে বন্ধুদের দেখলে খুশি হয়, সহাস্যবদনে ও সোল্লাসে স্বাগত জানায়। মোটামুটিভাবে কথাটা ঠিক, তবে একটা শর্ত আছে। পরিবেশটা অনুকূল হতে হবে। এই মুহূর্তে তা নেই। যখন আপনার স্কুলজীবনের বন্ধুর প্রেমিকা আপনার বিছানায় আপনারই পাজামা পরে শুয়ে থাকে তখন যদি সেই বন্ধুটি অকস্মাৎ আপনার কাছে এসে উপস্থিত হয় তা হলে আপনার পক্ষে আনন্দে লম্ফঝম্ফ করা খুব কঠিন।

অতএব আমি কোনওরকম হর্ষধ্বনি করলাম না, এমনকী মুখে উজ্জ্বল হাসিও ফোটাতে পারলাম না। কেবল ওর মুখের দিকে দুচোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে রইলাম আর ভাবতে লাগলাম যে চাফি কীভাবে এখানে এল, কতক্ষণ থাকবে, এবং এই সময় পলিন স্টোকারের হঠাৎ করে জানালা দিয়ে মুখ বের করে ইঁদুর বা অন্যকিছুর সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য আমাকে হাঁকডাক করার সম্ভাবনা কতটুকু।

চাফি আমার দিকে চিকিৎসকের মত করে মাথা নুইয়ে রেখেছিল। ওর পিছনে সার্জেন্ট ভাউলসকে দেখাচ্ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্সের মত। কনস্টেবল ডবসন কোথায় কে জানে! লোকটা এত তাড়াতাড়ি মরে গেছে বলে মনে হয় না সুতরাং সে চৌকি দিতে বেরিয়েছিল বলে ধরে নেয়া যায়।

'ঠিক আছে, বার্টি,' চাফি নরম করে বলল, 'আমি চাফি, বুঝলে?'

'আমি মাননীয় লর্ডকে পোতাশ্রয়ের কাছে দেখতে পেলাম।' সার্জেন্ট ব্যাখ্যা

www.BanglaBook.org

করল।

আমি বলতে বাধ্য যে আমি একটু অস্থির হয়ে পড়লাম। কী ঘটেছে তা-ও বুঝতে পারলাম। চাফির মত একজন প্রেমিককে যদি তার হৃদয়েশ্বরী থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হয় তা হলে সে বনবাসে না গিয়ে তার জানালার নীচে গিয়ে দাঁড়াবে। আর প্রেমিকাটি যদি পোতাশ্রয়ে নোঙর করা কোন ইয়টে থাকে তা হলে তার পক্ষে স্রেফ তীরে গিয়ে দাঁড়ানো ছাড়া আর কী করার থাকে! এরকম হয়েই থাকে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিটা খুব বিব্রতকর। শুধু মনে হলো, ও যদি আরও কিছুক্ষণ আগে ওখানে পৌঁছুত তা হলে ও নিজেই মেয়েটাকে তীরে স্বাগত জানাতে পারত এবং তাতে করে এমন গোলমেলে পরিস্থিতির উদ্ভব হত না।

'সার্জেন্ট তোমার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল, বার্টি। ওর কাছে তোমার আচরণ অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিল। তাই তোমাকে দেখবার জন্য আমাকে ডেকে এনেছে। খুব বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছ, ভাউলস।'

'ধন্যবাদ, মাই লর্ড।'

'ঠাণ্ডা মাথার কাজ।'

'ধন্যবাদ, মাই লর্ড।'

'এর চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ আর কিছুই হত না।'

'ধন্যবাদ, মাই লর্ড।'

শুনতে শুনতে মেজাজ বিগড়ে গেল।

'তা হলে তোমাকেও গর্মিতে ধরেছে, বার্টি?'

'আমাকে গর্মি-টর্মি কোনও কিছুই ধরেনি।'

'ভাউলসের কিন্তু তা-ই ধারণা।'

'ভাউলস একটা গাধা!'

সার্জেন্টের মুখটা একটু পাংশু হলো।

'ক্ষমা করবেন, সার, আপনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে আপনার মাথাটা দপদপ করছে আর আমি ভাবলাম যে আপনার বুদ্ধিটা ঘোলাটে হয়ে গেছে।'

'তুমি একটু খাপছাড়া আচরণ করছ, করছ না?' চাফি শান্ত কণ্ঠে বলল, 'মানে এই যে, এখানে ঘুমোনো আর কী?'

'কেন, কেন আমি এখানে ঘুমোতে পারব না?'

চাফি আর সার্জেন্ট ভাউলসকে দৃষ্টি বিনিময় করতে দেখলাম।

'কিন্তু তোমার তো শোবার ঘর আছেই। চমৎকার একটা শোবার ঘর। আছে কী না বল? সেখানে তো আরও অনেক আরামে ঘুমোতে পারতে!'

উস্টাররা সবাই খুব দ্রুত চিন্তা করতে পারে। আমি বুঝতে পারলাম যে আমাকে শোবার ঘরের বাইরে ঘুমোনোর একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে হবে।

'আমার শোবার ঘরে একটা মাকড়সা আছে।'

'অ্যাঁ, মাকড়সা, ফ্যাকাসে লাল?'

'লালচে।'

'লম্বা লম্বা ঠ্যাং?'

'মোটামটি লম্বা ঠ্যাং।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'রোমশ, নিশ্চয়ই?'

'অনেক রোম।'

চাফির মুখের উপর লণ্ঠনের আলো পড়েছিল। ওর মুখভঙ্গিতে সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটল। এক মুহূর্ত আগেও ওকে দেখাচ্ছিল গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত রোগীর জন্য উৎকণ্ঠিত এক সহানুভূতিশীল চিকিৎসকের মত। এখন ও আমার দিকে তাকাল অসন্তুষ্ট চেহারা করে এবং উঠে দাঁড়িয়ে সার্জেন্ট ভাউলসকে টেনে নিয়ে গিয়ে যেসব মন্তব্য করল তাতে আমার ধারণা হলো যে গোড়ায় সে ব্যাপারটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা পোষণ করেছিল।

'ঠিক আছে, সার্জেন্ট, ঘাবড়াবার কিছু নেই। ও পুরোপুরি সুস্থ আছে।'

আমার ধারণা, ও মনে করেছিল যে ও নিচু গলায় কথা বলছে। কিন্তু কথাগুলো আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম; তেমনি শুনতে পাচ্ছিলাম সার্জেন্টের উত্তরও।

'তা-ই, মাই লর্ড?' বলল সার্জেন্ট ভাউলস। ওর গলাটা এমন শোনাল যাতে মনে হলো যে ও সবকিছু বুঝতে পেরেছে।

'একেবারে হয়ে গেছে। ওর চোখের ঘোলাটে চাউনিটা লক্ষ করেছ?'

'করেছি, মাই লর্ড।'

'আগেও এইরকম দেখেছি। একবার—অক্সফোর্ডে এক নৈশ উৎসবের পর। ও বারবার বলছিল যে ও মৎস্যকন্যা হয়ে গেছে এবং কলেজের ঝরনায় লাফ দিয়ে নেমে বীণা বাজাতে চেয়েছিল।'

'তরুণরা তরুণদের মতই আচরণ করে,' খুব সহিষ্ণু আর উদারভাবে বলল সার্জেন্ট ভাউলস।

'এখন ওকে অবশ্যই বিছানায় শুইয়ে দিতে হবে।'

আতঙ্কে লাফ দিয়ে উঠলাম আমি, বেতস-পত্রের মত কাঁপতে লাগলাম।

'আমি বিছানায় যেতে চাই না।'

চাফি আমার হাতটায় নরমভাবে আঘাত করল।

'সব ঠিক আছে, বার্টি, পুরোপুরি ঠিক আছে। আমরা সব বুঝতে পেরেছি। তোমার অমন ভয় পাওয়ায় অবাক হওয়ার কিছু নেই। ওই কুৎসিত মাকড়সা দেখলে যে কেউ ভয় পাবে। তবে এখন সব ঠিক হয়ে যাবে। ভাউলস আর আমি তোমার ঘরে গিয়ে ওটাকে মেরে ফেলব। তুমি নিশ্চয়ই মাকড়সা দেখে ভয় পাও না, ভাউলস?'

'না, সার।'

'শুনলে তো, বার্টি?' ভাউলস তোমার সাথে থাকবে। ভাউলস যে-কোন মাকড়সার মোকাবেলা করতে পারে। সেবার ভারতে তুমি কতগুলো মাকড়সা মেরেছিলে, ভাউলস?'

'ছিয়ানব্বইটা, মাই লর্ড।'

'বেশ বড়, সেইরকমই মনে পড়ছে?'

'বিরাট বিরাট, মাই লর্ড।'

'তা হলে, বার্টি, বুঝতেই পারছ আর ভয়ের কিছু নেই। সার্জেন্ট, তুমি এই হাতটা ধর। আর একটা আমি ধরছি। বার্টি, নিজেকে আমাদের উপর ছেড়ে দাও। আমরা তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এতদিন পরে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না যে ওই সংকটকালে আমি কোনও ভুল করেছিলাম কিনা। ওইসময় হয়তো ওদের উদ্দেশে কিছু বাছাবাছা শব্দ প্রয়োগ করতে পারলে বেশ ভাল হত। কিন্তু বাছাবাছা শব্দের ব্যাপারটা তো আপনারা জানেনই। যখন ওগুলো সবচেয়ে বেশি দরকার তখন খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং আমি কোনও মন্তব্যই করতে পারলাম না। বরং শব্দ প্রয়োগের পরিবর্তে ওর পেটে একটা ঘুসি মেরে দৌড় দিলাম।

দুঃখের বিষয়, মালীর মালামাল সমৃদ্ধ অন্ধকার চালাঘরে গতিবেগ বাড়ানো যায় না। যতদূর মনে পড়ে, অন্তত আধ-ডজন জিনিসের সাথে আমার গুঁতো লেগেছিল। তবে যেটার সাথে ধাক্কা লাগায় আমি বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলাম সেটা ছিল একটা পানির ঝাড়ি। অস্ফুট একটা শব্দ করে আমি ধরাশায়ী হয়েছিলাম। যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম তখন দেখলাম যে আমাকে কটেজের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। চাফি আমার হাত ধরেছে আর সার্জেন্ট ভাউলস ধরে আছে পা-দুটো। এভাবেই আমরা সামনের দরজা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম। এটাকে ব্যাঙের কুচকাওয়াজ বলা যাবে না তবে অনেকটা সেইরকম তো বটেই!

আমি যে আমার দুরবস্থা সম্পর্কে ভাবছিলাম তা নয়। আমরা ততক্ষণে শোবার ঘরের দরজার কাছে পৌছে গেছি এবং আমি নিজেকে প্রশ্ন করছিলাম, চাফি যখন দরজা খুলে ভেতরের দৃশ্যটা দেখবে তখন অবস্থাটা কী দাঁড়াবে?

'চাফি,' আমি বললাম, 'ঘরের-ভেতরে যেও না।'

কিন্তু মাথা যখন পিছনের দিকে ঝুলতে থাকে এবং জিভটা উপরের দাঁতের সাথে আটকে থাকে তখন স্পষ্ট করে কোনও কথা বলা যায় না। আমার মুখ দিয়ে গোঙানি বেরিয়ে এল এবং চাফি সেটাকে পুরোপুরি ভুল বুঝল।

'জানি, জানি,' ও বলল, 'ঘাবড়িও না। এখুনি সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ওর আচরণ আমার কাছে আপত্তিকর মনে হলো; সেকথা আমি বলতামও। কিন্তু সেই মুহূর্তে বলতে গেলে, বিস্ময়ে আমি বাকহারা হয়ে গেলাম। আমার বাহকরা আমাকে বিছানার উপর নামিয়ে দিল এবং শরীরটা কম্বল ও বালিশের স্পর্শ লাভ করল। ময়ূরকণ্ঠী পাজামাপরা বালিকাটির কোনও চিহ্নই পাওয়া গেল না।

আমি ওখানে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম। চাফি মোমবাতিটা খুঁজে নিয়ে আলো জ্বালল। আমিও চারদিক জরিপ করার সুযোগ পেলাম।

পলিন স্টোকার একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। কিছুই ফেলে রেখে যায়নি। অদ্ভুত ব্যাপার!

চাফি ওর সহকারীকে বিদায় দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

'ধন্যবাদ, সার্জেন্ট, এখন আমিই সামলাতে পারব।'

'আপনি নিশ্চিত, মাই লর্ড?'

'হ্যাঁ, এখন সব ঠিক হয়ে যাবে। ও সবসময়ই এই অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে।'

'তা হলে আমি যাচ্ছি, মাই লর্ড। আমার ডেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, কেটে পড়। শুভরাত্রি।'

'শুভরাত্রি, মাই লর্ড।'

সার্জেন্ট একাই দুজন সার্জেন্টের মত আওয়াজ করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেল। আর চাফি ঘুমন্ত শিশুর ওপর মা যেমন ঝুঁকে পড়ে তেমনি করে আমার জুতো খুলতে লাগল।

'খোকাবাবু, চুপটি করে শুয়ে থাক তো লক্ষ্মী ছেলের মত। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ওর এই বাৎসল্যসুলভ আচরণে আমি আপত্তি করতে চেয়েছিলাম কিন্তু বুঝলাম যে তাতে কোনও লাভ হবে না। তবু কিছু একটা বলতে হবে বলে যখন যথার্থ শব্দ খুঁজছিলাম ঠিক সেই সময় শোবার ঘরের বাইরের ঝুলন্ত কাবার্ডটার দরজা খুলে গেল আর তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল পলিন স্টোকার। এমন নির্বিকারভাবে হেলতে দুলতে ও আসতে লাগল যে ও যেন এই দুনিয়ার কোনও কিছুরই ধার ধারে না। প্রকৃতপক্ষে, ওর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল যে ব্যাপারটা ও খুব উপভোগ করছে।

'দারুণ একটা রাত, দারুণ একটা রাত!' ফূর্তির সাথে বলল ও, 'বেশ ঝামেলায় পড়েছিলে, যা হোক। যারা বেরিয়ে গেল ওরা কারা বল তো?'

ঠিক সেই মুহূর্তে অকস্মাৎ চাফিকে দেখতে পেয়ে ওর হেঁচকি উঠল আর প্রেমের আলোয় চোখদুটো ঝলমল করতে লাগল– মনে হলো–কে যেন ভালবাসার সুইচ টিপে দিয়েছে।

'মার্মাডিউক,' ও অস্ফুটকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল এবং হাঁ করে চাফির দিকে তাকিয়ে রইল।

কিন্তু আসলে যা দেখবার তা দেখছিল আমার স্কুলজীবনের বন্ধুটিই। তাকিয়ে থাকা বলতে যা বোঝায় তা-ই করছিল ও। আমার জীবনে আমি তাকিয়ে থাকা অনেক দেখেছি। কিন্তু কেউই এই মুহূর্তে চাফির ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারবে না। ওর ভ্রু-দুটো আকাশের দিকে উঠে গেছে। চোয়াল ঝুলে পড়েছে এবং চোখদুটো কোটর থেকে এক থেকে দুই ইঞ্চি বাইরে চলে এসেছে। সে-ও বোধহয় কিছু বলতে চাইছিল কিন্তু তা প্রকাশ করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হলো। তার বদলে ওর কণ্ঠ থেকে চিঁচিঁ জাতীয় একধরনের আওয়াজ বেরোল যেমনটা অনেক সময় বেরোয় রেডিওর নব ঘোরানোর সময়।

পলিন ইতিমধ্যে ওর দানব-প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছে এমন একটা ভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে শুরু করল আর উস্টারের হৃদয় ওর জন্য করুণায় বিগলিত হয়ে গেল। আসলে বাইরের যে কেউই আমার মত বুঝতে পারবে যে ও পরিস্থিতিটা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেনি। চাফির মনটা আমি বইয়ের মত পড়তে পারছি। ওর এই মুহূর্তের আবেগ সম্পর্কে পলিন যে ধারণা করেছে তা একেবারেই ভুল। ওর গলা দিয়ে যে দুর্বোধ্য আওয়াজ বেরোচ্ছিল পলিন সেটাকে প্রেমের অভিব্যক্তি বলে মনে করলেও আসলে ওটা ছিল নিজের প্রেমিকাকে ময়ূরকণ্ঠী পাজামায় অন্যের ঘরে আকস্মিক দর্শনজনিত বিস্ময় আর কঠোর ভর্ৎসনার প্রকাশ।

কিন্তু বেচারি পলিন চাফিকে দেখে আনন্দে এতই বিভোর হয়ে পড়েছিল যে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ওকে দেখে চাফি যে ওর মতো খুশি হতে পারেনি তা ও মোটেও বুঝতে পারল না। চাফি দু-পা পিছিয়ে গিয়ে হাতদুটো ভাঁজ করে এমন কদাকার মুখভঙ্গি করল যেন ও মেয়েটির চোখে জ্বলন্ত শিক ঢুকিয়ে দিতে চাইছে। পলিনের মুখ থেকে আলো নিবে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠল বিস্ময় ও যন্ত্রণার ছাপ।

'মার্মাডিউক!'

www.BanglaBook.org

চাফি আবার বিশ্রী মুখভঙ্গি করল।

'তো,' বলল চাফি, কথা বেরোল ওর মুখ থেকে, অবশ্য যদি ওটাকে কথা বলা যায়।

'তুমি অমন করে তাকিয়ে আছ কেন? এভাবে তাকানোর মানে কী?' পলিন বলল।

আমি ভাবলাম এখন আমার মুখ খোলার সময় এসেছে। পলিন ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে আমি বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম এবং কেটে পড়ার কথা ভাবতে ভাবতে দরজার দিকে বারবার তাকাচ্ছিলাম। কিন্তু এই ধরনের সংকটকালে পালিয়ে যাওয়াটা উস্টারদের শোভা পায় না বলে এবং কিছুটা আমার পায়ে জুতো না থাকার কারণে আমাকে সেই অভিলাষ ত্যাগ করতে হয়েছিল। এখন আমি সময়োচিত বক্তব্য নিবেদন করলাম।

'চাফি, লক্ষ্মী ছেলে, এইসব মুহূর্তে তোমার যা দরকার, তা হলো সরল বিশ্বাস। কবি টেনিসন বলেছেন...'

'থাম! তোমার কোনও কথা শুনতে চাই না।' চাপি বলল।

'অবশ্যই,' আমি বললাম, 'কিন্তু এই ধরনের পরিস্থিতিতে ওটাই একমাত্র সমাধান। এ ছাড়া পরিত্রাণের কোনও উপায় নেই।'

পলিন কিছু বুঝতে পারছে বলে মনে হলো না।

'সরল বিশ্বাস! কী... ওহ্।' অকস্মাৎ থেমে গেল ও। ওর চেহারায় লালিমা।

'ওহ্,' আবার উচ্চারণ করল পলিন।

ওর গাল দুটো রক্তবর্ণ ধারণ করতে লাগল। কিন্তু এটা ভালবাসার রক্তরাগ নয়। ওর প্রথম 'ওহ্'টা ছিল নিজের পরনের পাজামার প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি নিক্ষেপজনিত অস্বস্তির ফল। দ্বিতীয় 'ওহ্'টা ছিল অন্যরকম। সেটা ছিল ভীমরুলের চেয়েও ক্ষিপ্ত এক স্ত্রীলোকের অন্তর নিংড়ানো আর্তনাদ।

এসব ব্যাপার তো আপনারা বোঝেনই। পলিনের মত একটা স্পর্শকাতর ও তেজী মেয়ে তার ভালবাসার মানুষের সাথে মিলিত হবার জন্যে ইয়ট থেকে লাফ দিয়েছে ঠাণ্ডা পানিতে, সাঁতার কেটেছে, অন্যের কটেজে এসে উঠেছে, অন্যের পাজামা ধার করে পরেছে। আর এত দুর্ভোগ পুইয়ে যখন যাত্রার অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছেছে, এবং যখন ভালবাসার মানুষটির কাছ থেকে মধুর হাসি আর নিচু গলায় প্রেমবিহ্বল বাণী আশা করছে তখন যদি তার বদলে তার কপালে ভ্রূকুটি জোটে, তার দিকে নিবদ্ধ হয় বাঁকানো ঠোঁটের ঘৃণা আর সংশয়পূর্ণ দৃষ্টি—এককথায় প্রত্যাখ্যান তা হলে তো ও মারাত্মকরকম বিচলিত হবেই।

'ওহ্।' তৃতীয়বারের মত উচ্চারণ করল পলিন এবং ওর দাঁত কিড়মিড় করার শব্দ শোনা গেল, 'তা হলে তুমি তা-ই মনে করেছ?'

চাফি অধৈর্যের সাথে নেতিবাচক ভঙ্গি করল। 'অবশ্যই তা মনে করিনি।'

'অবশ্যই করছ।'

'করছি না।'

'করছ।'

'আমি ওরকম কিছু ভাবছি না, আমি জানি যে বার্টি...'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'...তার আচরণে বরাবরই ছিল নির্ভুল।' আমি মন্তব্য করলাম।

'চালাঘরে আশ্রয় নিয়ে,' চাফি বলে চলল, 'সেটা কোনও ব্যাপার নয়। আসল ব্যাপার হলো, তুমি আমাকে বাগদান করেছ এবং বাগদানের জন্য তুমি উন্মাদ হয়ে উঠেছিলে বিকেলে এইরকম ভান করেছ। কিন্তু এখনও তুমি বার্টিকে এতটাই ভালবাস যে তুমি তার কাছ থেকে দূরে থাকতে পারনি। তুমি কী মনে কর যে নিউ ইয়র্কে ওর সাথে তোমার বাগদানের কথা আমি জানি না? আসলে জানি না, আমি অভিযোগ করছি না।' চাফি সংসারবিবাগী সন্ন্যাসীর মত ভাব করল। 'তোমার যাকে ইচ্ছে ভালবাসার অধিকার আছে।'

'হুম্, ধেড়ে খোকা!' আমি না বলে পারলাম না। 'জীভস এসব ব্যাপারে আমাকে মন খুলে কথা বলতে শিখিয়েছে।'

'তুমি চুপ করবে!'

'অবশ্যই, অবশ্যই।'

'আবার যদি নাক গলাতে আস...'

'দুঃখিত, দুঃখিত। আর কখনও হবে না।'

চাফি আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন কোনও ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে ও আমাকে আঘাত করতে চাইছে। আবার পলিনের দিকেও একইভাবে তাকাল ও।

'কিন্তু...' ও থামল, এবং প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে বলল, 'আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তোমার যন্ত্রণায় তা ভুলে গেছি।'

এতক্ষণে পলিন মাঠে নামল। ওর মুখটা তখনও লাল। আর চোখ দুটো তখনও আগুন ঝরাচ্ছে। আমার কোনও কল্পিত অপরাধের জন্য আগাথা খালা যখন আমাকে বকাঝকা করে তখন তার চোখ দুটোও অমন করে জ্বলতে থাকে। পলিনের চোখে-মুখে এখন আর প্রেমের দ্যুতি খেলা করছে না।

'বেশ, তা হলে আশা করি, আমি যা বলব তা তুমি শুনবে। আমার ধারণা, আমার মনের কথা শুনতে তোমার আপত্তি নেই।'

'কোনও আপত্তি নেই।'

'আমারও নেই।' আমি বললাম।

পলিন রাগে থরথর করে কাঁপছিল।

'প্রথম কথা হলো তোমাকে দেখলেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, সত্যি। দ্বিতীয়ত ইহলোকে বা পরলোকে তোমার সাথে আমার দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের ইচ্ছা নেই।'

'তা-ই?'

'হ্যাঁ, তা-ই। আমি তোমাকে ঘেন্না করি। তোমার সাথে আমার দেখা না হলেই আমি খুশি হতাম। আমার ধারণা তোমার ওই নোংরা বাড়িটায় যে শুওরগুলো আছে তুমি সেগুলোর চেয়েও ইতর।'

ব্যাপারটা আমাকে আগ্রহী করে তুলল।

'তুমি শুওর পোষ, জানতাম না তো, চাফি!'

'ব্ল্যাক বার্কসায়ার,' আনমনে বলল চাফি, 'তা হলে এটাই ইচ্ছে তোমার...!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'শুওর বেশ লাভজনক।'

'বেশ, তা হলে তা-ই।' চাফি বলল, 'তুমি যদি তা-ই মনে কর, তা হলে তা-ই হবে।'

'হ্যাঁ, তা-ই হবে।'

'আমার হেনরী চাচা।'

'বার্টি।' চাফি বলল।

'বল।'

'আমি তোমার হেনরী চাচার কথা শুনতে চাই না। তোমার হেনরী চাচার ব্যাপারে আমার কোনও আগ্রহ নেই। তোমার হতচ্ছাড়া হেনরী চাচার পা হড়কে গিয়ে যদি ঘাড় ভাঙে তা হলেও আমার দুঃখ হবে না।'

'অনেক দেরি হয়ে গেছে, খোকাবাবু। তিন বছর আগেই উনি মারা গেছেন। নিউমোনিয়ায়। আমি শুধু বলতে চাচ্ছিলাম যে উনিও শুওর পুষতেন। ভাল টাকা বানিয়েছিলেন শুওর বেচে।'

'তুমি থামবে?'

'তুমিও কি থামবে?' পলিন চাফিকে বলল, 'নাকি সারারাত এখানেই কাটিয়ে দেবে। বক্তৃতা থামিয়ে ভাগো এখন।'

'আমি যাচ্ছি।'

সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল চাফি।

'শেষ কথাটা...' আবেগকম্পিত কণ্ঠে চাফি বলতে যাচ্ছিল।

কিন্তু কথাটা শেষ করতে পারল না। ওর আঙুলের গাঁটে সিঁড়ির একটা ভাঙা শিকের খোঁচা লাগল। ব্যথায় ও লাফাতে লাগল তারপর ভারসাম্য হারিয়ে কয়লার বস্তার মত সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ল।

পলিন দৌড়ে সিঁড়ির প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল।

'ব্যথা পেয়েছ?'

'হ্যাঁ,' চাফি আর্তকণ্ঠে বলল।

'চমৎকার!'

ও কামরার মধ্যে ফিরে এল আর ওদিকে কটেজের সম্মুখের দরজাটা বিধ্বস্ত হৃদয়ের মত আর্তনাদ করে খুলে গেল।

আরেক আগন্তুক

আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। চাফি চলে যাবার পর উত্তেজনা কিছুটা থিতিয়ে এল। অতীতে ওকে আমি সবসময় চমৎকার সঙ্গী হিসেবে পেলেও সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে ও তেমন মধুর ব্যবহারের পরিচয় দেয়নি। ফলটা দাঁড়াল এই যে কিছুক্ষণের জন্য আমার নিজেকে সিংহের গুহায় আটক ডানিয়েলের মত মনে হলো।

পলিন কিছুটা হাঁফাচ্ছিল। ঠিক ফোঁসফোঁস করছিল বলা যায় না, তবে প্রায় তার কাছাকাছি তো বটেই। ওর চোখদুটো ধকধক করে জ্বলছিল। সাংঘাতিকভাবে বিচলিত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়েছিল মেয়েটা। ও ওর সাঁতারের পোশাকটা হাতে তুলে নিল।

'বাইরে যাও, বার্টি।' ও বলল।

আমি ভেবেছিলাম ওর সাথে এখন নিভৃতে দুদণ্ড কথাবার্তা বলব। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করব। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করব।

'কিন্তু শোন...'

'আমি বদলাব।'

'কী বদলাবে?'

'সাঁতারের পোশাক পরব।'

আমি ওর কথা বুঝতে পারলাম না।

'কেন?'

'কারণ আমি সাঁতার কাটতে যাচ্ছি।'

'তুমি নিশ্চয়ই ইয়টে ফিরে যাচ্ছ না?'

'ইয়টেই ফিরে যাচ্ছি।'

'কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে চাফি সম্পর্কে আলাপ করতে চাই।'

'আমি ওর নাম আর কখনও শুনতে চাই না।'

এটাই হচ্ছে ঠাণ্ডা মাথায় মধ্যস্থতা করার সময়।

'আরে রাখ তো!'

'কী?'

'আমি যখন বলি "রাখ তো"।' আমি ব্যাখ্যা করলাম, 'তখন আমি বলতে চাই যে এইসব ছোটখাট মান-অভিমানের জন্য তুমি নিশ্চয়ই বেচারা চাফিকে চিরতরে ত্যাগ করতে পার না।'

ও আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাল।

'কথাটা কি আবার বলবে—ছোটখাট কী যেন?'

'ছোটখাট মান-অভিমানের জন্যে?'

পলিন একটা ভারী নিঃশ্বাস ফেলল এবং এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো আমি যেন আবার সিংহের গর্তে ঢুকে পড়লাম।

'কথাগুলো আমি ভাল করে বুঝতে পেরেছি বলে মনে পড়ে না।

'আমি বলতে চাচ্ছি যে একটি ছেলে ও একটি মেয়ের মেজাজ খারাপ হয়েছে এবং দুজন দুজনকে এমন সব কথা শুনিয়েছে আসলে যা তারা কখনোই বলতে চায়নি।'

'ওহ্? বেশ, তা হলে তোমাকে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে আমি যা যা বলেছি তার প্রত্যেকটিই বোঝাতে চেয়েছি। আমি বলেছি যে আমি আর কোনওদিনই ওর সাথে কথা বলতে চাই না। আসলেই চাই না। আমি বলেছি আমি ওকে ঘেন্না করি। হ্যাঁ, আমি ওকে ঘেন্না করি। আমি ওকে শুওর বলেছি। ও সত্যি একটা শুওর।'

'তা চাফির এই শুওরের ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত! আমি জানতাম না যে ও শুওর পোষে।'

'এতে অবাক হওয়ার কী আছে? একই পালের তো!'

বুঝলাম, শুওর সম্পর্কে আর কিছু বলতে যাওয়া সমীচীন হবে না।

www.BanglaBook.org

'তুমি একটু বেশি কড়া কড়া কথা বলছ না?'

'তা-ই?'

'চাফির ব্যাপারে খুব বেশি কঠোর হয়ে উঠছ না?'

'তা-ই?'

'ওর আচরণ কি ক্ষমার অযোগ্য বলতে চাও?'

'অন্তত ক্ষমার যোগ্য নয়।'

'বেচারা মনে বড় চোট পেয়েছে। মানে এখানে তোমাকে দেখে।'

'বার্টি।'

'বল।'

'মাথায় কখনও চেয়ারের গুঁতো খেয়েছ?'

'না।'

'বেশ, শিগ্‌গির খাওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

বুঝলাম, খুব খেপে আছে ও।

'আরে, বাদ দাও তো!'

'কথাটার অর্থ কি "আরে রাখ"র মত?'

'না। আমি কেবল বোঝাতে চাচ্ছি যে দুটি প্রেমিক হৃদয় চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। ভারী দুঃখের ব্যাপার।'

'তা-ই?'

'তা তুমি যদি তা-ই ভাব, তা হলে তা-ই?'

'হ্যাঁ।'

'এখন আমরা সাঁতার সম্পর্কে আলাপ করতে চাই। আমার মতে এটা একেবারে বোকামি।'

'এখানে আর আমার থাকবার কোনও কারণ নেই, আছে?'

'না। কিন্তু এই মাঝরাতে সাঁতরানো... দেখবে পানি খুব ঠাণ্ডা।'

'আমি ওসব পরোয়া করি না।'

'কিন্তু জাহাজে উঠবে কেমন করে?'

'উঠতে পারব। নোঙর লাগিয়েছে যে সব দড়িদড়া দিয়ে সেগুলো বেয়ে আগেও করেছি। সুতরাং তুমি দয়া করে এখান থেকে যাও এবং আমাকে কাপড় বদলাতে দাও।'

আমি ল্যান্ডিং-এ গিয়ে দাঁড়ালাম। একটু পরেই ও সাঁতারের পোশাক পরে বেরিয়ে এল।

'আমাকে তোমার বিদায় দেবার দরকার হবে না।'

'তুমি যদি সত্যি চলে যাও তা হলে নিশ্চয়ই দিতে হবে।'

'বেশ, তা হলে দাও।'

সামনের দরজার বাইরে বাতাস আগের চেয়েও ঠাণ্ডা বলে মনে হলো। পোতাশ্রয়ের পানিতে নামার কথা ভাবতেই আমি কেঁপে উঠলাম। কিন্তু ওকে বিচলিত মনে হলো না। আর একটি শব্দও উচ্চারণ না করে ও অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আমি দোতলায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপনারা হয়তো ভাবছেন, গ্যারেজ আর চালাঘরের ঘটনার পর আমি বিছানায় যাবার সাথেসাথেই ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু না। ঘুমের জন্যে যতই চেষ্টা করতে লাগলাম ততই আমার মনটা ওই করুণ ঘটনার দিকে ধাবিত হতে লাগল। আমার মনটা চাফির জন্যে ব্যথায় ভরে উঠল। ব্যথিত হলাম পলিনের জন্যেও। দুজনের জন্যই কষ্ট হতে লাগল।

আপনারা ঘটনাগুলো একবার পর্যালোচনা করুন। পরস্পরের জন্য সৃষ্ট দুটি উষ্ণহৃদয়, বলতে পারেন, চিরায়ত সম্পর্ক, একেবারে অহেতুক পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। খুবই করুণ আর বিশ্রী ব্যাপার। আমি যতই ভাবলাম, ব্যাপারটাকে ততই অর্থহীন মনে হতে লাগল।

কিন্তু তবুও তা-ই ঘটেছে। উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়েছে। সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। ব্যাপারটা পুরোপুরি চুকেবুকে গেছে।

এমন সংকটকালে সহানুভূতিশীল দর্শকদের মাত্র একটি কাজই করার আছে এবং আমার মনে হলো, ঘুমোবার আগে সেই কাজটুকু না করাটা নিতান্তই পাগলামি হবে। সুতরাং আমি বিছানার চাদরের ভিতর থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে গেলাম।

কাবার্ডে হুইস্কির বোতল ছিল। সাইফন ছিল। গ্লাসও ছিল। মিশিয়ে নিয়ে বসলাম। এসব করতে গিয়ে টেবিলের উপর এক টুকরো কাগজ চোখে পড়ল।

ওটা পলিন স্টোকারের লেখা একটা চিঠি।

প্রিয় বার্টি,

ঠাণ্ডা সম্পর্কে তুমি ঠিকই বলেছিলে। আমি সাঁতার দিতে পারিনি। কিন্তু যেখানে নামতে হবে সেখানে একটা নৌকো আছে। ওটা বেয়ে আমি ইয়টে যাব তারপর ওটা ছেড়ে দেব। আমি তোমার ওভারকোটটা ধার নিতে এসেছিলাম। তোমাকে বিরক্ত করতে চাইনি, তাই পিছনের জানালা দিয়ে ঢুকেছি। মনে হচ্ছে, ওভারকোটটা হারাতে হবে তোমাকে। কেননা জাহাজে পৌঁছেই ওটা পানিতে ফেলে দেব। দুঃখিত।

পি.এস.

ভঙ্গিটা লক্ষ করেছেন? কাঠখোট্টা। কাটাকাটা। আহত হৃদয় আর ব্যথিত মনের অভিব্যক্তি। ওর জন্যে আগের চেয়েও বেশি দুঃখ হতে লাগল। তবে খুশি হলাম এই ভেবে যে ওর ঠাণ্ডা লাগবে না। কোটের জন্যে? শ্রাগ করে ব্যাপারটা বাতিল করে দিলাম। যদিও ওটা ছিল নতুন করে সিল্কের লাইনিং দেয়া।

চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে হুইস্কি নিয়ে বসলাম। উত্তেজনা প্রশমনে এই বস্তুটার জুড়ি নেই। মাত্র সিকি ঘণ্টার মধ্যে আমার এমন আরাম লাগতে লাগল যে আমি আবার ঘুমোবার কথা ভাবতে লাগলাম।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। ওপরে যাবার জন্যে সিঁড়িতে পা দেব ঠিক এ সময় এই রাতে দ্বিতীয়রাতের মত সামনের দরজায় করাঘাত শুনতে পেলাম।

আপনারা আমাকে খিটখিটে স্বভাবের মানুষ বলে মনে করেন কিনা জানি না। কিন্তু আমি নিজেকে তা মনে করি না। ড্রোনসে আমার সম্পর্কে খোঁজ নিন, ওরা সম্ভবত আপনাকে বলবে যে, জল-হাওয়া অনুকূল থাকলে সাধারণভাবে বার্ট্রাম উস্টার মধুর স্বভাবের মূর্ত প্রতীক। কিন্তু ব্যানজোলেলের ব্যাপারে জীভসকে আমি যেভাবে দূর

www.BanglaBook.org

করে দিতে বাধ্য হয়েছি আমি সেরকমও করতে জানি। ভ্রূ কুঁচকে এবং শীতল দৃষ্টি মেলে ধরে আমি শিকল খুললাম। সার্জেন্ট ভাউলসকে আচ্ছা করে শোনাব–কারণ আমি ভেবেছিলাম আগন্তুকটা নিশ্চয়ই সে-ই হবে–কিন্তু জীবনে আমি এভাবে চমকে উঠিনি কখনও।

'ভাউলস,' আমি বলতে যাচ্ছিলাম, 'যথেষ্ট হয়েছে। এই পুলিশী নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। এটা ভয়াবহ এবং অযৌক্তিক। আমি টাইমস পত্রিকায় কড়াভাষায় চিঠি লিখব।'

ভাউলসকে, এই কথাগুলো অথবা ওই ধরনেরই কিছু বলতাম। দুর্বলতা ও করুণাবশত বিরত হয়েছি তা নয়, বরং এই জন্যে বিরত হয়েছি যে লোকটা আদৌ ভাউলস নয়। লোকটা হচ্ছে জে ওয়াশবার্ন স্টোকার। উনি আমার দিকে প্রচণ্ড ক্রোধের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন অন্য সময় হলে যা আমাকে নিশ্চিতভাবে ঘাবড়ে দিত–দেয়নি এইজন্য যে আমি তখন কেবলমাত্র শক্তিদায়ক পানীয় গ্রহণ করেছি এবং তার মেয়ে যে নিরাপদে ফিরে গেছে সে খবরটা আমার জানা হয়ে গেছে।

আমি তাই শান্ত হয়ে রইলাম।

'হ্যাঁ?' আমি বললাম।

এমন শীতল ভঙ্গিতে আমি শব্দটা উচ্চারণ করলাম যে তাতে যে কোনও নিরীহ মানুষ বুলেটের আঘাত লাগার মত ছিটকে পড়ত। কিন্তু জে ওয়াশবার্ন স্টোকারের চোখের পাতাও নড়ল না। উনি আমাকে পাশ কাটিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং আমার ঘাড় চেপে ধরলেন।

'তা হলে, এখন!' উনি বললেন।

আমি শীতল ভঙ্গিতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম। তা করতে গিয়ে আমাকে আমার জ্যাকেটের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে হলো; কিন্তু আমি সামলে নিলাম।

'কী বলতে চাইছেন?'

'আমার মেয়ে কোথায়?'

'আপনার মেয়ে পলিন?'

'আমার একটাই মেয়ে আছে।'

'এবং সেই একমাত্র মেয়েটি কোথায় আছে আমাকে তা-ই শুধোচ্ছেন?'

'আমি জানি ও কোথায় আছে।'

'তা হলে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'ও এখানে আছে।'

'তা হলে জ্যাকেটটা ফেরত দিয়ে ওকে বেরিয়ে আসতে বলুন,' আমি বললাম।

আমি কখনোই কোনও মানুষকে দাঁতে দাঁত ঘষতে দেখিনি, তাই জে ওয়াশবার্ন স্টোকার ওই মুহূর্তে তা-ই করল কিনা আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারব না। যা একেবারে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি তা এই যে ওর গণ্ডদেশের পেশীগুলো বেরিয়ে এল আর চোয়াল এমনভাবে নড়তে শুরু করল যে দেখে মনে হলো উনি চুয়িং-গাম চিবোচ্ছেন। দৃশ্যটা তেমন মনোরম নয় কিন্তু এমন কড়া পানীয় পান করেছিলাম যে অবলীলায় আমি সেই দৃশ্য সহ্য করে গেলাম।

'ও এই বাড়িতে আছে।' উনি দাঁত কিড়মিড় করতে করতে বললেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এ-কথা কেন আপনার মনে হলো?'

'কেন মনে হলো, বলছি। আমি আধঘণ্টা আগে ওর স্টেটরুমে গিয়েছিলাম। ওটা ছিল শূন্য।'

'কিন্তু ও এখানে এসেছে এ-কথা কেন ভাবছেন?'

'কারণ আমি জানি যে ও তোমার প্রতি অনুরক্ত।'

'মোটেও না। ও আমাকে ওর ভাই বলে মনে করে।'

'আমি বাড়ির ভেতরে তল্লাশি চালাতে যাচ্ছি।'

'সোজা এগিয়ে যান।'

উনি দোতলার দিকে গেলেন আমি আমার আসনে গিয়ে বসলাম। আর এক গ্লাস পান করতে হবে। আমার ধারণা, বর্তমান পরিস্থিতিতে পুনরাবৃত্তি যুক্তিযুক্ত। আর তখনই আমার অতিথি যিনি সিংহের মত দোতলায় উঠেছিলেন, মেষশাবকের মত নেমে এলেন।

'তোমার কাছে আমার ক্ষমা চাইতে হবে, মি. উস্টার।'

'এসব কথা চিন্তায়ও ঠাঁই দেবেন না।'

'পলিনকে ওর কামরায় না দেখে আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে ওকে এখানে পাব।'

'ব্যাপারটা মন থেকে একেবারে বিদায় করে দিন। যে-কোনও লোকেরই এমন ভুল হতে পারে। দুই পক্ষেরই ভুল, আর কী! যাবার আগে আপনি কি কিছু পান করতে চান?'

আমার মনে হলো যে ওকে যতক্ষণ সম্ভব এখানে আটকে রাখতে পারলে পলিন জাহাজে পৌঁছুবার জন্যে পর্যাপ্ত সময় পাবে। কিন্তু ওকে প্ররোচিত করা গেল না। ওর মনটা এতই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে রয়েছে যে তা পানীয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবার নয়।

'ও গেল কোথায় তা-ই ভাবছি।' এমন কোমল কণ্ঠে এবং গভীর বেদনার সাথে উনি কথাগুলো বললেন যা শুনলে আপনারা একেবারে অবাক হয়ে যাবেন। ভাবটা এই যে, বর্ট্রাম হচ্ছে ওর পুরনো বন্ধু যার কাছে ছোটখাট সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। লোকটা একেবারেই মিইয়ে পড়েছে বলে মনে হলো। একটা শিশুও এখন ওকে নিয়ে খেলা করতে পারে।

আমি তাকে দু-একটা উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলবার চেষ্টা করলাম।

'আমার মনে হয়, ও সাঁতার কাটতে গেছে।'

'এত রাতে?'

'মেয়েরা অনেক অদ্ভুত কাণ্ড করে থাকে।'

'এবং ও সত্যিই অদ্ভুত মেয়ে। একটা উদাহরণ, তোমার প্রতি ওর দুর্বলতা।'

'মিস্ স্টোকার আমার প্রতি মোহগ্রস্ত দয়া করে মন থেকে এই ভ্রান্ত ধারণাটা দূর করে দিন তো!' আমি ওর কাছে আবেদন জানালাম, 'আমাকে দেখলেই ওর হাসি পায়।'

'বিকেলের ঘটনায় তো সেরকম মনে হলো না।'

'ওহ্, ওই ব্যাপারটা? ওটা ভাই-বোনের ব্যাপার। আর কখনও অমন হবে না।'

'না হলেই ভাল।' উনি বললেন, 'তা আমি আর তোমাকে আটকে রাখব না, মি. উস্টার। আমি তোমার কাছে আবার ক্ষমা চাইছি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি ঠিক ওর পিঠ চাপড়ে দিলাম না, তবে সেইরকম একটা ভঙ্গি করলাম।

'মোটেও না,' আমি বললাম, 'মোটেও না।'

এইরকম মধুর সম্পর্কের মধ্য দিয়ে আমরা বিদায় নিলাম। উনি বাগানের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে গেলেন আর আমি আরও কেউ সৌজন্য সাক্ষাতের উদ্দেশে আসতে পারে এই আশায় মিনিট দশেক অপেক্ষা করে গ্লাসটা শেষ হলেই বিছানার দিকে ধাবিত হলাম।

চাফনেল রেজিসের নৈশজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও আমার ঘুম ভাঙল বিছানার ভেতর থেকে কোনও মেয়ের আবির্ভাবে নয়, তার বাবার রোষকষায়িত লোচন দেখে নয় বা পুলিশ সার্জেন্টের করাঘাতে নয়, জানালার বাইরে পাখির কলকাকলিতে নতুন একটি দিনের ঘোষণায়।

তা নতুন দিন বলতে অবশ্য আমি বোঝাচ্ছি গ্রীষ্মকালের একটি সুন্দর দিনের সাড়ে দশটা। সূর্যের আলো জানালার ভেতর দিয়ে এসে আমাকে যেন শয্যাত্যাগের আহ্বান জানাচ্ছিল।

দ্রুত দাড়ি কামিয়ে ও গোসল সেরে আমি উৎফুল্লচিত্তে রান্নাঘরে ঢুকলাম।

ইয়ট মালিকের দুরভিসন্ধি

প্রাতঃরাশের পর যখন সামনের বাগানে ব্যানজোলেল বাজাচ্ছিলাম তখন আমার মনে হলো আমার কানে কানে কে যেন ফিসফিস করে বলছে, আজকের এই সকালে তোমার খোশমেজাজে থাকার কোনও অধিকার নেই। সারারাত ধরে সব অলক্ষুণে ঘটনা ঘটেছে। ট্র্যাজেডিতে ভারী হয়ে উঠেছে এই বাড়ির আকাশ-বাতস। মাত্র দশ ঘণ্টা আগে আমি যেসব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছি, আমি যদি ভাল মানুষ হই—যা আমি দাবি করে থাকি—তা হলে তা আমার জীবন থেকে সব সুখ ছিনিয়ে নিত। দুটি প্রেমপূর্ণ হৃদয়, যার মধ্যে একজন আমার স্কুলজীবনের ও অক্সফোর্ডের বন্ধু আমারই সামনে কলহে লিপ্ত হয়েছে এবং প্রচণ্ড ক্রোধে প্রেমিকার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে গেছে—এবং বর্তমান অবস্থায় তাদের সাক্ষাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। আর আমি কিনা এখন এখানে খোশমেজাজে ব্যানজোলেলে 'আই লিফট মাই সার্প ফিঙ্গার অ্যান্ড সে টুইট টুইট' বাজাচ্ছি?

খুব খারাপ। আমি 'বডি অ্যান্ড গোল' বাজাতে লাগলাম এবং আমার মনটা বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছুলাম, কিছু একটা করতে হবে, উদ্যোগ নিতে হবে, সমাধানের পথের সন্ধান করতে হবে।

কিন্তু পরিস্থিতি যে জটিল সে-কথা অস্বীকার করতেও পারছি না। সাধারণত আমার কোনও বন্ধু যদি কোনও মেয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে অথবা কোনও মেয়ে যদি আমার বন্ধুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তখন তারা দুজনই হয় একই পল্লীতে অথবা দুজন লন্ডনেই থাকে। তখন তাদের মধ্যে সাক্ষাতের এবং দুজনের মধ্যে ক্ষমাসুন্দর হাসিসহ হাত ধরাধরি করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা তেমন কঠিন হয় না। কিন্তু চাফি

www.BanglaBook.org

আর পলিন স্টোকারের অবস্থান বিবেচনা করুন। একজন রয়েছে ইয়র্টে, বলতে গেলে বন্দী অবস্থায়। অন্যজন রয়েছে স্থলে প্রায় তিনমাইল দূরে। কেউ যদি ওদের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে দিতে চায় তা হলে তাকে আমার চেয়েও কুশলী হতে হবে। অবশ্য এটা সত্যি যে গতরাতে স্টোকারের সঙ্গে আমার সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে কিন্তু তিনি তো আমাকে তাঁর ইয়র্টে আমন্ত্রণের কোনও আভাস দেননি।

নিদারুণ সমস্যা! ব্যাপারটা নিয়ে আমি গভীরভাবে ভাবছিলাম। এই সময় বাগানের ফটকে ক্লিক করে একটা শব্দ হলো এবং জীভসকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

'আহ্! জীভস' আমি বললাম।

আমার হাবভাব সম্ভবত ওর কাছে কিছুটা দূরত্ব রক্ষার অভিপ্রায় বলে মনে হলো এবং আমিও তা-ই চেয়েছিলাম। আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সম্পর্কে ও পলিনের কাছে যে অসংযত ও অবিবেচকের মত মন্তব্য করেছে তা আমাকে দারুণ মর্মাহত করেছে।

কিন্তু আমার শীতলভাবটা যদি বুঝেও থাকে তা হলেও ও সেটাকে পাত্তা না দিতে মনস্থ করল। ওর চেহারায় শান্ত ও নির্বিকার ভাব বজায় রইল।

'সুপ্রভাত, সার।'

'তুমি কি ইয়র্ট থেকে এলে?'

'হ্যাঁ, সার।'

'মিস্ স্টোকারকে দেখলে?'

'হ্যাঁ, সার। প্রাতরাশের টেবিলে উপস্থিত ছিলেন। ওঁকে দেখে আমি কিছুটা বিস্মিত হয়েছিলাম। আমার ধারণা হয়েছিল যে মাননীয় লর্ডের সাথে যোগাযোগ করাই ছিল ওঁর উদ্দেশ্য।'

আমি শুকনো হাসি হাসলাম।

'ওদের মধ্যে অবশ্যই যোগাযোগ হয়েছিল।

'সার?'

আমি ব্যানজোলেল রেখে দিয়ে ওর দিকে কটমট করে তাকালাম।

'তোমার জন্যেই গতরাতে বিদঘুটে ঝামেলা বেধেছিল।' আমি বললাম।

'সার?'

'শুধু "সার" বলে এ-যাত্রা তুমি নিষ্কৃতি পাবে না। কেন তুমি ওকে স্যাঁতরে তীরে আসার ব্যাপারে বাধা দাওনি?'

'ওঁর সিদ্ধান্তে বাধা দেয়ার সাধ্য আমার ছিল না, সার।'

'ও বলল তুমি কথায় ও হাবভাবে ওকে উৎসাহ যুগিয়েছ।'

'না, সার, আমি ওঁর উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছি মাত্র।'

'তুমি বলেছ যে আমি ওকে সানন্দে সাহায্য করব।'

'উনি আগেই ঠিক করেছিলেন যে আপনার বাসায় আশ্রয় নেবেন। আমি শুধু এটুকুই বলেছি যে আপনি সাধ্যমত ওকে সাহায্য করবেন।'

'ফলটা কি হয়েছিল জান—পুলিশ আমার পিছু নিয়েছিল।'

'সত্যি, সার?'

'যে বাড়ির মধ্যে স্ত্রীলোক রয়েছে স্বভাবতই আমি সেখানে ঘুমোতে পারি না।

www.BanglaBook.org

সুতরাং গ্যারেজে গিয়েছিলাম। সেখানে যাবার পর দশ মিনিট না পেরোতেই সার্জেন্ট ভাউলস গিয়ে উপস্থিত হলো।'

'ওর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি, সার।'

'ভাউলসের সঙ্গে ছিল কনস্টেবল ডবসন।'

'ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, সার। চমৎকার ছেলে। হলের পরিচারিকা মেরীর সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা আছে। লালচুলওয়ালা মেয়ে, সার।'

'পরিচারিকাদের চুলের রঙ সম্পর্কে কথা বলার প্রবণতা পরিহার কর, জীভস।' আমি শীতল কণ্ঠে বললাম, 'সেটা আসল ব্যাপার নয়। অতএব মূল বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ কর। আর তা হলো, বারবার পুলিশের তাড়া খেয়ে আমাকে সারাটা রাত প্রায় না ঘুমিয়েই কাটাতে হয়েছে।'

'শুনে খুব দুঃখ পেলাম, সার।'

'শেষ পর্যন্ত চাফি এসে পৌঁছেছিল। ঘটনাটাকে পুরোপুরি ভুল বুঝে ও আমাকে জোর করে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। ও যখন এসব নিয়ে ব্যস্ত ছিল তখন আমার ময়ূরকণ্ঠী পাজামা পরে মিস স্টোকার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলো।'

'খুবই গোলমেলে ব্যাপার, সার।'

'খুবই গোলমেলে ব্যাপার। ওদের মধ্যে তখন বিশ্রী ঝগড়া শুরু হলো।'

'সত্যি, সার?'

'চোখ দিয়ে আগুন ঝরল। চড়া গলায় চেঁচামেচি হলো। শেষ পর্যন্ত চাফি সিঁড়ি বেয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ল এবং প্রচণ্ড ক্ষোভের সাথে অন্ধকারে বেরিয়ে গেল। এখন আসল কথা হলো এ-ব্যাপারে কী করা যায়?'

'এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য গভীর চিন্তাভাবনা প্রয়োজন সার।'

'তার মানে, এখনও তুমি কোনও পথ বের করতে পারনি?'

'কী ঘটেছিল তা তো এইমাত্র শুনলাম, সার।'

'তা ঠিক। কথাটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আজ সকালে কি মিস স্টোকারের সঙ্গে তোমার কোনও কথাবার্তা হয়েছে?'

'না, সার।'

'হলে গিয়ে চাফিকে বোঝাবার কোনও দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না। ব্যাপারটা আমি বেশ ভাল করে চিন্তাভাবনা করে দেখেছি, জীভস। এবং আমার কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে বোঝাতে হবে মিস স্টোকারকেই, যুক্তিজাল বিস্তার করে—অর্থাৎ তোষামোদ করে। গতরাতে চাফি ওঁর সূক্ষ্ম অনুভূতিতে মারাত্মকভাবে আঘাত করেছে এবং তাকে শান্ত করতে হলে ধৈর্য ধরে এগোতে হবে। সেই তুলনায় চাফির সমস্যাটা একেবারেই সরল। ওইরকম নিখুঁত গাড়লের মত ব্যবহার করার জন্য ও যদি এখন নিজেই নিজেকে লাথি মারে তা হলেও আমি বিস্মিত হব না। একদিন ঠাণ্ডামাথায় একটু চিন্তা করলেই ও বুঝতে পারবে যে ও মেয়েটার উপর অন্যায় করেছে। চাফিকে বোঝাতে যাওয়াটা হবে স্রেফ সময়ের অপচয়। তুমি সোজা হয়টে ফিরে গিয়ে ওদিকে কী করতে পার দ্যাখ।'

'মাননীয় লর্ডের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমি তাঁরে আসিনি, সার। আমি আবারও আপনাকে জানাতে চাই যে, এইমাত্র আপনি আমাকে অবহিত করার পূর্ব পর্যন্ত

www.BanglaBook.org

জানতাম না যে, ওদের দুজনের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। আমার এখানে আসবার উদ্দেশ্য হলো আপনার কাছে মি. স্টোকারের একটা চিঠি পৌঁছে দেয়া।'

আমি ধাঁধায় পড়ে গেলাম।

'চিঠি?'

'এই যে, সার।'

আমি চিঠিটা খুললাম, তখনও বিভ্রান্তি দূর হয়নি। কখন যে তা দুর হলো তা-ও বলতে পারব না।

'তাজ্জবের ব্যাপার!'

'সার?'

'এটা নিমন্ত্রণপত্র।'

'সত্যি, সার?'

'পুরোপুরি। আমাকে ডিনারে যোগ দিতে বলা হয়েছে। মি. স্টোকার লিখেছেন "প্রিয় মি. উস্টার, তুমি আজ রাতে আমার সাথে খানাপিনা করো তা হলে আমি বাধিত হব। আনুষ্ঠানিক পোশাকের দরকার নেই।" এটাই হলো মোদ্দাকথা, জীভস।'

'অবশ্যই অভাবিতপূর্ব, সার!'

'তোমাকে বলতে ভুলে গেছি যে আমার গতরাতের অতিথিদের মধ্যে এই স্টোকারও ছিলেন। দুপদাপ করে এসে সগর্জনে বললেন যে ওঁর মেয়ে এখানেই আছে; তারপর পুরো বাড়িটা খুঁজে দেখলেন।'

'সত্যি, সার?'

'অবশ্য মেয়েকে পেলেন না; কারণ সে তখন ইয়টের দিকে রওনা দিয়েছে। মনে হচ্ছিল উনি যে নিজেকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করেছেন তা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। সত্যি বলতে কী, যাবার সময় উনি আমার সাথে ভদ্র ব্যবহারই করেছেন—যদিও উনি তা করতে জানেন বলে আগে আমার কখনও মনে হয়নি। কিন্তু সেটাই কী এই আকস্মিক আতিথেয়তার কারণ? আমার তা মনে হয় না। তাঁর গতরাতের আচরণে ক্ষমাপ্রার্থনার ভাব থাকলেও গভীর বন্ধুত্ব গড়ে তোলবার কোনও আভাস ছিল না।'

'আমার মনে হচ্ছে আজ সকালে ওঁর সাথে আমার যে বাক্যালাপ হয়েছে সেটা এই আমন্ত্রণের কারণ হতে পারে, সার।'

'আহ্! তা হলে তুমিই ওর বার্ট্রামপন্থী মনোভাবের কারণ, তা-ই না?'

'প্রাতঃরাশের একটু পরেই, সার, মি. স্টোকার আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং আমি কখনও আপনার কাছে চাকরি করেছি কিনা জানতে চাইলেন। উনি বললেন যে ওঁর মনে হচ্ছে উনি আমাকে আপনার নিউ ইয়র্কের ফ্ল্যাটে দেখেছেন। আমি ইতিবাচক উত্তর দেয়ায় উনি অতীতের কয়েকটি ঘটনা সম্পর্কে আমার সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদে প্রবৃত্ত হলেন।'

'শোবার ঘরে বেড়াল পোষার ঘটনা?'

'এবং গরম পানির বোতল নিক্ষেপের ঘটনা।'

'এবং হ্যাট চুরির ঘটনা।'

'এবং আপনার পাইপ বেয়ে নামবার... সার।'

'এবং তুমি বললে যে...?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি ওঁকে বুঝিয়ে বললাম যে, সার রডারিক গ্লসপ এসব ঘটনা সম্পর্কে একপেশে ধারণা পোষণ করেন। তারপর, সার, আসল ঘটনার বিবরণ দিলাম।'

'এবং উনি...?'

'–বেশ খুশি হলেন বলেই মনে হলো। মনে হলো উনি ভাবছেন যে উনি আপনাকে ভুল বুঝেছিলেন। বললেন যে, সার রডারিকের–যাকে তিনি কীসের যেন নির্বোধপুত্র বলে অভিহিত করলেন যা এখন আমার মনে পড়ছে না–দেয়া তথ্য বিশ্বাস করা তার উচিত হয়নি। আমার ধারণা, ওই আলাপের কিছুক্ষণ পরেই উনি আপনাকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি লিখেছেন, সার।'

'ধন্যবাদ, জীভস।'

'ধন্যবাদ দেয়ার দরকার নেই, সার।'

'তুমি ভাল কাজ করেছ। একদিক দিয়ে বলতে গেলে, অবশ্য, মি. স্টোকার আমাকে পাগল ঠাওরাল কি ঠাওরাল না, তাতে আমার কিছু এসে যায় না, কারণ যার রক্ত-সম্পর্কের আত্মীয় হাতের উপর ভর দিয়ে হাঁটত অন্য লোক সম্পর্কে তার এ ধরনের মতামত দেয়ার অধিকার নেই।'

'অনধিকার চর্চা, সার।'

'অবশ্যই। সুতরাং আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সম্পর্কে বুড়োটা কী বলল না বলল তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। শ্রাগ করে ওসব উড়িয়ে দেয়া যায়। কিন্তু সেসব বাদ দিয়েও ওর এই মতিগতির পরিবর্তনকে আমি স্বাগত জানাই। ঠিক সময়েই এটা ঘটেছে। আমি এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করব। এটাকে আমি একটা...'

'সম্মানজনক বলে মনে করেন, সার?'

'আমি বলতে চাচ্ছিলাম সন্ধিস্থাপন।'

'অথবা সন্ধিস্থাপন। দুটো শব্দ কার্যত সমার্থক। তবে সম্মানজনক শব্দটাই বর্তমান পরিস্থিতিতে বেশি প্রযোজ্য। কারণ এতে ওর একটা অনুশোচনার ভাব আছে। প্রতিকারেরও একটা বাসনা আছে। তবে আপনি যদি সন্ধিস্থাপন শব্দটা পছন্দ করেন তা হলে অবশ্যই তা ওটা প্রয়োগ করতে পারেন, সার।'

'ধন্যবাদ, জীভস।'

'ধন্যবাদ, নিষ্প্রয়োজন, সার।'

'আমার ধারণা, আমি যা বলতে যাচ্ছিলাম তা আমাকে একদম ভুলিয়ে দিয়েছ।'

'মাফ করবেন, সার। আমার বাধা দেয়া উচিত হয়নি। মনে হয়, আপনি বলছিলেন আপনি মি. স্টোকারের নিমন্ত্রণ গ্রহণের অভিলাষ পোষণ করেছেন।'

'ওহ্, হ্যাঁ, তা হলে ওটা সন্ধিস্থাপনই হোক অথবা শ্রদ্ধাপ্রদর্শনই হোক তাতে কিচ্ছু এসে যায় না, জীভস...'

'সার?'

'নিমন্ত্রণটা কেন গ্রহণ করতে চাই তা তোমাকে বলব? তা হলে আমি মিস স্টোকারের সঙ্গে দেখা করে চাফির পক্ষে ওকালতি করতে পারব।'

'বুঝতে পারছি, সার।'

'কাজটা খুব সহজ হবে না অবশ্য। কোন পথে এগোব সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমাকে যদি পরামর্শ দেবার অনুমতি দেন, সার, তা হলে আমি বলব যে মাননীয় লর্ডের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে এ-কথা বলাই হবে মিস স্টোকারের কাছ থেকে সাড়া আদায়ের মোক্ষম উপায়।'

'ও জানে যে চাফির স্বাস্থ্য একেবারে নিটোল।'

'ওর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর থেকে মাননীয় লর্ড যে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছেন তার ফলেই ওর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে।'

'বুঝতে পারছি। উন্মাদের দশা তো!'

'মোটামুটি সেরকমই, সার।'

'নিজেকে ধ্বংস করার কথা ভাবছে?'

'ঠিক তা-ই, সার।'

'তাতে ওর কোমল হৃদয়ে আঘাত লাগবে, তা-ই মনে কর?'

'সম্ভাবনা খুব বেশি, সার।'

'তা হলে ওই কৌশলই প্রয়োগ করব। চিঠিতে বলা হয়েছে ডিনার সাতটায়। একটু তাড়াতাড়ি হয়ে গেল না?'

'আমার ধারণা মাস্টার ডোয়াইটের সুবিধার দিকে লক্ষ রেখে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে, সার। এটা হচ্ছে সেই জন্মদিনের উৎসব যার কথা আমি গতকাল আপনাকে বলেছিলাম।'

'অবশ্যই বলেছ। সঙ্গে থাকবে নিগ্রো চারণদলের বাদ্য। ওরা আসছে নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, সার। ওরা উপস্থিত থাকবে।'

'যে লোক ব্যানজো বাজায় তার সাথে দু-একটা কথা বলবার সুযোগ পাওয়া যাবে কিনা তা-ই ভাবছি। ওদের বাজনার এমন কতকগুলো দিক আছে যা আমি আলোচনা করতে চাই।'

'সে ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে করা যাবে, সার।'

জীভস কিছুটা সঙ্কোচের সাথে কথা বলছিল বলে মনে হলো। বুঝতে পারলাম, ও ভাবছে আলোচনটা বিব্রতকর পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যেতে পারে। পুরনো ক্ষতে নতুন করে খোঁচা লাগতে পারে। অবশ্য আমি বরাবরই দেখেছি যে এসব ক্ষেত্রে খোলাখুলি কথাবার্তা বলাই ভাল।

'ব্যানজোলেল বাজানো আমার অনেকদূর এগিয়েছে, জীভস।'

'তাই নাকি, সার?'

'তুমি কি চাও যে আমি "হোয়াট ইজ দিস থিং লাভ" বাজাই?'

'না, সার।'

'যন্ত্রটার ব্যাপারে তোমার মনোভাব বদলায়নি?'

'না, সার।'

'খুবই দুঃখের বিষয়, এ ব্যাপারে আমাদের মতৈক্য হলো না।"

'না, সার।'

'কিন্তু উপায় নেই।'

'না, সার।'

'দুঃখজনক যদিও।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'খুবই দুঃখজনক, সার।'
'বেশ, তা বুড়ো স্টোকারকে বোলো যে ঠিক সাতটায় আমি পৌঁছুব।'
'ঠিক আছে, সার।'
'নাকি কোন সৌজন্যমূলক চিঠি লিখে দেব?'
'না, সার, আমাকে মৌখিক উত্তর নিতে বলা হয়েছে।'
'তা হলে তা-ই হোক।'
'খুব ভাল, সার।'

কাঁটায় কাঁটায় সাতটার সময় আমি প্রমোদতরীতে উঠলাম এবং একজন ভৃত্যের হাতে টুপি ও হাল্কা ওভারকোটটা তুলে দিলাম। আমার মনের মধ্যে মিশ্র অনুভূতি হচ্ছিল কারণ আবেগগুলো পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল। একদিকে চাফনেল রেজিসের জলবায়ু আমার ক্ষুধা বাড়িয়ে দিয়েছিল আর নিউ ইয়র্কের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি যে জে ওয়াশবার্ন স্টোকার তাঁর অতিথিদের জন্য সুস্বাদু খাদ্যের আয়োজন করে থাকেন। অন্যদিকে ওর সান্নিধ্যে আমি কখনোই স্বস্তি পাই না। আর এই মুহূর্তে ওঁর সাহচর্য আমার মোটেও কাম্য নয়।

আমার অভিজ্ঞতায় আমি দু-ধরনের প্রবীণ আমেরিকান দেখেছি। এক ধরনের হলো শক্তসমর্থ, শিং-এর ফ্রেমের চশমাপরা সৌজন্যের মূর্ত প্রতীক। তারা এমনভাবে আপনাকে বরণ করবে যেন আপনি ওদের খুব আদরের ধন। আপনি কোথায় আছেন তা টের পাবার আগেই ওরা ককটেল তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, সহাস্যে আপনার হাতে গ্লাস ধরিয়ে দেবে, পিঠে চাপড় দেবে, প্যাট আর মাইক নামের দুজন আইরিশ সম্পর্কে মজার মজার চুটকি শোনাবে। এককথায় আপনার জীবনকে আনন্দময় করে তুলবে। আর অন্যেরা, বলতে গেলে শীতল, কঠোর চাহনি, চৌকোনা চোয়াল। সবাইকেই দেখে সন্দেহের দৃষ্টিতে। ওদের চোখের দিকে তাকালেই আপনার মনে হবে আপনি কাঁচা গলদা চিংড়ি চিবোচ্ছেন।

জে ওয়াশবার্ন স্টোকার এই শেষোক্ত প্রজাতির স্থায়ী সহসভাপতি। সুতরাং আজ রাতে যখন তাকে খানিকটা নরম মনে হলো তখন আমি কিছুটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম! খুব একটা হাসিখুশি নয় অবশ্য, তবে তার কাছাকাছি বলা যায়।

করমর্দনের পর উনি বললেন, 'মি. উস্টার নিভৃত পারিবারিক ডিনারে তোমার আপত্তি নেই আশা করি?'

'মোটেও না। জিজ্ঞেস করায় বরং খুশিই হলাম।' সৌজন্যে বিগলিত না হয়েই বললাম।

'কেবল তুমি, ডোয়াইট আর আমি নিজে। আমার মেয়েটা শুয়ে আছে। ওর মাথা ধরেছে।'

এটা ছিল মারাত্মক আঘাতের সামিল। আমার এখানে আসাটাই বোধহয় মাঠে মারা গেল।

'ওহ্।' আমি বললাম।

দুচোখে মৎস্য-সুলভ চাউনি মেলে ধরে আমার মনোভাব আঁচ করার চেষ্টা করে স্টোকার বললেন, 'গতরাতের অভিযানের পর ও খানিকটা মুষড়ে পড়েছে।'

ধারণা হলো পলিনকে রাতের খাবার না খাইয়েই শুতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুড়ো উদারহৃদয় আধুনিক পিতা নন। আগেও বারবার লক্ষ্য করেছি ওঁর মধ্যে অতীতকালের পিতৃসুলভ কঠোর মনোভাব বর্তমান। পরিবারকে বজ্রমুষ্টিতে শাসন করার নীতিতে বিশ্বাসী অভিভাবকদের একজন।

'তা হলে আপনি... ইয়ে, পলিন... ইয়ে...?'

'ঠিকই ধরেছ তুমি, মি. উস্টার। ও সাঁতার কাটতে গেছে।'

আমি আর কিছু ভাবতে পারলাম না। ওই মুহূর্তে স্টুয়ার্ডজাতীয় একজন এসে ডিনার দেয়া হয়েছে বলে জানাল। সুতরাং আমরা এগিয়ে গেলাম। আমি অবশ্যই বলব যে, যে ঘটনার জন্য হলের বাসিন্দারা ডিনারে অনুপস্থিত রয়েছে খেতে বসে আমি বারবার তার জন্য দুঃখবোধ করেছি। অবশ্য বর্তমান পরিবেশে চরম অস্বস্তিদায়ক এমন কিছু ছিল যার ফলে আমার মুখের মধ্যে খাবারগুলোকে ছাই-এর মত লাগছিল। অধিকাংশ সময় বুড়ো স্টোকার গভীর নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন। মনে হচ্ছিল যে ওঁর মনে কোনও গোপন অভিসন্ধি আছে। কথাবার্তা যেটুকু বলেছিলেন মনে হচ্ছিল ঠিক ঠোঁটের কোণ দিয়ে না হলেও তার কাছাকাছি কোনও জায়গা দিয়ে উচ্চারণ করছেন।

কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেও আমি তেমন জুত করতে পারিনি। তবে ডোয়াইট ছেলেটা টেবিল ত্যাগ করার পর আমরা সিগার ধরালাম এবং তখন আমি এমন একটা বিষয়ের অবতারণা করলাম যাতে উনি আগ্রহী ও উদ্দীপিত হয়ে উঠলেন।

'চমৎকার, আপনার এই ইয়ট, মি. স্টোকার।' আমি বললাম।

এই প্রথম তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'ততটা ভাল নয়।'

'আমি ইয়টে খুব বেশি চড়িনি। আগে মাত্র একবার এতবড় জাহাজে উঠেছিলাম।'

উনি সিগারে টান দিলেন। আমার দিকে একবার তাকালেন তারপর ধোঁয়া ছাড়লেন।

'বড় ইয়ট রাখার অনেক সুবিধা।' বললেন।

'তা বটে।'

'বন্ধুদের রাখবার অনেক জায়গা মেলে।'

'অনেক।'

'আর ওরা এখানে এলে স্থলভাগের মত সহজেই ইচ্ছেমত চলে যেতে পারে না।'

হয়তো আমার ভুল হতে পারে তবু মনে হয় স্টোকারের মত লোকদের অতিথি নিয়ে অসুবিধায় পড়াটা বিচিত্র নয়। হয়তো অতীতে অতিথিদের নিয়ে তাঁর দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হয়েছে। হয়তো তাঁর অজ্ঞাতে বিদায় নিয়ে চলে গেছে কোনও অতিথি।

'জাহাজটা কি ঘুরেফিরে দেখতে ইচ্ছে করছে?'

'উত্তম প্রস্তাব।' আমি বললাম।

'খুশি হয়েই দেখাব। আমরা এখন আছি প্রধান সেলুনে।'

'তা-ই?'

'আমি তোমাকে স্টেটরুমগুলো দেখাব।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উনি উঠে দাঁড়ালেন এবং প্যাসেজ ধরে এগোতে এগোতে আমরা একটা দরজার সামনে পৌঁছুলাম। উনি দরজাটা খুলে আলো জ্বেলে দিলেন।

'এটা হচ্ছে বড় অতিথি কক্ষগুলোর একটা।'

'খুব সুন্দর!'

'ভেতরে গিয়ে ঘুরেফিরে দ্যাখো।'

চৌকাঠ থেকে যা দেখছিলাম ভেতরে গিয়ে তার চেয়ে বেশি কিছু দেখবার ছিল না। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সৌজন্য রক্ষা করতে হয়। সুতরাং ভেতরে ঢুকে বিছানাটা একবার স্পর্শ করলাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। আমি ঘুরে দেখি বুড়ো অদৃশ্য হয়ে গেছে।

পাগলামি ছাড়া আর কী—এটাই ছিল আমার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। বস্তুতপক্ষে পরিষ্কার পাগলামি। দরজাটায় তালা পড়ল।

'এই!' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

কোনও উত্তর পাওয়া গেল না।

'এই! মি. স্টোকার।' আমি বললাম।

কেবল নিস্তব্ধতা, অন্তহীন নিস্তব্ধতা।

আমি বিছানার উপর বসে পড়লাম। মনে হলো, পরিস্থিতিটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন।

কালিমা লেপন কর, জীভস!

অবস্থাটা আমার পছন্দ হয়েছে একথা বলা যাবে না। পরিস্থিতিটা তো অনুধাবন করতে পারছিলামই না তা ছাড়া আমি খুবই অস্বস্তিবোধ করছিলাম। আপনারা 'মুখোশপরা সাতজন' নামের বইটা পড়েছেন কিনা জানি না। এটা হচ্ছে ভল্লাশি চালানো জাতীয় বই। তাতে ড্রেক্সডেল ইয়েটস্ নামে একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ ছিল। এক রাতে সে একটা সেলারে ক্লু'র সন্ধানে ঢুকে পড়েছিল। কয়েকটির খোঁজ পেয়েছে কি পায়নি এমন সময় একটা ধাতব শব্দ হলো আর সেলারের ট্র্যাপডোর বন্ধ হয়ে গেল। অন্যপাশে কে যেন অত্যন্ত কুৎসিতভাবে হেসে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে তার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমারও তাই হলো। পার্থক্য এটুকুই স্টোকার যদি কুৎসিত হাসি হেসে থাকেন তা হলে তা আমার কানে পৌঁছোয়নি। আমার মনে হলো আমার অবস্থা অনেকটা ড্রেক্সডেলের মতই। আমি মারাত্মক বিপদের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে উঠলাম।

অবশ্য, এই ধরনের ঘটনা যদি আমি এখন যে পল্লীনিবাসে বসবাস করছি সেখানে ঘটত, আর তালাটা যে লাগিয়েছে সে যদি আমার বন্ধু হত তা হলে অনায়াসে তার একটা ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যেত। ব্যাপারটা খুসি মশকরা বলে ধরে নেয়া যেত। এটা নিয়ে প্রাণখুলে হাসা যেত। আমার বন্ধুদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা নতুন ধরনের মজা করার জন্যে কাউকে ঘরের মধ্যে তালাচাবি লাগিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু

www.BanglaBook.org

এই ঘটনাটির আমি কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না। স্টোকার বুড়োর মধ্যে ওসব মজা করার সখ-টখ নেই। ওই মাছের মত চোখওয়ালা লোকটা সম্পর্কে আপনাদের যা-ই ধারণা হোক তাকে কৌতুকপ্রিয় লোক বলা যাবে না। স্টোকার যদি তার কোনও অতিথিকে হিমাগারে রাখে তা হলে তার পেছনে নিশ্চয়ই দুরভিসন্ধি আছে।

তাই বিছানার প্রান্তে বসে সিগারেট টানতে টানতে আমি যদি বিমর্ষ হয়ে বসে থাকি তা হলে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। ঠিক এই মুহূর্তে স্টোকারের চাচাতো ভাই জর্জের কথা মনে পড়ে গেল। পাগল—কোনও সন্দেহ নেই। সেই পাগলামি পরিবারে সংক্রমিত হয়নি তা কে বলতে পারে? আর যে স্টোকার অতিথিকে স্টেটরুমে বন্দী করে রাখতে পারে সেই স্টোকারের পক্ষে জান্তব দৃষ্টি মেলে মাংস কাটার ছুরি নিয়ে ফিরে আসা মোটেও অসম্ভব কিছু নয়। দুটো কাজের মধ্যে পার্থক্য খুব অল্পই।

সুতরাং দরজাটা যখন ক্লিক করে খুলে গেল এবং সেখানে যখন আমার মেজবানকে দেখা গেল, তখন, স্বীকার করছি, আমি ভয়ে সিঁটিয়ে গেলাম এবং মনে মনে চরম পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হলাম।

স্টোকারের ভাবভঙ্গি অবশ্য বিপজ্জনক মনে হলো না। অসন্তুষ্ট চেহারা বটে তবে মনুষ্যবেশী শয়তানের মত নয়। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ কিন্তু মুখে বেদনা নেই। এবং এখনও উনি সিগার টানছেন, যা আমার কাছে শুভলক্ষণ বলে মনে হলো। আমি কখনও নররক্ত পিপাসু উন্মাদদের দেখিনি বটে তবে আমার ধারণা, কাউকে কোতল করার সময় তারা সিগার টানে না।

'তা বেশ, মি. উস্টার।'

কেউ যদি আমাকে 'তা বেশ' বলে তা হলে কী উত্তর দিতে হয় তা আমি আগেও জানতাম না এখনও জানি না।

'তোমাকে আকস্মিকভাবে ফেলে যাওয়ার জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।' স্টোকার বললেন, 'কিন্তু আমাকে কনসার্ট শুরু করে দিতে যেতে হয়েছিল।'

'আমিও কনসার্ট শুনতে যাব ভাবছি।'

'দুঃখিত, কারণ তোমার ওটা শোনার সুযোগ হবে না।'

উনি আমার দিকে পিটপিট করে তাকালেন, 'একটা সময় ছিল, তখন আমার বয়স কম ছিল। সেসময় হলে আমি তোমার ঘাড় ভেঙে ফেলতাম।'

আলোচনার এই ধারাটা আমার পছন্দ হলো না। আসলে কেউ যদি নিজেকে যুবক বলে ভাবে তা হলেই সে যুবক। আমার এক ছিয়াত্তর বছর বয়সী মামা ছিলেন। মদের নেশা হলেই তিনি গাছে চড়তেন।

'দেখুন,' আমি ভদ্রভাবেই বললাম তবে তাতে কিছুটা অপ্রসন্নভাব ছোঁয়া ছিল, 'আমি জানি আমি আপনার সময়ের অপচয় করছি কিন্তু এসবের মানেটা কি বলতে পারেন?'

'তুমি জান না?'

'বিলকুল না।'

'আন্দাজ করতে পার না?'

'বিন্দুমাত্র না।'

'তা হলে তোমাকে গোড়া থেকেই বলা উচিত। গতরাতে তোমার ডেরায় আমার

www.BanglaBook.org

যাওয়ার কথা তোমার বোধহয় মনে আছে?'

আমি বললাম যে আমি ভুলে যাইনি।

'আমি' ভেবেছিলাম আমার মেয়ে তোমার কটেজে আছে। সেখানে ওকে খুঁজলাম। পেলাম না।'

আমি উদারতার সাথে হাত নাড়লাম।

'আমরা সবাই ভুল করি।'

উনি মাথা নাড়লেন।

'হ্যাঁ। আমি বেরিয়ে গেলাম। তারপর কি ঘটেছিল জান তুমি, মি. উস্টার? আমি যখন তোমার বাগানের গেট দিয়ে বেরিয়ে আসছিলাম তখন তোমাদের স্থানীয় পুলিশ সার্জেন্ট আমাকে ঠেকাল। মনে হলো ও কী সব সন্দেহ করেছে।'

আমি সহানুভূতিসূচক মাথা নাড়লাম।

'ভাউলসের ব্যাপারে কিছু একটা করতে হবে।' আমি বললাম, 'লোকটা একটা যাচ্ছেতাই। আমার বিশ্বাস আপনি ওকে আচ্ছা করে কড়কে দিয়েছিলেন।'

'মোটেও না। আমার ধারণা ও কেবল ওর দায়িত্ব পালন করছিল। আমি বললাম আমি কে এবং কোথায় থাকি। আমি ইয়ট থেকে এসেছি শুনে ও আমাকে ওর সাথে থানায় যেতে বলল।'

আমি চোখ কপালে তুললাম।

'কী ভয়ঙ্কর! ও আপনাকে ধরে নিয়ে গেল?'

'না। ও আমাকে গ্রেফতার করেনি। ও আমাকে ওর হেফাজতে রাখা একজনকে সনাক্ত করতে অনুরোধ করল।'

'একই কথা হলো। এসব কাজের জন্য ও আপনাকে বিরক্ত করবে কেন? তা ছাড়া আপনিই বা কেমন করে কাউকে সনাক্ত করবেন? মানে আপনি এই এলাকায় নতুন এসেছেন।'

'এক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল খুব সহজ। বন্দিনীটি ছিল আমার মেয়ে পলিন।'

'কী?'

'হ্যাঁ, মি. উস্টার। মনে হয় এই ভাউলস লোকটা গতরাতে তোমার কটেজের পেছনের বাগানে ছিল এবং নীচতলার জানালা দিয়ে কাউকে বেরিয়ে আসতে দেখে ও দৌড়ে গিয়ে যাকে ধরে ফেলে সে হচ্ছে আমার মেয়ে পলিন। ওর পরনে ছিল সাঁতারের পোশাক আর তোমার একটা ওভারকোট। সুতরাং তুমি যখন বলেছিলে যে ও বোধহয় সাঁতার কাটতে গেছে তখন তুমি ঠিকই বলেছিলে।'

উনি সিগারে টোকা মেরে ছাই ফেলে দিলেন।

'আমি তোমার ওখানে যাবার আগে ও নিশ্চয়ই কিছুক্ষণ সেখানে ছিল। তা হলে, মি. উস্টার, এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে আমার বয়স কম থাকলে তোমার ঘাড় ভেঙে দিতাম এ-কথাটা কেন বলেছিলাম।'

আমার কিছু বলার ছিল না। এরকম সময়ে অনেকেরই থাকে না।

'এখন আমি অনেক বিচক্ষণ হয়েছি।' উনি বলে চললেন, 'সহজ পথে চলি। আমি নিজেকে বলি যে মি. উস্টার আমার পছন্দসই জামাতা নয় বটে কিন্তু আমাকে যদি তাকে জামাতা করতে বাধ্য হতে হয় তা হলে আর কিছু করার নেই। তবে

www.BanglaBook.org

তোমাকে আমি আগে যেমন আস্ত গবেট ভাবতাম তুমি তা নও জেনে আমি খুশি হয়েছি। যেসব কেচ্ছা শুনে আমি তোমার সাথে পলিনের বাগদান ভেঙে দিয়েছিলাম, শুনলাম সেগুলো মিথ্যে। সুতরাং তিনমাস আগে অবস্থা যেমন ছিল এখন আবার ঠিক সেইরকমটাই আছে বলে আমরা মনে করতে পারি। পলিনের ওই চিঠিটা লেখা হয়নি বলে আমরা ধরে নেব।

বিছানায় বসে তো আর লাটিমের মত ঘোরা যায় না, না হলে হয়তো তা-ই করতাম। আমার মনে হলো যে গোপন একটা হাত আমার সোলার প্লেক্সাসে আঘাত করেছে।

'আপনি কী বলতে চাচ্ছেন যে...'

উনি আমার দিকে কটমট করে তাকালেন। রীতিমত রোষকশায়িত লোচন। এটা হচ্ছে মালিকদের সেই ক্রুদ্ধ দৃষ্টি আমেরিকান ম্যাগাজিনে যার কথা আপনারা প্রায়ই পড়ে থাকেন—আর যার সামনে উচ্চাভিলাষী কেরানীরাও ভিরমি খায়। সেই দৃষ্টি একেবারে আমার দেহ ভেদ করে গেল এবং আমি আমার কথাটা শেষ করতে পারলাম না।

'আমি ধরে নিচ্ছি যে তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করার ইচ্ছে পোষণ করছ।'

ইয়ে, অবশ্যই...মানে, ধুত্তোর...মানে ওই ধরনের প্রশ্নের জবাব দেয়া আসলে খুব কঠিন। আমার মুখ দিয়ে কেবল 'উহ্! আহ্!' এই শব্দ দুটো বেরোল।

'আমি তোমার ওই "উহ্! আহ্!"-এর অর্থ বুঝতে পেরেছি বলে মনে হচ্ছে না।' স্টোকার বললেন, 'আমি ধরে নিচ্ছি যে তোমার ইচ্ছে আছে। আমি খুশি হয়েছি এমন ভান করছি না—কিন্তু সকলের সব আশাই তো আর পূরণ হবার নয়। বাগদান সম্পর্কে তোমার অভিমত কি, মি. উস্টার?'

'বাগদান?'

'সেটা কী দীর্ঘ করতে চাও না সংক্ষিপ্ত করতে চাও?'

'ইয়ে...'

'আমি অল্পদিনের বাগদানই পছন্দ করি। এই বিয়ের ব্যাপারটা আমি যত তাড়াতাড়ি পারি সম্ভব শেষ করতে চাই। তোমাদের এদেশে কত তাড়াতাড়ি এ কাজটা নিষ্পন্ন হয় তা আমার জানা নেই। এখানে আমাদের দেশের মত নিকটতম পাদ্রীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই চলবে বলে মনে হয় না। নানারকম আনুষ্ঠানিকতা আছে। সেগুলো যতদিন না সম্পন্ন করা হচ্ছে ততদিন তুমি আমার অতিথি হয়ে থাকবে। তোমাকে অবশ্য আমি এই জাহাজে অবাধে চলাফেরা করতে দিতে পারছি না, কারণ, তুমি হচ্ছ অত্যন্ত পিচ্ছিল স্বভাবের যুবক—এবং তোমার হয়তো হঠাৎ করে কোনও কাজের কথা মনে পড়বে এবং তুমি কেটে পড়তে চেষ্টা করবে। কিন্তু আগামী কয়েকদিন যাতে তুমি এই কামরাতেই আরামে থাকতে পার সেজন্যে আমি যথাসাধ্য করব। ওই তাকে বই আছে—আমার ধারণা তুমি পড়তে-টড়তে পার—আর টেবিলে সিগারেট আছে। এখন আমি তোমার জন্য পাজামা ইত্যাদি পাঠিয়ে দেব, মি. উস্টার। আমাকে কনসার্টে যোগ দিতে হবে। তোমার সাথে আলাপের আনন্দের খাতিরেও আমি ছেলের জন্মদিনের উৎসব থেকে দূরে থাকতে পারি না।

উনি চলে গেলেন। আমি আবার একা হয়ে গেলাম।

www.BanglaBook.org

*

জীবনে এর আগে আর দুবার আমার সেলের মধ্যে বসে থাকার এবং তালা লাগানোর শব্দ শোনবার অভিজ্ঞতা হয়েছে। প্রথমবারের ঘটনাটি চাফি উল্লেখ করেছে—সেবার আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে বোঝাতে চেয়েছিলাম যে আমি পশ্চিম ডালউইচ স্লিমসলের বাসিন্দা। অন্যবার—আসলে দুবারই ব্যাপারটা ঘটেছিল নৌকাবাইচের রাতে যখন আমি আর আমার বন্ধু অলিভার সিপারলি স্যুভেনির হিসেবে পুলিশের শিরস্ত্রাণ সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলাম। দুবারই হ্যাটের সঙ্গে পুলিশ আবিষ্কার করতে হয়েছিল। দুবারই আমাকে কয়েদখানায় রাত কাটাতে হয়েছিল।

আপনারা হয়তো একথা শুনে ধরেই নিচ্ছেন যে ব্যাপারটা এখন আমার গা সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু এবারের আটক অবস্থাটা একেবারে অন্যরকম। আগেরগুলো সামান্য জরিমানার ব্যাপার ছিল মাত্র কিন্তু এবারেরটা হচ্ছে যাবজ্জীবন দণ্ডাদেশ।

পলিন স্টোকারকে যে আমিই শুধু বিয়ে করতে চাই না তাই নয়, তার চেয়েও গুরুতর ব্যাপার এই যে সে-ও আমাকে বিয়ে করতে চায় না। চাফির সাথে সর্বশেষ সাক্ষাৎকালে পলিন ওকে আচ্ছা করে দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছে বটে কিন্তু আমি নিশ্চিত যে অন্তরের অন্তস্তলে চাফির প্রতি ওর ভালবাসা অটুট রয়েছে। একটু সুযোগ পেলেই তা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। তেমনি চাফি সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেলেও এখনও পলিনকে ভালবাসে। সুতরাং এই মেয়েকে বিয়ে করা মানে শুধু আমার নিজের জন্যই সমস্যা সৃষ্টি করা নয় ওদের দুজনেরই হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া।

এই অন্ধকারে মাত্র একটিই আলোর ক্ষীণ রেখা আছে। তা হলো, স্টোকার যে লোকটিকে দিয়ে আমার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাঠাবেন সে লোকটা জীভস হলেও হতে পারে। আর সে হয়তো একটা পথ বের করতে পারবে।

অবশ্য জীভসও এই সমস্যা থেকে আমাকে পরিত্রাণ করতে পারবে কিনা তা-ও ছাই বুঝতে পারছি না। এসব ভাবতে ভাবতে হাল ছেড়ে দিয়ে আমি বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

একটু পরেই দরজা খোলার শব্দ হলো এবং সম্মানসূচক কাশির শব্দ আমাকে জীভসের উপস্থিতি জানিয়ে দিল। ওর হাতভর্তি নানা ধরনের কাপড়চোপড়। সেগুলোর একটা চেয়ারে নামিয়ে রেখে যে দৃষ্টিতে ও আমার দিকে তাকাল সেটাকে সমবেদনাসূচকই বলা যায়।

'মি. স্টোকার আমাকে আপনার পাজামা এনে দেবার হুকুম দিয়েছেন, সার।' জীভস বলল।

আমি একটা হেঁচকি তুললাম।

'আমার পাজামার দরকার নেই, জীভস, দরকার পাখির ডানার। তুমি কী সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু জানো?'

'হ্যাঁ, সার।'

'কে বলেছে?'

'মিস স্টোকার, সার।'

'ওর সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, সার, উনি মি. স্টোকারের পরিকল্পনার রূপরেখাটা আমাকে জানিয়েছেন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই জঘন্য ব্যাপারটা শুরু হবার পর প্রথমবারের মত আমার বুকে আশার সঞ্চার হলো।

'জীভস, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। পরিস্থিতি যত খারাপ মনে হয়েছিল আসলে ততটা খারাপ নয়।'

'খারাপ নয়, সার?'

'না। বুড়ো স্টোকার এই বিয়ের কথা বললেও উনি তা সম্পন্ন করতে পারবেন বলে মনে হয় না। মিস স্টোকার কিছুতেই রাজি হবে না।'

'মিস্ স্টোকারের সাথে আমার সাম্প্রতিক সাক্ষাতে তাকে এই প্রস্তাবের বিরোধী বলে মনে হয়নি।'

'কী?'

'না, সার। ওকে আমার কাছে হতাশাগ্রস্ত ও যুদ্ধংদেহী বলে মনে হলো।'

'একসঙ্গে তো ওই দুই রকম হওয়া সম্ভব নয়।'

'যায়, সার। এখন আর কোনও কিছুতেই কিছু এসে যায় না এই ভেবে তিনি একদিকে যেমন হতোদ্যম হয়ে পড়েছেন তেমনি অন্যদিকে তিনি ভাবছেন যে আপনার সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে উনি মাননীয় লর্ডকে একহাত দেখে নিতে পারবেন।'

'যুদ্ধংদেহী ভাব, তাই না?'

'হ্যাঁ, সার।'

'চাফির উপর শোধ নেবার মতলব?'

'ঠিক তা-ই, সার।'

'কী হাস্যকর চিন্তাভাবনা! মেয়েটা নিশ্চয়ই পাগলাটে!'

'নারীচরিত্র ওই রকমই উদ্ভট, সার। কবি পোপ...'

'পোপের কথা বাদ দাও, জীভস।'

'আচ্ছা, সার।'

'কোনও কোনও সময় কেউ কবি পোপের সব কথা শুনতে চায়, কোনও কোনও সময় কিছুই শুনতে চায় না।'

'ঠিক বলেছেন, সার।'

'কথাটা হলো এই যে আমি এসবের বিরুদ্ধে। পলিন যদি অন্যথা ভেবে থাকে তা হলে আর আমার রক্ষা নেই। আমি তা হলে একেবারে শেষ হয়ে যাব।'

'হ্যাঁ, সার, যদি না—।'

'যদি না?'

'আমি ভাবছিলাম, সার, আপনি যদি এই ইয়ট ছেড়ে না যেতে পারেন তা হলে আপনাকে অনেক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে।'

'কী বললে?'

'ইয়ট, সার।'

'কিন্তু ইয়ট ছেড়ে যাওয়া কী করে সম্ভব?'

'আপনি রাজি থাকলে এখুনি সে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে তাতে কিছু অসুবিধাও আছে...'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'জীভস,' আমি বললাম, 'পোর্ট-হোলের ভেতর দিয়ে সরু হয়ে ঢুকে যাওয়া ছাড়া, যা মোটেও সম্ভব নয়।' একটু থেমে আমি ওর দিকে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে বললাম, 'এটা নিশ্চয়ই কথার কথা নয়! তুমি নিশ্চয়ই কোনও একটা উপায় বের করেছ?'

'হ্যাঁ, সার। তবে আমি এই ভেবে ইতস্তত করছি যে আপনি হয়তো আপনার মুখে বুট পালিশ মাখাতে রাজি হবেন না।'

'কী?'

'প্রতিটি মুহূর্তই খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে এখন পোড়ানো ছিপির গুঁড়ো ব্যবহার করতে যাওয়া ঠিক হবে না।'

আমি দেয়ালের দিকে মুখ ফেরালাম। এখানেই তা হলে সবকিছু শেষ হয়ে গেল?

'তুমি যাও, জীভস, তার চেয়ে আমি বরং দাম্পত্য জীবনের বেদনাই বরণ করে নেব।'

জুতোর কালি আর পোড়ানো ছিপির গুঁড়ো–এসব কী বলছে জীভস? শেষ পর্যন্ত কি ওরও বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেতে চলেছে?

ও কাশল।

'আপনি যদি আমাকে ব্যাখ্যা করার অনুমতি দেন, সার, চারণদলটি ওদের অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। শিগগিরই ওরা ইয়ট ছেড়ে যাবে।'

উঠে বসলাম আমি। আবার আশার আলো দেখতে পেলাম। লোকটাকে ভুল বুঝেছিলাম আমি। ওর বিরাট মগজে কী খেলা করছে তা আমি যেন অনুমান করতে পারছি।

'তুমি বলতে চাইছ–?'

'আমার কাছে এক কৌটো জুতোর কালি আছে, সার। এইরকম কিছু ঘটতে পারে আশঙ্কা করে আমি ওটা সঙ্গে করেই এনেছিলাম। এটা মুখে ও হাতে সহজেই এমনভাবে মাখা যেতে পারে যে মি. স্টোকারের সামনে পড়লে তিনিও আপনাকে চিনতে পারবেন না– মনে করবেন যে আপনিও নিগ্রো গায়কদলের একজন।'

'জীভস!'

'আপনি যদি এই প্রস্তাবে সম্মত হন, সার, তা হলে আমার পরামর্শ হবে ওদের চলে না যাওয়া পর্যন্ত আপনার অপেক্ষা করা। পরে আমি জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বলব যে ওদের একজন, যে আমার বন্ধু, আমার সাথে গল্পগুজব করতে গিয়ে মোটর-বোটে উঠতে পারেনি। আমার কোনও সন্দেহ নেই যে উনি আমাদের ছোট্ট বোটটা নিয়ে তীরে যাবার অনুমতি দেবেন।'

লোকটার দিকে আমি অবাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলাম। অনেক বছরের নিবিড় সম্পর্ক আমাদের। যদিও জানি যে প্রচুর মাছ খাওয়ার ফলে ওর মগজ ফসফরাসে ভর্তি হয়ে আছে তা সত্ত্বেও এই মুহূর্তে ও যে সমাধান দিল তাতে আমি একেবারে তাজ্জব হয়ে গেলাম।

'জীভস,' আমি বললাম, আগেও যেমন বারবার বলেছি, 'তোমার তুলনা হয় না!'

'ধন্যবাদ, সার। আমি সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করি, সার।'

'এতে কাজ হবে বলে তুমি মনে কর?'

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, সার।'

'তুমি, ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চয়তা দিচ্ছ?'

'হ্যাঁ, সার।'

'আর তুমি বলছ যে জিনিসটা তোমার কাছেই আছে?'

'হ্যাঁ, সার।'

আমি একটা চেয়ারে বসে মুখটা উপরের দিকে তুলে ধরলাম।

'তা হলে মাখতে থাকো, জীভস,' আমি বললাম, 'যতক্ষণ না তুমি সন্তুষ্ট হও ততক্ষণ পর্যন্ত মাখতে থাকো।'

দায়িত্ব পালনে ভ্যালের বাড়াবাড়ি

সাধারণভাবে আমি ওইসব গল্প পছন্দ করি না যাতে ঘটনা লাফিয়ে লাফিয়ে এগোয় এবং অন্তর্বর্তীকালে কী ঘটেছে তা ভেবে বের করার ভার পাঠকদের উপর ছেড়ে দেয়া হয়। এগুলো হচ্ছে সেইসব কেচ্ছা যাতে দশম পরিচ্ছেদে নায়ক ভূ-গর্ভের কক্ষে আটকা পড়ে আর একাদশ পরিচ্ছেদে তাকে দেখা যায় স্প্যানিশ দূতাবাসের আনন্দ-মুখর পার্টির হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যমণি হয়ে বিরাজ করতে। তাই যেসব ঘটনা আমাকে নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিল আমার উচিত সেগুলোর পর্যায়ক্রমিক বিবরণ দেয়া। কি বলতে চাইছি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

কিন্তু জীভসের মত কুশলী লোক যখন কোনওকিছুর দায়িত্ব নেয় তখন এসব বলতে যাওয়া নিরর্থক, বাহুল্যমাত্র; স্রেফ সময়ের অপচয়। জীভস যদি কাউকে এক নম্বর জায়গা থেকে দু নম্বর জায়গায়, উদাহরণস্বরূপ ইয়টের স্টেট-রুম থেকে তার কটেজের সামনে পৌঁছে দিতে চায় তা হলে সে তা করেই ছাড়ে। কোনও ঝামেলা হয় না, কোনও সমস্যা দেখা দেয় না। বাধে না কোনও হাঙ্গামা-হুজ্জত। তাই বিবরণ দেয়ারও কিছু থাকে না। জুতোর কালির কৌটো খোলা হয়, মুখে লেপে দেয়া হয়, চেহারা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, ডেক দিয়ে নিশ্চিন্তে হেঁটে যাওয়া যায়, গ্যাংওয়ে দিয়ে নামা যায়, পাশে ঝুঁকে পড়া নাবিকদের বিদায় জানানো যায়, পানিতে থুথু ফেলা যায়, বোটে গিয়ে ওঠা যায় এবং দশ মিনিটের মধ্যে মূল ভূখণ্ডের বাতাসে শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়া যায়—সবকিছুই ঘটে যায় স্বচ্ছন্দে। ঘাটে নৌকা বাঁধবার সময় আমি এই কথাগুলোই জীভসকে বললাম। সব শুনে ও বলল, এসব কথায় আমার পরম মহত্ত্বই প্রকাশ পেয়েছে।

'মোটেও না, জীভস,' আমি বললাম, 'আমি আবারও বলছি, অতি স্বচ্ছন্দে কাজটি করেছ তুমি। সমস্ত কৃতিত্বই তোমার।'

'ধন্যবাদ, সার।'

'ধন্যবাদ, জীভস। তা হলে এখন...?'

আমরা ঘাট পেরিয়ে এসে আমার কটেজের বাগানের ফটকের সামনের রাস্তায় দাঁড়ালাম। চারদিক নিস্তব্ধ। উপরে তারাগুলো জ্বলছে। আমরা প্রকৃতির গভীরে অবগাহন করছি। পুলিশ সার্জেন্ট ভাউলস কিংবা কনস্টেবল ডবসনের টিকিটাও চোখে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পড়ছে না। বলতে পারেন, চাফনেল রেজিস ঘুমিয়ে আছে। অথচ ঘড়িতে ন'টা বেজে মাত্র কয়েক মিনিট হয়েছে। তবে আমি এমন উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম যে আমার মনে হচ্ছিল, রাত গভীর তো হয়েছেই, একটু পরে ভোর হলেও অবাক হব না।

'তা হলে, জীভস, এখন,' আমি আবার বললাম।

ওর মুখে মৃদু হাসির খেলা দেখতে পেলাম যা আমার পছন্দ হলো না। এটা সত্যি যে ও আমাকে মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করেছে কিন্তু তাই বলে এসব ব্যাপার প্রশ্রয় দেয়া যায় না। আমি ওর দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকালাম।

'কোনওকিছু তোমাকে বিব্রত করছে, জীভস?' শেষপর্যন্ত আমি বলেই ফেললাম।

'মাফ করবেন, সার, আমি আপনাকে নিয়ে তামাশা করতে চাই না, তবে, সার, আপনার চেহারা দেখে যে একটু মজা পাচ্ছি তা-ও অস্বীকার করতে পারছি না। ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত, সার।'

'মুখে জুতোর কালি মাখালে প্রায় সবাইকেই অদ্ভুত দেখায়, জীভস।'

'হ্যাঁ, সার।'

'গ্রেটা গার্বোকেও।'

'হ্যাঁ, সার।'

'বা ডীন ইনজকেও।'

'ঠিক বলেছেন, সার।'

'তা হলে ওসব কথা বাদ দিয়ে আমার প্রশ্নের জবাব দাও।'

'আপনি কী জিজ্ঞেস করেছিলেন সেটাই ভুলে গেছি বলে মনে হচ্ছে, সার।'

'আমার প্রশ্ন ছিল এখন আমি কী করব?'

'আপনার পরবর্তী কর্মপন্থা সম্পর্কে পরামর্শ চাইছেন, সার?'

'চাইছি।'

'আমি আপনাকে কটেজে গিয়ে মুখ আর হাত ধোবার পরামর্শ দেব, সার।'

'ঠিক বলেছ, আমিও তা-ই ভাবছিলাম।'

'তারপর, সার, যদি আপত্তি না করেন তা হলে বলব যে পরের ট্রেনেই আপনার লন্ডন চলে যাওয়া উচিত হবে।'

'উত্তম প্রস্তাব।'

'সেখানে পৌঁছনোর পর, আপনার, সার,' কন্টিনেন্টের কোনও শহরে যেমন প্যারিস কিংবা বার্লিনে এমনকী সুদূর ইটালীর কোথাও চলে যাওয়ার পরামর্শ দিতে চাই।'

'অথবা রোদেলা স্পেনে?'

'হ্যাঁ, সার, স্পেনেও যেতে পারেন।'

'এমনকী মিশরেও?'

'বছরের এই সময়টা মিশরে খুব গরম, সার।'

'বুড়ো স্টোকার যদি আবার আমাকে ফাঁদে ফেলতে পারে তা হলে ইংল্যান্ড আমার কাছে যতটা গরম মনে হবে তার চেয়ে নিশ্চয়ই ওই দেশটা অর্ধেক গরমও মনে হবে না।'

'একদম ঠিক, সার।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'একটা মানুষ বটে, জীভস! কঠিন মানুষ। ভাঙা কাঁচ খেতে পারে অনায়াসে।'

'মি. স্টোকার যথার্থই খুব তেজী মানুষ, সার।'

'খোদা আমাকে রক্ষা করেছেন, জীভস। একসময় আমি সার রডারিক গ্লসপকে মানুষখেকো ভাবতাম। আগাথা খালাকেও। স্টোকারের কাছে ওরা ম্লান, জীভস। একেবারে ম্লান। এই পরিস্থিতিতে তোমার কথাও ভাবতে হচ্ছে। তুমি কি ইয়টে ফিরে গিয়ে ওই ভয়ঙ্কর লোকটার চাকরিতে যোগ দিতে চাও।'

'না, সার। আমার ধারণা উনি আমাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করবেন না। উনি যখন আপনার পালানোর ব্যাপারটা আবিষ্কার করবেন তখন ওঁর মত বুদ্ধিমান লোক সহজেই বুঝতে পারবেন যে নৌকোযোগে ইয়ট ত্যাগের ব্যাপারে আমিই আপনাকে সাহায্য করেছি। তাই আমি মাননীয় লর্ডের চাকরিতে ফিরে যাচ্ছি, সার।'

'ও তোমাকে ফিরে পেলে খুশি হবে।'

'এ-কথায় আপনার মহানুভবতাই প্রকাশ পাচ্ছে, সার।'

'মোটেও না, জীভস, যে কেউ এ-কথা বলবে।'

'ধন্যবাদ, সার।'

'তা হলে তুমি হলে ফিরে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, সার।'

'তা হলে আন্তরিক শুভরাত্রি। আমি কোথায় আছি কেমন আছি, তোমাকে লিখে জানাব।'

'ধন্যবাদ, সার।'

'খামের মধ্যে তোমার সেবার স্বীকৃতির কিছু প্রমাণ থাকবে, জীভস।'

'আপনার পরম মহানুভবতা, সার।'

'মহানুভবতা! কি বলছ, জীভস? তুমি কি বুঝতে পারছ না যে তুমি না থাকলে আমি এতক্ষণ ওই তালা দেয়া দরজার অন্তরালে আটকে থাকতাম? আমার কথা বুঝতে পারছ?'

'হ্যাঁ, সার।'

'ভাল কথা, রাতে লন্ডনের কোনও ট্রেন আছে?'

'হ্যাঁ, সার। রাত ১০টা ২১মিনিটে। আপনি অনায়াসে উঠতে পারবেন। ওটা এক্সপ্রেস বলে মনে হয় না।'

আমি হাত নেড়ে ওকে বিদায় জানালাম।

'শুভরাত্রি, জীভস।'

'শুভরাত্রি, সার।'

বেশ প্রফুল্লচিত্তে আমি কটেজে ঢুকলাম। ব্রিংকলি তখনও ফেরেনি জানতে পেরেও আমার খুশিখুশি ভাব দূর হলো না। ওকে এক সন্ধ্যার জন্য ছুটি দিয়েছিলাম। সে রাতে তো ও ফেরেইনি। পরের দিন এখন পর্যন্ত ফিরল না। প্রভু হিসেবে এটা আমার পছন্দ নয় কিন্তু মুখে জুতোর কালি মাখা অবস্থায় ওর অনুপস্থিতিই আমার কাম্য। এসব অবস্থায়, জীভস বলে থাকে, একাকীত্বই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

আমি খুব দ্রুত আমার শোবার ঘরে পৌঁছুলাম। বেসিনে জগভর্তি পানি ঢেলে খুব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাল করে মুখে সাবান মাখলাম। তারপর আস্তে করে মুখ ডলে আমি আয়নার সামনে দাঁড়ালাম এবং অবাক হয়ে দেখলাম যে মুখটা এখনও পুরোপুরি কালোই রয়ে গেছে। মনেই হলো না যে ওটা পরিষ্কার করার কোনও চেষ্টা করা হয়েছে।

মানুষের জীবনে কখনও কখনও ভাবনাচিন্তা করার সময় আসে, এটাও হচ্ছে তেমনি একটা সময়। কিছুক্ষণ চিন্তা করেই আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। কোথায় যেন শুনেছিলাম কিংবা পড়েছিলাম যে এই ধরনের সংকটের সমাধান করতে হলে মাখন দরকার। আমি মাখনের জন্য নীচে নামব ঠিক এই সময় হঠাৎ কীসের যেন শব্দ কানে এল।

সাংঘাতিক বেকায়দা অবস্থা আমার তখন। প্রাঙ্গণের মধ্যে ঠিক এই সময় শব্দ হলে কী করতে হবে তা স্থির করতে বেশ চিন্তাভাবনা প্রয়োজন। খুব সম্ভব লোকটা স্টোকার। স্টেটরুমে আমাকে দেখতে না পেয়ে এবং কী হয়েছে তা বুঝতে পেরে উনি সরাসরি এখানে চলে এসেছেন। আমি বেকুবের মত দরজার কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম এবং কান পেতে শুনতে লাগলাম।

শোনবার অনেক কিছুই ছিল। যে লোকটা শব্দ সৃষ্টি করছিল সে এখন বসবার ঘরে ঢুকে পড়েছে এবং মনে হলো, সে আসবাবপত্র ছোঁড়াছুঁড়ি করছে। আমার ধারণা, বুড়ো স্টোকারই খেপে গিয়ে ওই কাণ্ডকারখানা করছেন।

বসবার ঘর বলতে যেটা বোঝাতে চাইছি সেটা অনেকটা লাউঞ্জহলের মত। ছোট ঘরের তুলনায় আসবাবপত্র একটু বেশিই। ওখানে আছে একটা টেবিল, একটা গ্র্যান্ডফাদার ঘড়ি, একটা সোফা, দুটো চেয়ার। তিনটে গ্লাসকেসে খড় ও তুলো দিয়ে বানানো পাখি। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে সিঁড়ির রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে কামরার ভেতরের সবটাই দেখা যাচ্ছে। নীচে কিছুটা অন্ধকার। তবে ম্যান্টলপিসের উপরে রাখা তেলের বাতিতে মোটামুটি ভালই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সেই আলোয় দেখলাম একটা সোফা উল্টে পড়ে আছে। দুটো চেয়ার জানালা ভেদ করে বেরিয়ে গেল আমার চোখের সামনেই। খড় ও তুলো দিয়ে বানানো পাখিভর্তি গ্লাসকেসগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। এখন একটা ছায়ামূর্তি গ্র্যান্ডফাদার ক্লকটার সাথে লড়াই করছে।

কে যে জিতবে বোঝা শক্ত। আমার মনে হলো ঘড়িটার পক্ষেই বাজি ধরা উচিত। কিন্তু আমার এখন খেলোয়াড়োচিত মানসিক অবস্থা নয়। হঠাৎ লোকটার মুখে একঝলক আলো পড়ায় আমি দেখতে পেলাম যে যোদ্ধাটি আর কেউ নয়—আমাদের ব্রিংকলি। মেষশাবক যেমন একসময় পালে ফিরে আসে তেমনি চব্বিশ ঘণ্টা পরে হলেও এই বলশেভিকটি ঘরে ফিরে এসেছে।

আসবাবপত্রগুলোর প্রতি মমতায় আমার বুকের ভেতরটা আপ্লুত হয়ে গেল। আমি ভুলে গেলাম যে বর্তমান অবস্থায় কাউকে আমার চেহারা দেখানোটাই সঙ্গত নয়। কেবল এই কথাটাই মনে হতে লাগল যে নাছোর লোকটা আমার ঘরবাড়ি ভেঙেচুরে তছনছ করে ফেলছে।

'ব্রিংকলি!' আমি চিৎকার করে উঠলাম।

আমার ধারণা, ও প্রথম আওয়াজটাকে গ্র্যান্ডফাদার ঘড়িটার বলেই ধরে নিয়েছিল কারণ ও অধিকতর উৎসাহে ঘড়িটার উপর নতুন করে হামলা চালাল। তারপর হঠাৎ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওর চোখ পড়ল আমার উপর। রণে ক্ষান্ত দিয়ে ও স্তব্ধ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ঘড়িটা একবার ডাইনে-বাঁয়ে দুলে উঠে আবার স্থির হয়ে গেল।

'ব্রিংকলি,' আমি আবার হাঁক ছাড়লাম এবং তার সাথে 'ধুত্তোর' উচ্চারণ করতে যাব ঠিক এই সময় ওর চোখদুটো অদ্ভুতভাবে জ্বলে উঠল। সেই দৃষ্টিতে সবকিছু বুঝে ফেলার স্পষ্ট আভাস। তারপর ও আর্তনাদ করে উঠল।

'আউ, আউ! ভূত, ভূত!'

তারপর ম্যান্টেলপিসের উপরে রাখা একটা বাঁকানো ছুরি হাতে নিয়ে ও সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। যে-কোনও সময় দরকার হতে পারে সম্ভবত এ-কথা ভেবেই ও ঠিক ওইখানে ছুরিটা রেখে দিয়েছিল।

আমার তখন যাকে বলে, একেবারে চরম অবস্থা। আমার যদি কখনও নাতি-নাতনী হয়–এই মুহূর্তে যে সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ–আর তারা যদি কোনও সন্ধ্যায় আমার কোলের উপর বসে গল্প শুনতে চায় তা হলে কীভাবে আমি মুহূর্তের মধ্যে শোবার ঘরে ছুটে গিয়ে বাঁকানো ছুরির হামলা থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম সেই কাহিনিটার বর্ণনা দেব। আর তা শুনে ওরা যদি ভয়ে কাঁপতে থাকে আর রাতে ঘুম ভেঙে ভয়ে কেঁদে ওঠে তা হলে তারা বুঝতে পারবে যে সেই সময় তাদের বৃদ্ধ আত্মীয়টি কী ভয়ঙ্কর বিপদেই না পড়েছিল! যদি বলি যে আমি দরজা বন্ধ করে তালা মেরে দরজায় চেয়ার ঠেকিয়ে এবং চেয়ারে খাট ঠেকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পেরেছিলাম তা হলে তা অতিরঞ্জন হবে। আমার অবস্থাটা শুধু এই কথা বলেই বোঝাতে চাই যে ওইসময় যদি জে ওয়াশবার্ন স্টোকারও এসে পড়ত তা হলে তাকেও আমি ভাই-এর মত স্বাগত জানাতাম।

ব্রিংকলি চাবির ছিদ্রের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে আমাকে বেরিয়ে আসার এবং তাকে আমার রক্তের রঙ দেখাবার সুযোগ দেবার জন্য মিনতি জানাতে লাগল। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে ও আগের মতই আমার প্রতি বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আমাকে 'সার' বলেই সম্বোধন করছিল। ব্যাপারটা আমার কাছে হাস্যকর মনে হচ্ছিল।

এই পর্যায়ে আমার মনে হলো যে আমার প্রথম কাজ হবে ওর মনের মধ্যে যে ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে তা দূর করা।

আমি দরজার কাছে মুখ নিয়ে বললাম।

'ব্রিংকলি, সবকিছুই ঠিকঠাক আছে।'

'ঠিকঠাক হয়ে যাবে যদি আপনি বেরিয়ে আসেন, সার।' খুব ভদ্রভাবে বলল ও।

'বলছি কী, আমি ভূত নই।'

'নিশ্চয়ই আপনি ভূত, সার।'

'বলছি তো আমি ভূত নই।'

'নিশ্চয়ই ভূত, সার।'

'আমি মি. উস্টার।'

ব্রিংকলি তারস্বরে চিৎকার করে উঠল।

'মি. উস্টারের উপর ভূতের ভর হয়েছে।'

এই জামানায় আগের মত স্বগতোক্তি বড় একটা শোনা যায় না। সুতরাং আমি ধরে নিলাম যে ও তৃতীয় পক্ষের উদ্দেশে কথা বলছে। আর আসলে ঘটনাটা সেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রকমই ঘটেছিল। একটু ফ্যাসফেঁসে গলার আওয়াজ ভেসে এল।

'ব্যাপারটা কী?'

কণ্ঠটা হচ্ছে আমার বিনিদ্র পড়শী পুলিশ সার্জেন্ট ভাউলসের।

আমাদের মধ্যে এখন একজন আইনের লোক আছে এ-কথা জানবার পর আমি গোড়ায় একটু স্বস্তি পেলাম। এই শ্যেনদৃষ্টি লোকটার অনেক কিছুই আমার পছন্দ নয়—যেমন অন্যের গ্যারেজে ও চালাঘরে তার উঁকিঝুঁকি মারার অভ্যাস; কিন্তু বর্তমান এই পরিস্থিতিতে, অস্বীকার করার উপায় নেই, এই ধরনের লোক খুব কাজে লাগে। একজন উন্মাদ ভ্যালেকে মোকাবেলা করা যারতার কম্মো নয়। এর জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিত্বের। আর এই বিশালবপু লোকটার তা বিপুল পরিমাণেই আছে। আমি তাই রীতিমত উৎসাহের সাথে দরজার কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে কে যেন আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, চুপ করে থাকাটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

কী জানেন, এইসব শ্যেনদৃষ্টি পুলিশ-সার্জেন্ট কাউকে আটকে রাখা বা জিজ্ঞাসাবাদ করা খুব পছন্দ করে। বার্ট্রাম উস্টারকে মসীকৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত দেখে সে শ্রাগ করে শুভরাত্রি জানাবার লোক নয়। সে আমাকে আটকে রেখে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করবে। আমাদের গতরাতের মোলাকাতের কথা মনে করে ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবে। আমাকে পীড়াপীড়ি করে থানায় নিয়ে যাবে এবং পরবর্তী কর্মপন্থা সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্য চাফিকে ডেকে পাঠাবে। অতঃপর ডাক্তার ডাকা হবে, মাথায় বরফ দেয়া হবে। ফলটা হবে এই যে আমাকে এখানে আটকে যেতে হবে। ইতিমধ্যে বুড়ো স্টোকার আমার পালানোর খবর পেয়ে যাবে এবং ধরে নিয়ে গিয়ে আবার ইয়টে পুরে রাখবে। এসব চিন্তা করে আমি চুপ করে রইলাম। শুধু আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস ফেললাম।

দরজার ওপাশ থেকে টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসছিল।

'ভূতটা ভেতরেই আছে। মি. উস্টারকে খুন করছে।' ব্রিংকলি বলছিল। বেতারের ঘোষকদের ছাড়া অত সুন্দর বাচনভঙ্গি আর কারোরই আমি শুনিনি। কণ্ঠ শুনে ওকে পুরোপুরি সুস্থ বলেই মনে হলো।

আপনারা এটাকে চাঞ্চল্যকর ঘোষণা বলে অভিহিত করতে পারেন কিন্তু সার্জেন্ট ভাউলসের মগজে কথাটার মর্ম ঢুকল বলে মনে হলো না। সার্জেন্টটা হচ্ছে এমন ধরনের লোক যে আগের কাজ আগে করাটাই পছন্দ করে। এই মুহূর্তে তাই তাকে বাঁকানো ছুরির ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী বলে মনে হলো।

'ওই ছুরিটা দিয়ে আপনি কী করছেন?' সে জানতে চাইল।

ব্রিংকলির কণ্ঠ অত্যন্ত বিনয়ী ও শান্ত শোনাল।

'ভূতটাকে মেরে ফেলার জন্য এটা নিয়ে এসেছি, সার।'

'কোন ভূত?'

'একটা কালো ভূত, সার!'

'কালো?'

'হ্যাঁ, সার, ভূতটা এই ঘরেই আছে, মি. উস্টারকে খুন করছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এতক্ষণে সার্জেন্ট তার কথায় আগ্রহ প্রকাশ করল।

'এই ঘরে?'

'হ্যাঁ, সার।'

'এখানে ওসব জিনিস নেই।' সার্জেন্ট ভাউলস বেশ জোর দিয়ে বলল। জিব দিয়ে ওকে শব্দ করতেও শুনলাম।

দরজায় টোকা পড়ল।

'এই।'

আমি চুপ করে রইলাম।

'মাফ করবেন, সার,' ব্রিংকলি বলল। আর সিঁড়িতে পায়ের শব্দে মনে হলো যে ও নীচে নেমে যাচ্ছে—সম্ভবত ঘড়িটার সাথে আর এক দফা কুস্তি লড়তে।

দরজায় আবার টোকা পড়ল।

'এই, ভেতরে কে?'

আমি নীরবই রইলাম।

'মি. উস্টার, আপনি কি ভেতরে আছেন?'

কথোপকথনগুলো, বলাবাহুল্য, একতরফাই হচ্ছিল। কিন্তু এতে আমার কিছু করার ছিল বলে মনে হয় না। আমি জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম—প্রধানত সময় কাটানোর জন্যেই। আর ঠিক তক্ষুনি আমার মনে হলো যে এই ঝামেলা থেকে মুক্ত হবার বোধহয় একটা পথ থাকতেও পারে। জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে নীচে পড়ে নয় অবশ্য। কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে একটা বিছানার চাদর পাকাতে লাগলাম—উদ্দেশ্য নেমে যাওয়া।

ঠিক সেই সময় সার্জেন্ট ভাউলসের গলা আবার শোনা গেল।

'এই!'

নীচে থেকে ভেসে এল ব্রিংকলির গলা।

'সার।'

'তুমি ওটা উল্টে ফেলবে?'

'হ্যাঁ, সার।'

'এই।'

'সার?'

'বাড়িটাতে তুমি আগুন ধরিয়ে দেবে নাকি?'

'হ্যাঁ, সার।'

এই সময় কাচ ভাঙার শব্দ শোনা গেল। আর সার্জেন্ট লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। এরপর এমন একটা শব্দ ভেসে এল যাতে মনে হলো যে ব্রিংকলি এক লাফ দিয়ে দড়াম করে সামনের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। তারপরে যে শব্দগুলো ভেসে এল তাতে মনে হলো সার্জেন্ট ভাউলসও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করল। তার কিছুক্ষণ পরেই চাবির ছিদ্র দিয়ে একটুখানি ধোঁয়া ঘরে ঢুকল।

পোড়াবার জন্য পুরনো পল্লীকুটিরের চেয়ে আর কোনও ভাল জিনিস আছে বলে আমার মনে হয় না। তাতে একটা দেশলাই কাঠি জেলে দিন কিংবা হলের মধ্যে বাতিটা উল্টে দিন—ব্যস আর কিছু লাগবে না। আধ মিনিট যেতে না যেতেই আগুন

www.BanglaBook.org

জ্বলে ওঠার শব্দ আমার কানে এসে পৌছুল এবং কোণের দিকের মেঝের একটা অংশে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল।

বার্ট্রামের জন্য এটুকুই যথেষ্ট। একটু আগেই আমি পালানোর উদ্দেশে ধীরেসুস্থে দড়ির মত করে বিছানা পাকাচ্ছিলাম। সেই কাজটাই আমি তাড়াতাড়ি করতে লাগলাম। আমার মনে হলো এখন আর এটা আলস্যভরে করার সময় নেই।

একবার একটা পত্রিকায় আমি গুরুতর সমস্যার সমাধান সম্পর্কিত একটা লেখা পড়েছিলাম। ধরুন আপনার বাড়িতে আগুন লেগেছে। এখন আপনি কি বাঁচবেন? সেখানে আছে একটি শিশু, একটি অমূল্য চিত্র এবং একজন শয্যাশায়ী বৃদ্ধ। সিদ্ধান্ত নেয়া খুব কঠিন। সমস্যাটাকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে না?

বর্তমান সংকটকালে কিন্তু আমি দ্বিধা করলাম না একটুও। ব্যানজোলেলটার জন্য একবার চারদিক তাকালাম মাত্র। ওটা বসার ঘরে রেখে এসেছি—এ কথাটা মনে পড়ায় যে কতটা দুঃখিত হয়েছিলাম আশা করি আপনারা তা উপলব্ধি করতে পারছেন।

তা আমি ওই চমৎকার যন্ত্রটার জন্যও বসার ঘরে যেতে রাজি নই। ইতিমধ্যেই আমার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছে কারণ কোণের দিকটার আগুন ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে। একটা দুঃখের নিঃশ্বাস ফেলে আমি দ্রুত জানালার দিকে ধাবিত হলাম এবং পরের মুহূর্তে শিশিরভেজা নরম মাটির উপর নেমে পড়লাম।

নাকি বৃষ্টিতে ভেজা? ঠিক মনে পড়ছে না।

জীভস বলতে পারত।

অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে নীচে নেমে পড়ে আমি নিঃশব্দে পিছনের বাগান আর সার্জেন্ট ভাউলসের থানার পাশের ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে অকুস্থল থেকে প্রায় আধমাইল দূরে একটা জঙ্গলের মত জায়গায় পৌছুলাম। আকাশ তখন লাল হয়ে উঠেছে। স্থানীয় দমকলের ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

আমি একটা গাছের গুঁড়ির উপর বসলাম এবং পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে লাগলাম।

রবিনসন ক্রুসো না কে যেন সংকটকালে লাভ লোকসানের হিসেব করতে বসত। নিজের সঠিক অবস্থাটা অনুধাবন করতে এবং সে এগিয়ে আছে না পিছিয়ে আছে সেটা যাচাই করাই ছিল তার লক্ষ্য। কাজটাকে সবসময়ই আমার কাছে বিজ্ঞজনোচিত বলে মনে হয়েছে।

আমিও এখন সেই কাজটাই করতে বসলাম। অবশ্য মনে মনে, ওদিকে আবার আমাকে কেউ তাড়া করে কিনা সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে লাগলাম।

লাভ	লোকসান
শেষ পর্যন্ত যা হোক রক্ষা পেয়েছি।	হ্যাঁ, কিন্তু তোমার শ্বশুরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।
আমার নয়, চাফির বাড়ি।	তা মানি, কিন্তু তোমার সব মালসামান তো ওখানেই ছিল।
মূল্যবান কিছু ছিল না।	ব্যানজোলেলটা তো গেল!
হায় খোদা! তা ঠিক।	আমার ধারণা ব্যাপারটা তোমাকে কষ্ট দেবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এটা নিয়ে এত মাথা ঘামিও না।

তা স্টোকার বুড়োর খপ্পর থেকে তো রক্ষা পেয়েছি!
এখন পর্যন্ত উনি আমাকে ধরতে পারেননি।
এখনও আমার হাতে ১০টা ২১ মিনিটের ট্রেনে উঠার সময় আছে।
মাখন দিয়ে কালি মুছে ফেলা যাবে।
মাখন কিনলেই হবে।

তা অবশ্য নেই।
মাখন দিতে পারে এমন কাউকে কি পাওয়া যাবে না?
কেন? জীভস, হলে গিয়ে ওর কাছে একবার পৌঁছুলেই, ব্যস।

মাথা খুব একটা ঘামাচ্ছি না। শুধু বলতে চাইছি যে ওটা তো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।
কী করে তা তুমি ভাবতে পারছ?

কিন্তু ধরতে পারে তো!

গাধা কোথাকার। এইভাবে মুখে কালি মেখে তুমি ট্রেনে উঠতে পারবে না।
হ্যাঁ, কিন্তু তোমার কাছে মাখন নেই।
কীভাবে? তোমার কাছে পয়সা-কড়ি আছে?
তা হলে?
কে?

সুতরাং লোকসানের কোঠা শূন্য। অবস্থাটা আরও পুংখানুপুংখরূপে পর্যালোচনা করলাম। মিনিট পাঁচেক বিচার বিশ্লেষণের পর নিশ্চিত হলাম যে লোকসানের সম্ভাবনা পুরোপুরি তিরোহিত হয়ে গেছে। লাভের পাল্লাটাই বরং বেশি ভারী।

তবে, আমার মনে হলো একেবারে গোড়াতেই আমার এই সমাধানটার চিন্তা করা উচিত ছিল। তা হলে খুব সহজেই ঝামেলা থেকে রক্ষা পেতে পারতাম। জীভস নিশ্চয়ই এতক্ষণ হলে পৌঁছে গেছে। ওকে খুঁজে বের করতে পারলেই এবং ব্যাপারটা বোঝাতে পারলেই ও পাউন্ডকে পাউন্ড মাখন এনে দিতে পারবে ওর মাননীয় লর্ডের ভাঁড়ার ঘর থেকে। শুধু তা-ই নয় ও আমাকে লন্ডনে যাবার ট্রেনের ভাড়াও ধার দিতে কসুর করবে না এবং সম্ভবত স্টেশনের স্লট মেশিন থেকে মিল্ক চকোলেট কেনার পয়সাও ওর কাছ থেকে ধার নেয়া যাবে। সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে সহজেই।

আমি উঠে পড়লাম। দ্রুতপায়ে হেঁটে প্রধান সড়কে উঠলাম এবং আমার মনে হয় সিকি ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে হলের পিছনের দরজায় পৌঁছে টোকা দিতে লাগলাম।

একজন স্ত্রীলোক—সম্ভবত রান্নাঘরের পরিচারিকা দরজা খুলে দিল। সে আমার দিকে মাত্র মুহূর্তের জন্য তাকিয়েছিল। তারপর আঁতকে উঠে হেঁচকি তুলল। ওর গলা চিরে বেরোল প্রচণ্ড আর্তনাদ। আর পরমুহূর্তেই ওর শরীরটা পাক খেতে খেতে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

মাখন পরিস্থিতি

আমাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে এই ঘটনায় আমি বিশ্রীরকমের ধাক্কা খেলাম। মানুষের জীবনে চেহারা যে এতটা গুরুত্বপূর্ণ তা এর আগে কখনোই উপলব্ধি করিনি। বার্ট্রাম উস্টার যদি তার স্বরূপে চাফনেল হলের পেছনের দরজায় করাঘাত করত তা হলে তাকে সম্মানের সাথে বরণ করা হত। পরিচারিকা-স্তরের কেউ তার অসম্মান করার সাহস পেত না। কিন্তু আমার মুখে সামান্য জুতোর কালি মাখা থাকলে সেই স্ত্রীলোকই আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে ভিরমি খেয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে পারে।

এক্ষেত্রে মাত্র একটি কাজই করা যেতে পারে। ইতিমধ্যেই করিডর থেকে ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা শুরু হয়েছে। আর মাত্র আধ সেকেন্ডের মধ্যে সব চাকর-বাকর ঘটনাস্থলে ছুটে আসবে। আমি তাই ওখান থেকে কেটে পড়লাম। হলের পেছনে পুরো এলাকা যে তল্লাশ করা হবে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম। কাজেই হলের সামনে প্রধান ফটকের কাছে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

আমার মনে হলো আর না এগিয়ে পরিস্থিতিটা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ করা উচিত।

আমি যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে আকাশের পটভূমিতে বিশাল হলটা দেখা যাচ্ছিল। দেখে অভিভূত হবার মত দালান বটে! গাছে গাছে পাখিরা ডানা ঝটপট করছিল। খুব কাছেই কোথায় যেন ফ্লাওয়ার বেড আছে। সেখান থেকে ফুলের সুবাস ভেসে আসছে। চারদিক নীরব নিস্তব্ধ, এর মাঝখানে আমি একা।

প্রায় মিনিট দশেক পরে গ্রীষ্মের রাতের নৈঃশব্দ্যে চিড় ধরল। হলের একটা কামরা থেকে ভেসে এল তার স্বরে চিৎকার। গলাটা সীবেরীর বলে চিনতে পারলাম আর ছোঁড়াটারও যে সমস্যা আছে তা জেনে উৎফুল্ল হলাম। একটু পরে আবারও তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠের চিৎকার শোনা গেল। আমার ধারণা ওকে কেউ শুতে বলায় ও এভাবে তার প্রতিবাদ জানাচ্ছে। একটু পরেই আবার সব নীরব হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে রাস্তার দিক থেকে পায়ের আওয়াজ ভেসে এল। কে যেন হলের সামনের দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি আরও একটু ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

প্রথমে আমার ধারণা হয়েছিল লোকটা সার্জেন্ট ভাউলস। ব্যাপারটা এই যে, চাফি হচ্ছে স্থানীয় বিচারক। সুতরাং কটেজের ওই ঘটনার পর স্বভাবতই ভাউলস সর্বপ্রথম তাকেই ঘটনাটা জানাতে আসবে।

না। লোকটা সার্জেন্ট ভাউলস নয়। আকাশের পটভূমিতে যেটুকু দেখলাম তাতে বোঝা গেল যে লোকটা ভাউলসের চেয়ে লম্বা আর তার মত অতটা গোলগাল নয়। ও সিঁড়ির ধাপগুলো বেয়ে উঠে দরজায় জোরে জোরে করাঘাত করতে লাগল।

এত জোরে করাঘাত বোধহয় এই হল প্রতিষ্ঠার পর আর কখনও হয়নি।

করাঘাতের ফাঁকে ফাঁকে লোকটা গুনগুন করে গানও ভাঁজছিল। গানটা সম্ভবত "লীড, কাইন্ডলি লাইট"। আর এই গান শুনেই চিনতে পারলাম ওকে। আগেও এই

www.BanglaBook.org

গান শুনেছি। কটেজে আসার পর আমি যখন ব্যানজোলেলে ফক্সট্রট বাজাতাম ব্রিংকলি তখন রান্নাঘরে ওই গানটিরই সুর ভাঁজত। নিশ্চয়ই ওই রকম গলা চাফনেল রেজিসে আর কারও নেই। রাতের এই আগন্তুক, অতএব, আর কেউ নয়, আমার সেই বজ্জাত ব্যক্তিগত পরিচারকটিই। আর ও এখানে কেন এসেছে তা বেশ ভালই বুঝতে পারছি।

দালানের ভিতর আলো জ্বলে উঠল এবং সামনের দরজাটা খুলে গেল। ঘুমজড়ানো কণ্ঠের কথা শোনা গেল। গলাটা চাফির। নিয়ম অনুযায়ী অবশ্য দরজা খুলে দেয়ার কথা চাকরবাকরদের কারও। আমার ধারণা, দরজায় প্রচণ্ড শব্দে করাঘাত শুনে চাফি এটাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে নিজেই ছুটে এসেছে। তবে ওর গলা শুনে ওকে খুব খুশি বলে মনে হলো না।

'ওরকম বিদঘুটে শব্দ করছ কেন?'

'শুভ সন্ধ্যা, সার।'

'শুভ সন্ধ্যা, মানে? কী বলতে...?'

আমার মনে হলো ও আরও কিছু বলত। কারণ ওকে খুব ক্ষুব্ধ মনে হচ্ছিল। কিন্তু ব্রিংকলি বাধা দিল।

'ভূতটা কি ভিতরে ঢুকেছে?'

খুব সহজ প্রশ্ন। 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' বলে জবাব দেয়া যায়। কিন্তু চাফি কিছুটা বিভ্রান্ত হলো বলে আমার মনে হলো।

'কে-ভিতরে?'

'ভূত, সার।'

আমি অবশ্যই বলব যে চাফিকে আমার কখনও খুব দ্রুত চিন্তার লোক বলে মনে হয়নি। ও একটু দেরিতে সবকিছু বোঝে। কিন্তু আমি বলতে বাধ্য যে, এই মুহূর্তে সে যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিল সেজন্য তার কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হয়।

'তুমি কি সুস্থ আছ?'

'হ্যাঁ, সার।'

চাফি কাগজের ঠোঙার মত ফেটে পড়ল। আমি ওর চিন্তাপ্রবাহ সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম। গতরাতে কটেজের ঘটনায় ওর মানসপ্রতিমা যেভাবে ওকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাতে ভেতরে ভেতরে ও গুমরে মরছে। ওর সেই অবদমিত আবেগ বহিঃপ্রকাশের একটা পথ খুঁজছিল আর এই মুহূর্তে সেই সুযোগটাই মিলে গেল ওর। বিধাতাই এজন্যে ওই করাঘাতকারীকে চাফির কাছে হাজির করেছে।

ফিফথ ব্যারন চাফি ব্রিংকলিকে কষে একটা লাথি হাঁকাল এবং একের পর এক লাথি মারতে মারতে ওকে সিঁড়ি থেকে তাড়া করে বেশ কিছুদূর নিয়ে গেল। যে ঝোপের মধ্যে আমি লুকিয়েছিলাম তার পাশ দিয়ে চল্লিশ মাইল বেগে দুজন ছুটে চলল এবং অনেকদূরে চলে গেল। একটু পরেই পায়ের শব্দ কানে এল তার সাথে ভেসে এল শিস। চাফি ফিরে আসছে ওর মনের ভার অনেকটা লাঘব করে।

আমার ঠিক সামনে এসে ও সিগারেট ধরানোর জন্য থামল। আর আমার মনে হলো এটাই ওর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের মোক্ষম সময়।

আপনাদের বুঝতে হবে যে গতরাতে আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হবার সময় দুজনের সম্পর্ক খুব মধুর ছিল না। তাই ওর সাথে গল্প-গুজবে মেতে ওঠার তেমন

www.BanglaBook.org

ইচ্ছে আমার ছিল না। আর আমার চেহারা যদি এমন মসী লিপ্ত না থাকত তা হলে আমি ওকে এড়িয়েই যেতাম। কিন্তু এখন চাফিই আমার শেষ ভরসা। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত পরিচারিকাদের সাথে আবারও দেখা হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় পেছনের দরজায় আর যাওয়া যাবে না। অতএব আজ রাতে জীভসের সাথে যোগাযোগ করার কোনও উপায় নেই। অজ্ঞাতপরিচয় লোকের মত এই তল্লাটের কোনও বাড়িতে গিয়ে মাখন চাওয়াও সম্ভব নয়। যে লোককে আপনি কখনও দেখেননি সে যদি মুখে কালি মেখে আপনার বাড়িতে গিয়ে মাখন চায় তা হলে আপনার প্রতিক্রিয়া কী হবে তা নিশ্চয়ই আপনি জানেন। আপনি নিশ্চয়ই তার প্রতি সহানুভূতি দেখাবেন না।

অতএব, এই অবস্থায় একমাত্র চাফিই হতে পারে আমার যথার্থ পরিত্রাতা। ওর কাছে মাখন আছে এবং ব্রিংকলিকে লাথি মেরে ওর মনের বোঝা অনেকটা লাঘব হয়েছে। মনের এই অবস্থায় ও হয়তো ওর স্কুলজীবনের বন্ধুকে খানিকটা মাখন দিতে আপত্তি করবে না। সুতরাং আমি নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

'চাফি!' আমি বললাম।

এখন আমার মনে হয় যে ওকে আগে থেকেই আমার উপস্থিতির আভাস দেয়া উচিত ছিল। কোন অপ্রত্যাশিত কণ্ঠ হঠাৎ যদি এভাবে আপনার ঘাড়ের কাছে শব্দ করে উঠে তা হলে আপনিও তা পছন্দ করবেন না। মাথাটা ঠাণ্ডা থাকলে আমি নিজেও ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পারতাম। পরিচারিকাটি যে কাণ্ড করেছিল তার পুরোপুরি পুনরাবৃত্তি হলো এ কথা বলব না, তবে চাফি যা করল তা তার কিছুটা কাছাকাছি তো বটেই। বেচারা লাফিয়ে উঠল। হাত থেকে সিগারেট পড়ে গেল। দাঁতে দাঁতে ঠোক্কর লাগল এবং সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। পোনা ছাড়ার সময় স্যামন মাছ অনেকটা এইরকম করে।

কণ্ঠে মধু ঢেলে আমি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলাম।

'চাফি, আমি বার্ট্রাম।'

'কে?'

'বার্টি।'

'বার্টি?'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ।'

'ওহ্!'

ওর এই 'ওহ্'টা আমার পছন্দ হলো না। তাতে কোনও আন্তরিকতা ছিল না। কে কখন কার প্রিয় থাকে আর কখন থাকে না তা সহজেই বোঝা যায়। পরিষ্কার বুঝলাম যে এই মুহূর্তে আমি ওর প্রিয় মানুষ নই। সুতরাং আসল বক্তব্যে পৌঁছনোর আগে খানিকটা তোষামোদ করলে বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়া হবে বলে আমার মনে হলো।

'লোকটাকে তুমি আচ্ছা করে ঢিট করেছ চাফি,' আমি বললাম। 'দারুণ তোমার পায়ের কাজ! আমারও লোকটাকে অমনি করে লাথি কষাবার ইচ্ছা ছিল।'

'কে ও?'

'আমার ভ্যালে ব্রিংকলি।'

'কী করছিল ও এখানে?'

www.BanglaBook.org

'আমার ধারণা আমার খোঁজ করতে এসেছিল।'

'কটেজে ছিল না কেন?'

আসল খবরটা দেবার জন্য এইরকম একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম আমি।

'আমার ধারণা তোমার একটা কটেজ কমে গেছে।'

'কী?'

'ব্রিংকলি ওটা পুড়িয়ে দিয়েছে। নিশ্চয়ই বীমা করা ছিল?'

'ওই লোকটাই পুড়িয়ে দিয়েছে? কীভাবে, কেন?'

'বোধহয় খেয়ালের বশে। ওর কাছে সম্ভবত এটা একটা চমৎকার কাজ বলে মনে হয়েছিল।'

ব্যাপারটাকে চাফি খুব সহজভাবে নিল না। ও গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল। তা ও একটু ভাবতে থাকুক। যত ভাবনাচিন্তা করতে পারে করুক। আমিও সেটাই চাচ্ছিলাম। তবে কিনা আমাকে ১০টা ২১ মিনিটের ট্রেন ধরতে হবে। তাই সব কাজ একটু ঝটপট করে নেয়া দরকার। প্রতিটি মুহূর্ত এখন আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

'ইয়ে,' আমি বললাম, 'তোমাকে বিরক্ত করতে চাই না...'

'কটেজটা কোন্ আক্কেলে পোড়াতে গেল ও?'

'ব্রিংকলির মত লোকদের মনস্তত্ত্ব অনুধাবন করা চাট্টিখানি কথা নয়। ওদের চালচলন খুবই রহস্যজনক। পুড়িয়ে দিয়েছে, ব্যস। শুধু এটুকুই বলা যায়।'

'তুমি কি নিশ্চিত যে তুমি নিজে এটা করনি?'

'আরে দোস্ত!'

'তোমার মত মাথামোটা বেআক্কেল লোকের পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়।' চাফি বলল। ওর গলায় ক্ষোভের সুর শুনতে পেলাম। 'সে যাই হোক, এখানে কী করছ তুমি? কাল যা হয়ে গেছে তারপর তুমি যদি মনে কর যে এখানে ঘুরঘুর করে...?'

'আমি জানি, জানি। বুঝি, বেশ বুঝি। বেদনাদায়ক ভুল বোঝাবুঝি। চরম ঘৃণা। বার্ট্রাম সম্পর্কে ভুল ধারণা। কিন্তু...'

'তা এই সময় এখানে তুমি হাজির হলে কী করে? তোমাকে তো দেখিনি এতক্ষণ!'

'আমি ঝোপের মধ্যে বসেছিলাম।'

'ঝোপের মধ্যে বসেছিলে?'

কথাটা যেভাবে ও বলল তাতে বেশ স্পষ্ট হয়ে গেল যে আবারও আমার সম্পর্কে ও ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। আমি দেশলাই কাঠি জ্বালানোর শব্দ শুনলাম। পরের মুহূর্তে ও সেই আলোয় আমাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। আলোটা নিভে গেল আর আমি ওর ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ শুনলাম।

ওর মনের মধ্যে কী হচ্ছিল তা বেশ বুঝতে পারছিলাম। দ্বিধাদ্বন্দ্ব চলছিল সেখানে। গতকালের বেদনাদায়ক বিচ্ছেদের পর আমার প্রতি ওর বিরূপতার সাথে বহুদিনের বন্ধুত্বের দায়-দায়িত্বের লড়াই চলছে ওর মনে। ও ভাবছিল স্কুলজীবনের পুরনো বন্ধুর সাথে ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক যদি ছিন্ন হয়ে যায়ও তা হলেও আমাকে এই অবস্থায় ফেলে ও যেতে পারে না।

'তুমি বরং ভেতরে গিয়ে ঘুমোবে, চল,' একটু বিরক্ত হয়েই বলল চাফি, 'হাঁটতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারবে তো?'

'আমি ঠিক আছি।' তাড়াতাড়ি বললাম।

'তুমি যা ভাবছ, আসলে তা নয়।'

'তুমি মাতাল হওনি?'

'একটুও না।'

'তবু ঝোপের মধ্যে বসেছিলে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু...'

'আর তোমার মুখভর্তি কালো রঙ।'

'আমি জানি। সবুর কর। সব বলছি।'

আপনাদের নিশ্চয়ই এমন অভিজ্ঞতা আছে যে একটা দীর্ঘ কাহিনির অনেকটা বয়ান করেও শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেননি। খুবই করুণ অভিজ্ঞতা। এখন আমারও সেই অবস্থা। ও অবশ্য মুখে কিছু বলল না। কিন্তু আমার কথা শোনার সময় ও যেভাবে জন্তুর মত নড়াচড়া করতে লাগল তাতে আমি নিশ্চিত হলাম যে ও আমাকে নিঃশব্দে উপেক্ষা করে চলেছে।

যাই হোক আমি সংক্ষেপে মূল ঘটনার বিবরণ দিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যটা পেশ করলাম।

'মাখন চাই। চাফি, বুড়ো খোকা।' আমি বললাম, 'একটুকরো মাখন। তোমার কাছে যদি মাখন থাকে তা হলে এনে দাও। তুমি রান্নাঘর থেকে জিনিসটা না আনা পর্যন্ত আমি এখানেই অপেক্ষা করব। আর তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে আমার জন্য সময় এখন কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আমাকে ট্রেন ধরতে হবে।'

কিছুক্ষণ নীরব রইল চাফি। যখন কথা বলল তখন ওর গলাটা আমার কানে ভারী বিশ্রী লাগল এবং আমি স্বীকার করেছি যে আমার মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল।

'ব্যাপারটা আমাকে ভাল করে বুঝতে দাও।' চাফি বলল, 'তুমি আমাকে মাখন এনে দিতে বলছ?'

'হ্যাঁ, বলছি।'

'যাতে করে তুমি মুখটা পরিষ্কার করে লন্ডন চলে যেতে পার?'

'হ্যাঁ।'

'এভাবে স্টোকারের কবল থেকে পালাতে চাইছ?'

'ঠিক। চমৎকার বুঝতে পেরেছ!' অভিনন্দন জানাবার মত করে বললাম, 'ছ'জন লোকও এত নির্ভুলভাবে ব্যাপারটা বুঝতে পারত না। সাধে কী আমি সবসময় তোমার তীক্ষ্ণবুদ্ধির তারিফ করি? চাফি, ক্ষুরধার বুদ্ধি তোমার!'

কিন্তু মনটা আমার তখনও ভারাক্রান্ত হয়েই ছিল। আর অন্ধকারে ও যখন গাঢ় আবেগের সাথে কথা বলে উঠল তখন তা আরও বিশ্রী শোনাল।

'তার মানে হলো,' চাফি বলল, 'পবিত্র কর্তব্য থেকে পলায়ন করতে তোমাকে সাহায্য করতে বলছ। তাই না?'

'কী?'

'প্রশ্নটা বুঝতে পারছ না?' চাফি চটে গিলে বলল। রাগে ও কাঁপছিল বলে মনে হলো, তবে তা নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না, মানে অন্ধকারের জন্যে। 'তুমি যখন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোমার ওই নোংরা কাহিনিটা বলছিলে তখন আমি বাধা দেইনি। কারণ ব্যাপারটা আমি ভাল করে জেনে নিতে চেয়েছিলাম। এখন বোধহয় এ সম্পর্কে আমার কিছু বলার সময় হয়েছে।'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ জাতীয় শব্দ করল চাফি।

'তুমি লন্ডনের ট্রেন ধরতে চাও, তাই না? বেশ তো, উস্টার, তুমি নিজে তোমার সম্পর্কে কী ভাব তা আমি জানি না। কিন্তু একজন নিরপেক্ষ দর্শক তোমার আচরণ কোন দৃষ্টিতে দেখে তা যদি জানতে চাও তা হলে আমি তোমাকে জানাতে চাই যে আমার মতে তুমি একটা নচ্ছার, অনামুখো, ভোঁদড়, গিরগিটি। হায় খোদা! সুন্দরী মেয়েটি তোমাকে ভালবাসে। আর ওর বাবা খুব তাড়াতাড়ি ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে একপায়ে খাড়া। আর তুমি কিনা তাতে খুশি হওয়ার বদলে কেটে পড়ার মতলব আঁটছ!'

'কিন্তু, চাফি...'

'অস্বীকার করতে চেষ্টা কোরো না।'

'কিন্তু, ধুত্তোর ছাই, ও আমাকে মোটেও ভালবাসে না।'

'আহা! ও তো তোমার প্রতি সাংঘাতিক অনুরক্ত। তোমার সাথে মিলিত হবার জন্যেই ও ইয়ট ছেড়ে সাঁতার কেটে তীরে এসেছিল।'

'ও তোমাকে ভালবাসে।'

'হাঃ!'

'হ্যাঁ, তোমাকে ভালবাসে, আমি বলছি তো। তোমার সাথে দেখা করতেই গতরাতে ও সাঁতরে তীরে এসেছিল। আর তুমি ওকে সন্দেহ করেছ এই ক্ষোভেই প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ও আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে।'

'হাঃ!'

'অতএব মাথা ঠাণ্ডা করে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা কর এবং আমাকে মাখন এনে দাও।'

'হাঃ!'

'বারবার "হাঃ হাঃ" কোরো না তো! এতে কোনও সমাধান হয় না। শোনায়ও বিশ্রী। আমাকে মাখন পেতেই হবে, চাফি। আমার জন্যে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। পরিমাণে সামান্য হলেও চলবে। তোমার স্কুলজীবনের সেই বন্ধু, যাকে তুমি সেই শিশুকাল থেকে চেনো সেই উস্টারের জন্য একটু মাখন নিয়ে এসো, চাফি।'

আমি থামলাম। মনে হলো আমার কথায় কাজ হয়েছে। আমার ঘাড়ের উপর ও হাত রাখল। তাতে কোমলতার আভাস আছে বলেই মনে হলো।

তা একটু নরমও হয়েছিল বৈকি, তবে অন্য দিকে।

'এই ঘটনা সম্পর্কে আমার মনোভাবটা কী তা একেবারে স্পষ্ট করেই বলতে চাই, বাটি,' ও বলল, আর ওর কণ্ঠে ছিল এক ধরনের জান্তব কোমলতা। 'মেয়েটাকে ভালবাসিনি এমন মিছে কথা আমি বলব না। গতকাল যা ঘটে গেছে তারপরেও ওকে আমি ভালবাসি। স্যাভয় গ্রিলে, প্রথমদিন, বেশ মনে আছে, লবীতে একটা চেয়ারে বসে ও মার্টিনি পান করছিল। কারণ, সার রডারিক আর আমি দেরিতে পৌঁছেছিলাম। আর ওর বাবা ভেবেছিলেন যে চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে একটা কিছু পান করাই

www.BanglaBook.org

ভাল। আমাদের চারচোখের মিলন হলো। আর তক্ষুণি আমি বুঝতে পারলাম যে এই তো সেই মেয়ে যাকে আমি এতদিন ধরে খুঁজে ফিরছি। কিন্তু ও যে তোমার জন্য পাগল তা আমি এতটুকুও ধারণা করতে পারিনি।'

'মোটেও আমার জন্য পাগল নয়।'

'সে তো বোঝাই যাচ্ছে। জানি যে আমি কোনওদিন ওকে জয় করতে পারব না। কিন্তু, বার্টি, একটা কাজ তো করতে পারি। ওর প্রতি আমার গভীর অনুরাগের কারণে ওর সুখ যাতে ক্ষুণ্ন না হয় সেজন্য চেষ্টা করতে পারি। এখন ওর সুখটাই বড় কথা। যে কারণেই হোক ও তোমার স্ত্রী হবে বলে সংকল্পবদ্ধ হয়েছে। কেন, তা বলা সম্ভব নয়, তার দরকারও নেই। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে ও যদি তোমাকে পেতে চায় তা হলেও অবশ্যই তোমাকে ওর পাওয়া উচিত। খুবই মজার ব্যাপার যে মেয়েটার সুখের স্বপ্ন ভেঙে দিতে এবং মানব-চরিত্রের মহত্ত্বর দিকের উপর ওর সরল বিশ্বাস চূর্ণ করে দিতে তুমি কিনা আমার সাহায্য চাইছ! তুমি কি মনে কর যে তোমার ওই নোংরা পরিকল্পনায় আমি সায় দেব? কক্ষনো না। তুমি আমার কাছে মাখন পাবে না, বাছা! তুমি যেমন আছ ঠিক তেমনি থাকবে এবং আমার বিশ্বাস, চিন্তাভাবনার পর তোমার এই বোধোদয় হবে যে ইয়টে ফিরে গিয়ে একজন ইংরেজ ভদ্রলোকের মতই তোমার কর্তব্য পালন করা উচিত।'

'কিন্তু, চাফি...'

'এবং তুমি যদি চাও তা হলে তোমার বিয়েতে আমি সাক্ষী হতে রাজি আছি। বেদনাদায়ক অবশ্যই। তবু তুমি চাইলে আমি তা করব।'

আমি ওর হাত চেপে ধরলাম।

'মাখন, চাফি!'

ও মাথা নাড়ল।

'মাখন পাবে না, উস্টার। এতেই তোমাকে বেশ ভাল দেখাচ্ছে।'

এই বলে ও আমার হাতটা নোংরা দস্তানার মত ছাড়িয়ে দিয়ে রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

আমি ওখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম বলতে পারব না। অল্প সময় হতে পারে, দীর্ঘ সময়ও হতে পারে। হতাশা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল আর ওই অবস্থায় কেউ ঘড়ির দিকে তাকায় না।

ধরুন, পাঁচ মিনিট, কিংবা দশ মিনিট কিংবা পনেরো মিনিট এমনকী ত্রিশ মিনিট পরেও হতে পারে, আমার খেয়াল হলো, কে যেন আমার পাশে মৃদু স্বরে কাশছে: মেষপালকের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ভদ্র মেষশাবকেরা যেমনটা করে থাকে। ঠিক ওই অবস্থায় জীভসের উপস্থিতি টের পেয়ে আমি যে কতটা পুলকিত হয়েছিলাম তা কেমন করে আপনাদের বোঝাব?

সর্বশেষ মাখন পরিস্থিতি

জীভসের উপস্থিতি আমার কাছে এক বিরাট রহস্য বলে মনে হলো, তবে এর নিশ্চয়ই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা সহজ ব্যাখ্যা আছে।

'আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আপনি এই জায়গা ছেড়ে যাননি, সার,' ও বলল, 'বেশ কিছুক্ষণ ধরে আপনাকে খুঁজছি। রান্নাঘরের পরিচারিকা পেছনের দরজা খুলে একজন কালো লোককে দেখে মূর্ছা গেছে শুনেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আপনি ওখানে গিয়েছিলেন। কোনও সন্দেহ নেই, আমার খোঁজেই। কোনওকিছু গড়বড় হয়ে গেছে, সার?'

আমি কপাল মুছলাম। 'জীভস,' আমি বললাম, 'আমার এখন মাকে ফিরে পাওয়া হারানো শিশুর মত লাগছে।'

'সত্যি, সার?'

'অবশ্য যদি তোমাকে মা বলে মনে করলে তোমার আপত্তি না থাকে।'

'একটুও আপত্তি নেই, সার।'

'ধন্যবাদ, জীভস।'

'কিছু একটা গোলমাল হয়েছে, মনে হচ্ছে, সার।'

'গোলমাল! মহা বিপদে পড়তে হয়েছিল। প্রথম কথা হলো, সাবান-পানিতে কালি মোছা গেল না।'

'না, সার। আপনাকে জানানো উচিত ছিল যে মাখন হচ্ছে এ-ক্ষেত্রে মোক্ষম দাওয়াই।'

'তাই। তো আমি যখন মাখন আনতে যাব ঠিক সেই সময় ব্রিংকলি–আমার নতুন ভ্যালে–হঠাৎ হাজির হয়ে কটেজটা পুড়িয়ে ফেলল।'

'খুব খারাপ, সার।'

'শুধু "খুব খারাপ" বলাটা যথেষ্ট নয়। আমি একেবারে সমস্যার আবর্তে নিক্ষিপ্ত হলাম। এখানে এসে তোমার খোঁজ করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু রান্নাঘরের পরিচারিকা তা-ও ভণ্ডুল করে দিল।'

'খুব কল্পনাপ্রবণ মেয়ে, সার। দুর্ভাগ্যবশত ঠিক ওই সময় ও আর বাবুর্চি ওয়্যুজা বোর্ড নিয়ে সময় কাটাচ্ছিল। আমার ধারণা, ফলাফলটা ছিল মজার। ও আপনাকে মূর্তিমান ভূত বলে মনে করেছিল।'

আমি একটু কেঁপে উঠলাম।

'বাবুর্চিরা যদি রোস্ট আর বেকন নিয়ে মাথা ঘামায়,' আমি ক্ষোভের সাথে বললাম, 'এবং মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের চর্চা না করে তা হলে মানুষের জীবন অনারকম হত।'

'ঠিক বলেছেন, সার।'

'যাই হোক, পরে চাফির সাথে আমার কথা হয়েছে। ও আমাকে মাখন দেবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে।'

'সত্যি, সার?'

'ও খুব বদমেজাজে ছিল।'

'মাননীয় লর্ড মনের দিক থেকে খুব বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন, সার।'

'তাই তো মনে হলো। ও আমাকে এইভাবে ফেলে রেখে চলে গেল। যা হোক, চাফির উপর রাগ করা ঠিক হবে না। সবসময়ই আমার মনে পড়বে যে ও ব্রিংকলিকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঠিকমত লাথি হাঁকিয়েছিল। তা দেখেও ভাল লেগেছিল আমার। আর তুমি তো এসেই পড়েছ। অতএব সব ঝামেলা এখন চুকেবুকে যাবে।'

'সত্যি কথা বলতে কী, সার, আপনার জন্য আমি আনন্দের সঙ্গে মাখন এনে দেব।'

'কিন্তু এখনও কি ১০টা ২১ মিনিটের ট্রেন ধরার সময় পাওয়া যাবে?'

'মনে হয় না, সার, তবে ১১টা ৫০মিনিটে আর একটা ট্রেন আছে।'

'তা হলে আর কোনও সমস্যা নেই।'

'জ্বি, সার।'

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। খুব আরাম অনুভব করতে লাগলাম।

'আমার ধারণা তুমি রাস্তায় আমার খাওয়ার জন্য কিছু স্যান্ডউইচও সংগ্রহ করতে পারবে। পারবে না?'

'অবশ্যই পারব।'

'এবং কিছু পানীয়?'

'নিঃসন্দেহে, সার।'

'তো এই মুহূর্তে যদি তোমার কাছে সিগারেটজাতীয় কিছু থাকে তা হলে খুব ভাল হয়।'

'টার্কিশ না ভার্জিনিয়ান, সার?'

'দু-রকমই।'

দেহমনকে চাঙ্গা করার জন্য ধীরেসুস্থে সিগারেট টানার মত ভাল কিছু আর নেই। কিছুক্ষণ আমি গভীর প্রশান্তির সাথে সিগারেট ফুঁকলাম এবং আমার স্নায়ু ক্রমশ ধাতস্থ হলো। একটু একটু করে আমি পুরোপুরি চাঙ্গা হয়ে উঠলাম, উজ্জীবিত হয়ে উঠলাম এবং আমার আলাপচারী করার মেজাজ ফিরে এল।

'ভেতরে চিৎকার হচ্ছিল কী নিয়ে, জীভস?'

'সার?'

'চাফির সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার একটু আগে দালানের ভিতর থেকে জান্তব চিৎকার ভেসে এসেছিল। সীবেরীর গলা বলে মনে হলো।'

'হ্যাঁ, সার, মাস্টার সীবেরীই। আজ রাতে উনি খুব খেপে আছেন।'

'ওকে কিছু কামড়েছে নাকি?'

'ইয়টে নিগ্রোদের বাজনার অনুষ্ঠানে যেতে না পেরে উনি খুব হতাশ হয়ে পড়েছেন, সার।'

'ওর দোষেই তো এমনটা হলো। একেবারে খুদে শয়তান! ডোয়াইটের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চাইলে ওর সঙ্গে মারপিট না করাই ছোকরার উচিত ছিল। বোকা ছেলে কোথাকার!'

'ঠিক কথা, সার।'

'তো ওর কী ব্যবস্থা হলো? ও চিৎকার থামিয়ে ফেলল বলে মনে হলো। ওকে কি ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করা হয়েছিল নাকি?'

'না, সার। শুনেছি ছেলেটার জন্য কিছু একটা বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'তার মানে? ওখানেও কি নিগ্রোদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'না, সার। আমি শুনেছি মাননীয়া লেডী এ ব্যাপারে সহায়তা করতে সার রডারিক গ্লসপকে অনুপ্রাণিত করেছেন।'

ব্যাপারটা আমার বোধগম্য হলো না।

'গ্লসপ বুড়ো?'

'হ্যাঁ, সার।'

'কিন্তু উনি কী করবেন?'

'শুনেছি, সার, ওঁর কণ্ঠটা খুব সুরেলা এবং যৌবনে-চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নকালে উনি বিভিন্ন কনসার্ট ও ওই ধরনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন।'

'ওই গ্লসপ বুড়ো?'

'হ্যাঁ, সার, উনি যখন মাননীয়া লেডীকে এ-কথা বলছিলেন তখন তা আমার কানে গেছে।'

'কিন্তু, আমার এমন ধারণা ছিল না।'

'ওঁর এখনকার চেহারাসুরত দেখলে কারোরই তা মনে হবে না, সার, একথা আমি স্বীকার করি।'

'মানে তুমি বলতে চাইছ যে উনি গান গেয়ে ছোঁড়াটাকে শান্ত করতে চাইছেন।'

'হ্যাঁ, সার। মাননীয়া লেডী ওঁর সাথে পিয়ানো বাজাবেন।'

আমি সন্দেহ প্রকাশ করলাম।

'এতে কাজ হবে না, জীভস, নিজেই ভেবে দেখ।'

'সার?'

'ছেলেটা নিগ্রোদের গান শুনতে চায়। তার বদলে একজন সাদামুখো পাগলা-ডাক্তার গান গাইবে আর ওর মা পিয়ানো বাজাবে ও কি তা মেনে নেবে?'

'সাদামুখো নয়, সার।'

'কী?'

'না, সার। প্রশ্নটা নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল এবং মাননীয়া লেডী অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে নিগ্রোদের মত কিছু একটা করা অপরিহার্য। মাস্টার সীবেরী একবার খেপে গেলে খুব জেদী হয়ে ওঠেন।'

আমি উত্তেজিত হয়ে পুরো একগাল ধোঁয়া খেয়ে ফেললাম।

'বুড়ো গ্লসপ নিশ্চয়ই নিজের মুখে কালো রঙ লাগাচ্ছেন না?'

'লাগাচ্ছেন, সার।'

'জীভস, কী সব আজেবাজে কথা বলছ তুমি? এ হতেই পারে না। উনি সত্যি সত্যি মুখে কালি লাগাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, সার।'

'এটা অসম্ভব।'

'সার রডারিক, সার, এখন মাননীয়া লেডীর যে-কোনও কথায় তাল দিচ্ছেন।'

'তার মানে, উনি প্রেমে পড়েছেন?'

'হ্যাঁ, সার।'

'এবং ভালবাসা সর্বজয়ী?'

'হ্যাঁ, সার।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তা সত্ত্বেও...। আচ্ছা, জীভস, তুমি যদি প্রেমে পড়তে তা হলে কি ভালবাসার মানবীর ছেলের চিত্ত বিনোদনের জন্য নিজের মুখে কালিঝুলি মাখতে?'

'না, সার, আমরা সবাই এক ধরনের মানুষ নই।'

'ঠিক।'

'সার রডারিক প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু মাননীয়া লেডী তাঁর আপত্তি উড়িয়ে দিয়েছেন। তা সত্যি বলতে কী, সার, কাজটা মাননীয়া লেডী মোটামুটি ভালই করেছেন। সার রডারিকের এই মহত্ত্ব তাঁর ও মাস্টার সীবেরীর মধ্যে মন কষাকষির অবসান ঘটাবে। আমি জানতে পেরেছি, সার, যে মাস্টার সীবেরী সার রডারিকের কাছ থেকে আত্মরক্ষার অর্থ আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এতে উনি খুব অসন্তুষ্ট।'

'ছোঁড়াটা বুড়ো গ্লসপকেও বাগে আনতে চেষ্টা করেছিল?'

'হ্যাঁ, দশ শিলিং-এর জন্যে। আমি খোদ মাস্টার সীবেরীর কাছ থেকেই খবর পেয়েছি।'

'সবাই তোমার কাছে গোপন কথা বলে?'

'হ্যাঁ, সার।'

'বুড়ো গ্লসপ্ রাজি হননি?'

'না, সার, তার বদলে উনি মাস্টার সীবেরীর উদ্দেশে একটা ছোটখাট ভাষণ দিয়েছিলেন। এতে করে মাস্টার সীবেরী খুব চটে গিয়েছেন এবং আমার মনে হলো যে, উনি প্রতিশোধ নেয়ার পরিকল্পনা করছেন।'

'ভবিষ্যৎ সৎ-বাবার সাথে ফাজলামো করার সাহস হবে না ওর, হবে?'

'ছেলে ছোকরারা খুব বদমেজাজী হতে পারে, সার।'

'ঠিক, আগাথা খালার ছেলে থস আর ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সেই ঘটনাটা মনে আছে, জীভস?'

'হ্যাঁ, সার।'

'দুরভিসন্ধির বশবর্তী হয়ে থস ওকে একটি নির্জন দ্বীপে একটা হাঁসের সঙ্গে ফেলে রেখে এসেছিল।'

'হ্যাঁ, সার।'

'তা এদিকে হাঁস-টাঁসের খবর কী? বুড়ো গ্লসপকে হাঁসের সাথে বসবাস করতে দেখলে বেশ খুশিই হতাম।'

'আমার মনে হচ্ছে, সার, মাস্টার সীবেরী সার গ্লসপকে রুবী ট্র্যাপের মত একটা কিছুতে ফেলার কথা ভেবে রেখেছেন।'

'হতে পারে। ছোঁড়াটার কল্পনাশক্তি বলে কিছু নেই। দূরদৃষ্টিও নেই। আমি লক্ষ করেছি। ওর চিন্তাভাবনা হলো-কীসের মত যেন?'

'শহুরে, সার।'

'ঠিক। গ্রামের বিরাট প্রাসাদে বসবাসের এতসব সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ও বড়জোর দরজার সামনে ভুসো মেশানো পানি ঢেলে পিচ্ছিল করে রাখার কথা ভাববে। এ-তো শহরতলীতেও করা যায়। সীবেরী সম্পর্কে আমার কখনোই উঁচু ধারণা ছিল না আর এখন নিচু ধারণার সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ভুসো-পানি না, সার। আমার ধারণা মাস্টার সীবেরী পুরনো দিনের মত মাখন দিয়ে রাস্তা পিচ্ছিল করার কথা ভাবছেন। মাখন কোথায় রাখা হয় উনি গতকাল আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং সেই প্রসঙ্গে খুব সতর্কতার সাথে কয়েকদিন আগে ব্রিস্টলে দেখা একটি কৌতুক-চলচ্চিত্রের উল্লেখ করেছিলেন যাতে ওই ধরনের একটা কিছু ছিল।'

আমি খুব বিরক্ত হলাম। খোদা জানেন যে সার রডারিক গ্লসপের মত লোককে কেউ যে কোনওরকম একটা ল্যাং মারলেই উস্টার দারুণ খুশি হবে। তাই বলে মাখন দিয়ে রাস্তা পিচ্ছিল করে? বুবী ট্র্যাপের একেবারে অশ্রাব্য। ড্রোনসের কোনও সদস্যই এসব সমর্থন করবে না।

আমি বিদ্রূপের হাসি হাসতে গিয়ে থেমে গেলাম। শব্দটা আমাকে মনে করিয়ে দিল যে জীবনটা নানারকম ঝঞ্ঝাটে ভরা এবং সময় দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে।

'মাখন, জীভস! এখানে আমরা আলস্যভরে দাঁড়িয়ে আছি, মাখনের কথা বলছি অথচ তোমার এতক্ষণে দৌড়ে গিয়ে মাখন নিয়ে আসা উচিত ছিল।'

'এখুনি যাচ্ছি, সার।'

'কোথায় আছে, নিশ্চয়ই জানো?'

'হ্যাঁ, সার।'

'আর তুমি জান যে মাখনেই কাজ হবে?'

'অবশ্যই, সার।'

'তা হলে আর দেরি কোরো না। দৌড়াও!'

আমি একটা ওল্টানো টবের উপর বসে চারদিকে নজর রাখতে লাগলাম। এই বাড়ির কাছেপিঠে পৌঁছানোর পর আমার যে মানসিক অবস্থা ছিল এখন তা একেবারে পাল্টে গেছে। বলতে গেলে তখন আমি ছিলাম একজন কপর্দকশূন্য হতচ্ছাড়া। আমার কোনও আশা-ভরসা ছিল না। কিন্তু আমি এখন আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। একটু পরেই জীভস মাখন নিয়ে ফিরে আসবে। তার একটু পরেই আমি আবার স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হব। যথাসময়ে নিরাপদে ১১টা ৫০ মিনিটের ট্রেনে চেপে লন্ডন ফিরে যাব।

খুব উৎফুল্ল বোধ করতে লাগলাম আমি। হাল্কা মনে রাতের বাতাস উপভোগ করতে লাগলাম। ঠিক এইরকম সময় বাড়ির ভেতর থেকে হৈ- চৈ ভেসে এল।

শোরগোলের অনেকটাই সীবেরীর অবদান বলে মনে হলো। মাঝে মাঝে ডাউগার লেডী চাফনেলের তীক্ষ্ণধার কিন্তু অস্পষ্ট কণ্ঠও ভেসে আসতে লাগল। মনে হলো তিনি যেন কাকে ভর্ৎসনা করছেন। এগুলোর সাথে যোগ হলো একটি গম্ভীর ভারী কণ্ঠ—নিঃসন্দেহে ওটা সার রডারিকের গলা। সমস্তটাই ভেসে আসছিল ড্রইংরুম থেকে। হাইড পার্কে বেড়াবার সময় একবার আমি সমবেত সঙ্গীতে যোগ দিয়েছিলাম। তখন যে কোলাহল হয়েছিল এখানেও অনেকটা তেমনি হচ্ছিল বলে মনে হলো।

এর অল্প একটু পরেই হলের সম্মুখ দরজাটা হঠাৎ করে খুলে গেল এবং কে যেন দৌড়ে বেরিয়ে এল। দরজাটা আবার তখনি বন্ধ হয়ে গেল। যে লোকটা বেরিয়ে এল সে দ্রুতপায়ে ফটকের দিকে চলে গেল। মুহূর্তের জন্য তার উপর হল থেকে বেরিয়ে

www.BanglaBook.org

আসা আলো পড়ল আর তাতেই আমি লোকটাকে চিনে ফেললাম।

তিনি আর কেউ নন, সার রডারিক গ্লসপ। আর ওঁর মুখটা ইশকাপনের টেক্কার মত কালো।

ব্যাপারটা কী ঘটেছে তা নিয়ে আমি যখন সাত-পাঁচ ভাবছিলাম তখন উইলসকে আসতে দেখা গেল।

ওকে দেখে আমি খুশি হলাম। ঘটনাটা সম্পর্কে আমার জানতে ইচ্ছে করছিল।

'কী ব্যাপার, উইলস?'

'ওই হৈচৈ-এর কথা বলছেন, সার?'

'আওয়াজ শুনে তো মনে হলো যে সীবেরীকে খুন করা হয়েছে। নিশ্চয়ই তেমন আনন্দজনক ঘটনা ঘটেনি?'

'তরুণ ভদ্রলোক সার রডারিক গ্লসপের বেধড়ক প্রহারের শিকার হয়েছেন, সার। আমি স্বচক্ষে দেখিনি। তবে খবরটা পেয়েছি ড্রইংরুমের পরিচারিকা মেরীর কাছে। ও নিজে ওখানে উপস্থিত ছিল।'

'উপস্থিত ছিল?'

'দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়েছিল, সার। সিঁড়িতে হঠাৎ সার রডারিকের চেহারা দেখে ও হকচকিয়ে গিয়েছিল। তখন থেকেই ও গোপনে ওঁর অনুসরণ করে কী ঘটে তা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। আমাকে ও বলেছে যে সার গ্লসপের ভাবভঙ্গি দেখে ও খুব মজা পাচ্ছিল। হাল আমলের মেয়েদের মত এই মেয়েটাও কিছুটা চপলমতি, সার।'

'তা কী ঘটেছিল?'

'ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল, সার, যখন সার রডারিক হলের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় মাস্টার সীবেরীর রেখে দেয়া মাখনের কালির উপর দিয়ে হাঁটছিলেন তখন।'

'তা হলে ও পরিকল্পনাটা শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করে ছেড়েছে?'

'হ্যাঁ, সার।'

'এবং সার রডারিক পা হড়কে...?'

'ভারী বস্তুর মত উনি ভূপাতিত হন, সার। মেরী খুব উল্লাসের সাথে ঘটনাটা আমাকে জানিয়েছে। ও ওঁর পতনটাকে এক টন কয়লার পতনের সাথে তুলনা করেছে। ওর কল্পনাশক্তি, সার, আমাকে কিছুটা বিস্মিত করেছে, কারণ ও তেমন কল্পনাপ্রবণ মেয়ে নয়।'

আমি স্মিত হাসলাম। রাতটা শুরু হয়েছিল খুব হঙ্গামার মধ্য দিয়ে কিন্তু শেষ হতে চলেছে ভালয় ভালয়।

'সার রডারিক এতে খেপে গিয়ে দ্রুত ড্রইংরুমে চলে যান এবং সেখানে উনি মাস্টার সীবেরীকে উত্তমমধ্যম দেন। মাননীয়া লেডী বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ওঁকে ঠেকানো যায়নি। ফলটা হলো এই যে মাননীয়া লেডী আর সার রডারিকের সম্পর্কটা ছিন্ন হয়ে গেল। মাননীয়া লেডী বলবেন যে উনি আর কোনওদিন ওঁর মুখ দেখতে চান না আর সার গ্লসপ বললেন যে, উনি যদি একবার এই জঘন্য বাড়িটার বাইরে যেতে পারেন তা হলে কোনওদিন আর এমুখো হবেন না।'

'খুবই বিদঘুটে ব্যাপার।'

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, সার।'

'বাগদানটা তা হলে টুটে গেল?'

'হ্যাঁ, সার। আহত মাতৃত্বের বাৎসল্যের জলোচ্ছ্বাসে সার রডারিকের প্রতি ওর মহব্বত একেবারে ভেসে গেল।'

'চমৎকার বলেছ, জীভস!'

'ধন্যবাদ, সার।'

'সার রডারিক তা হলে চিরতরে চলে গেলেন?'

'আপাতদৃষ্টিতে, সার।'

'চাফনেল হলের হালে খুবই দুর্দিন যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, বাড়িটা যেন অভিশপ্ত হয়ে গেছে।'

'কেউ যদি কুসংস্কারে বিশ্বাস করে তা হলে তার সেইরকমই মনে হবে, সার।'

'সার, গ্লসপ আমার সামনে দিয়েই চলে গেলেন।'

'উনি নিশ্চয়ই খুব বিচলিত হয়েছেন, সার?'

'খুব।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে, সার। না হলে এই অবস্থায় উনি বাড়ি ছেড়ে যেতেন না।'

'তার মানে?'

'বিবেচনা করুন, সার। এই অবস্থায় ওঁর পক্ষে হোটেলে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। ওঁর চেহারা নিয়ে নানারকম মন্তব্য হবে। আবার এই ঘটনার পর উনি হলেও ফিরে আসতে পারছেন না।'

জীভস কী বলতে চাইছে ক্রমশ তা বুঝতে পারছিলাম।

'ইয়ে, জীভস, বেশ গোলমেলে ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে। অবস্থাটা বুঝতে দাও আমাকে। উনি হোটেলে যেতে পারবেন? না, পারবেন না। ডাউগার লেডী চাফনেলের কাছেও যে ফিরে আসতে পারবেন না—তা-ও বুঝতে পারছি। একেবারে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। উনি যে কী করবেন বুঝতেই পারছি না কিছু।'

'খুব সাংঘাতিক সমস্যা, সার।'

আমি নীরব রইলাম। খারাপ হয়ে গেল মনটা। এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার অবশ্য। কেননা যা ঘটলে আমার মন আনন্দে উদ্বেল হওয়ার কথা সেই ঘটনা [illegible] এখন মনটা বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে।

'বুঝলে, জীভস, ভদ্রলোক অতীতে আমার সাথে অনেক দুর্ব্যবহার করেছেন। তা সত্ত্বেও তার আজকের এই দুরবস্থায় আমার খুব দুঃখ হচ্ছে ওর জন্যে। ভদ্রলোক সত্যি সত্যি সাংঘাতিক সমস্যায় পড়েছেন। আমার পক্ষেও মুখে এমন কালি মেখে রাতের অন্ধকারে ঘুরে বেড়ানো খুব বিশ্রী ব্যাপার, কিন্তু যে আত্মমর্যাদা ওঁকে রক্ষা করতে হয় আমাকে তো তা করতে হয় না। আমি বলতে চাচ্ছি যে আমাকে এই অবস্থায় দেখলে লোকে হয়তো ছেলেছোকরার কাণ্ডকারখানা বলে বা ওইধরনের কিছু একটা বিড়বিড় করে বলে উড়িয়ে দিতে পারে, তাই না?'

'হ্যাঁ, সার।'

'কিন্তু ওঁর মত সম্মানিত লোককে, মুখে কালিমাখা অবস্থায় দেখলে কেউ

www.BanglaBook.org

ব্যাপারটাকে ওভাবে উড়িয়ে দেবে না।'

'ঠিক কথা, সার।'

'তা হলে, তা হলে, তা হলে, আমার মনে হয়, এটা হচ্ছে প্রকৃতির প্রতিশোধ।'

'খুব সম্ভব তা-ই, সার।'

আমি কখনও নীতিকথা নিয়ে কপচাই না। কিন্তু এখন তা না করে পারলাম না।

'এতেই বোঝা যায় যে সবচেয়ে গোবেচারার প্রতিও যতটা সম্ভব সদয় হওয়া উচিত। এই গ্লসপ ভদ্রলোক বছরের পর বছর ধরে হুকওয়ালা জুতো দিয়ে আমার মুখ মাড়িয়ে গেছেন। তার কি ফল হলো দেখেছ? আমার সঙ্গে ওর যদি আজ প্রীতির সম্পর্ক থাকত তা হলে কোনও অসুবিধাই হত না। আমার পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়ার সময় ওকে আমি থামাতাম। বলতাম, "হাই, রডারিক, দাঁড়াও তো! এই চেহারা নিয়ে তোমার ঘোরাঘুরি করা ঠিক হবে না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। জীভস মাখন নিয়ে এখুনি ছুটে আসবে আর তখন সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।" এভাবে কি আমি বলতে পারতাম না, জীভস?'

'মোটামুটি ওভাবেই, সার, সন্দেহ নেই।'

'আর উনি এই বিশ্রী অবস্থা থেকে রক্ষা পেতেন। আমার মনে হচ্ছে, সকাল হবার আগে ওর পক্ষে মাখন সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তার পরেও না। কারণ ওর কাছে টাকা-পয়সা নেই। এসব কিছুর কারণ হলো এই যে উনি অতীতে আমার সাথে ভাল ব্যবহার করেননি। তাই না, জীভস?'

'ইয়ে, হ্যাঁ, সার।'

'কিন্তু এখন এসব ভেবে লাভ নেই। যা হবার তা-তো হয়েই গেছে।'

'ঠিক, সার।'

'তো, জীভস, মাখন কোথায়? এখন আমাদের কাজ শুরু করতে হবে।'

জীভস একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

'আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি, সার, মাস্টার সীবেরী বাড়িতে যত মাখন ছিল সব ব্যবহার করে ফেলেছেন।'

ডাওয়ার হাউজে গোলযোগ

আমার বাড়ানো হাত শূন্যে আটকে রইল। বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

'কী?'

'হ্যাঁ, সার।'

'মাখন নেই?'

'নেই, সার।'

'কী সাংঘাতিক!'

'খুবই বিরক্তিকর, সার।'

জীভসের যদি কোন দোষ থাকে তা হলো এই যে এ-ধরনের সংকটকালে যতটা ঠাণ্ডা আর স্থির থাকা উচিত, ও তার চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা আর স্থির থাকে। কেউ প্রতিবাদ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে না এই কারণে যে সাধারণত পরিস্থিতি ওরই আয়ত্তে থাকে এবং খুব শিগগির লাগসই সমাধান বের করে ফেলে।

'তা হলে এখন কী করব?'

'আমার মনে হচ্ছে, সার, আপনাকে মুখ পরিষ্কারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আগামীকাল আমি মাখন নিয়ে আসব।'

'কিন্তু আজ রাতে?'

'আজ রাতে এই অবস্থায়ই থাকতে হবে বলে মনে হচ্ছে, সার।'

'সকালের আগে কিছু করা যাবে না?'

'না, সার। খুবই বিশ্রী ব্যাপার।'

'তা হলে এই সময়টা আমি কীভাবে কাটাব?'

'সন্ধ্যার দিকে আপনাকে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। আমার মনে হয়, আপনার এখন একটু ঘুমিয়ে নেয়া দরকার।'

'বাগানে?'

'আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন তা হলে বলব যে ডাওয়ার হাউজে আপনি বেশ আরামেই থাকতে পারবেন। কাছেই, পার্কের ওধারে। এখন ওখানে কেউ থাকে না।'

'হতেই পারে না। বাড়িটা একেবারে খালি আছে বলে মনে হয় না।'

'একজন মালী ওখানে দেখাশোনার কাজ করে। কিন্তু ঠিক এই সময়টা ও গ্রামের মধ্যে "চাফলেন আর্মস"-এ কাটায়। সুতরাং তার অলক্ষ্যে ওখানে ঢুকে উপরের তলার একটি কক্ষে থাকাটা খুবই সহজ ব্যাপার, সার। কাল সকালে প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে আমি ওখানে পৌঁছে যাব।'

এভাবে এই দীর্ঘ রাত কাটানোর পরামর্শটা আমার পছন্দ হলো না।

'এর চেয়ে ভাল কোনও পরামর্শ দিতে পার না?'

'না, সার।'

'তোমার বিছানায় আমাকে জায়গা দেবার ব্যাপারটা বিবেচনা করতে পার না?'

'না, সার।'

'তা হলে তো আমাকে রওনা দিতেই হয়।'

'হ্যাঁ, সার।'

'শুভরাত্রি, জীভস।'

'শুভরাত্রি, সার।'

ডাওয়ার হাউজে পৌঁছুতে বেশিক্ষণ লাগল না। বরং যত তাড়াতাড়ি পৌঁছুলাম তার চেয়েও তাড়াতাড়ি পৌঁছুলাম বলে মনে হলো। কারণ জীভস যাকে বিবক্তিকর অবস্থা বলে অভিহিত করেছে তার জন্য যারা যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে করে সীবেরী ছোঁড়াটাকে মনে মনে বকুনি দিতে দিতে পথটা পাড়ি দিয়েছিলাম।

আমি যতই ভাবছিলাম ওর প্রতি আমার মনটা ততই কঠোর হয়ে উঠছিল। তবে আমার এই ভাবনাচিন্তার একটা ফল হলো এই যে সার রডারিক গ্লসপের জন্য আমার মনটা দ্রবীভূত হয়ে উঠল।

এটা কেমন করে হয় আপনারা তা জানেন। একটা লোককে আপনি বছরের পর বছর ধরে বদমাশ বলে এবং জনগণের শত্রু বলে মনে করে এসেছেন। হঠাৎ একদিন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শুনতে পেলেন যে সেই লোক ভাল একটা কাজ করেছে আর তখন আপনার মনে হবে যে হাজার হোক, লোকটার তবু কিছু সদগুণ আছে। গ্লসপের ক্ষেত্রেও তাই ঘটতে চলেছে। লোকটার সঙ্গে পরিচিত হবার পর থেকেই ওর হাতে আমি বারবার নাকাল হয়েছি। বিধাতা আমার চারদিকে যে মানব চিড়িয়াখানা বানিয়েছেন তার বাসিন্দাদের মধ্যে ওর অবস্থান বরাবরই অতি উঁচুতে এবং অনেক বিজ্ঞ লোকেরই ধারণা যে উনি যদি বর্তমান যুগের সবচেয়ে মারাত্মক অভিশাপ আগাথা খালার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন তা হলেও ওরই জেতার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু ওর সাম্প্রতিক আচরণে, আমি স্বীকার করছি যে আমার মনটা ওর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে।

আমার যুক্তি হলো, সীরেরী ছেকরটাকে যে লোক আচ্ছা করে পেটাতে পারে সে পুরোপুরি খারাপ হতে পারে না। তার অন্তরে সদগুণ আছেই। আমি তাই এই বিশেষ আবেগঘন মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম যে, ভবিষ্যতে পরিস্থিতি অনুকূল হলে আমি ওঁর সাথে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেষ্টা করব। এমনকী আমি এ কথাও ভাবতে লাগলাম যে ওঁর সাথে আমি একদিন লাঞ্চ খাব। উনি টেবিলের একধারে বসবেন আমি বসব তার উল্টোদিকে। আর পুরনো বন্ধুর মত দুজন গল্প করব। এসব ভাবতে ভাবতে আমি ডাওয়ার হাউজে পৌঁছুলাম।

চ্যানেল প্রয়াত লর্ডদের বিধবাদের জন্য নির্মিত এটা একটা মাঝারি আকারের বাড়ি–বিজ্ঞাপনে সেগুলোকে বড়বড় কামরাঅলা সুরম্য প্রাসাদ বলে অভিহিত করা হয়। ঝোপঝাড়ের বেড়া দিয়ে বানানো ফটক পেরিয়ে ঢুকতে হয়। অবশ্য আপনি যদি নীচের তলার জানালা ভেঙে ঢুকতে চান তা হলে অবশ্য আলাদা কথা। সেক্ষেত্রে আপনাকে পুরু ঘাসের আস্তরণের ওপর দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে এগোতে হবে।

আমিও তা-ই করলাম। তবে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে নিলাম। এত সতর্কতার হয়তো কোনও দরকার ছিল না। জায়গাটা জনশূন্য বলেই মনে হলো। তবে, আমি তো কেবল সামনের দিকটাই দেখেছি। বাড়িটা দেখাশোনার জন্য যে মালী রয়েছে সে যদি মনে করে থাকে যে আজ রাতে আর পাবে যাবে না তা হলে তো সে নিশ্চয়ই বাড়ির পেছনদিকে আছে। তাই খুব সাবধানে পা টিপে টিপেই এগোতে লাগলাম।

গতিক সুবিধের বলে মনে হলো না। জীভস কোনওরকম ভাবনাচিন্তা না করেই আমাকে এই বাড়ির মধ্যে ঢুকে রাত কাটাবার পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা এই যে যখনই কোনও বাড়িতে আমি চুরি করে ঢুকেছি তখনই একটা না একটা ঝামেলা বেধেছে।

আমার ডাহলিয়া খালার পত্রিকা মিলাডি'স বোদেয়ারের জন্য আমার বন্ধু বিঙ্গো লিটলের স্ত্রী খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকা রোজি.এম ব্যাঙ্কস তার স্বামী সম্পর্কে যে ভাবপ্রবণ প্রবন্ধ লিখেছিল ওর অনুরোধে তা চুরি করার জন্য ওর বাড়িতে ঢুকে যে ফ্যাসাদে পড়েছিলাম সে কথা এখনও ভুলিনি। একজন পিকিংবাসী, বৈঠকখানার একজন পরিচারিকা আর পুলিশ ইত্যাদির পাল্লায় পড়ে আমাকে যে নাজেহাল হতে হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি আমার কাম্য নয়।

সুতরাং, আমি অত্যন্ত সাবধানে বাড়ির পিছনের প্রাঙ্গণের দিকে এগোতে লাগলাম। হঠাৎ আমার চোখে পড়ল, রান্নাঘরের দরজাটা হাট করে খোলা রয়েছে।

www.BanglaBook.org

বছরখানেক আগে হলেও আমি ঝড়ের গতিতে ছুটে যেতাম ওদিকে। কিন্তু নানা বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা আমাকে এমন সতর্ক ও সন্দিগ্ধ করে তুলেছে যে আমি আর এক পা-ও অগ্রসর না হয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলাম। হয়তো সব কিছুই ঠিকঠাক আছে অথবা হয়তো কোনওকিছুই ঠিকঠাক নেই। একমাত্র সময়ই তা বলতে পারবে।

পরের মুহূর্তে আমি আর না এগোনোর জন্য খুশিই হলাম, কারণ বাড়ির ভিতরে কে যেন শিস দিয়ে উঠল বলে মনে হলো। তার মানে মালী ব্যাটা সোমরস পান করতে চাফনেল আর্মস-এ যায়নি বরং বইপত্র নিয়ে বাড়িতেই নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা কাটাচ্ছে। তা হলে এ-ই হচ্ছে গিয়ে আমাদের জীভসের নির্ভুল তথ্য সরবরাহের নমুনা!

আমি সাবধানে পিছনের দিকের ছায়াচ্ছন্ন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার মনে হলো যে জীভসের এমন ভুল তথ্য পরিবেশনের কোনও অধিকার নেই।

কিন্তু তার একটু পরেই এমন ঘটনা ঘটে গেল যাতে পরিস্থিতিটা একেবারে অন্যরকম বলে প্রতিভাত হলো। আর বুঝতে পারলাম যে আমি জীভসকে ভুল বুঝেছি।

শিস বাজানো বন্ধ হয়ে গেল। একবার হিক্কা দেয়ার শব্দ শোনা গেল এবং 'লীড কাইন্ডলি লাইট' গানটি ভেসে আসতে লাগল।

ডাওয়ার হাউজের অধিবাসীটি মালী নয়। মহামান্য ব্রিংকলি ওখানে অবস্থান করছেন। অতএব আমাকে খুব ঠাণ্ডা মাথায় ধীরে-সুস্থে পরিস্থিতি পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হতে হলো।

ব্রিংকলির মত লোকদের নিয়ে আসল সমস্যা এই যে নির্দিষ্ট কোন নিয়ম অনুযায়ী ওদের মোকাবেলা করা যায় না। এই মুহূর্তে ওরা একরকম পরের মুহূর্তেই অন্যরকম। আজকের রাতের ঘটনাগুলোই ধরা যাক। এই লোকটাকে আমি বাঁকানো ছুরি হাতে নিয়ে আমাকে তাড়া করতে দেখেছি। আবার ওই ঘটনার পর আধঘণ্টা পেরিয়ে যাবার আগেই চাফনেল হলের সামনে বলতে গেলে অবিচল সহনশীলতার সাথে চাফির লাথি খেতে দেখেছি। কখন যে ওর মেজাজ কেমন থাকবে সবকিছু নির্ভর করে ওর নিজের উপর। সুতরাং এখন যদি আমি ওর সামনে পড়ে যাই তা হলে এই বহুমুখী প্রতিভা কীভাবে আমাকে বরণ করবে কেউ তা বলতে পারবে না। সে কি শান্তির নিশান বাহক হয়ে আমাকে গ্রহণ করবে নাকি সারারাত ধরে আমাকে ওর তাড়া খেয়ে ফিরতে হবে?

তা ছাড়া আবার সেই বাঁকানো ছুরির ব্যাপারটাও ভাবতে হবে। কী হয়েছে ছুরিটার? চাফির সঙ্গে যখন ও দেখা করতে গিয়েছিল তখন ওর কাছে ওটা ছিল না। অবশ্য এমন তো হতে পারে যে ও ওটা কোথাও রেখে দিয়েছিল এবং পরে আবার নিয়ে এসেছে।

প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিলাম এবং পরের মুহূর্তগুলোর ঘটনাপ্রবাহে প্রমাণিত হলো যে আমার সিদ্ধান্ত ছিল পুরোপুরি বিজ্ঞজনোচিত। ব্রিংকলি 'দি নাইট ইজ ডার্ক' চরণ পর্যন্ত গেয়েছিল আর ভালই চালাচ্ছিল এবং সম্ভবত আরও গাইত। হঠাৎ ওর গান

www.BanglaBook.org

থেমে গেল। পরের মুহূর্তেই কানে এল ওর চিৎকার, দুমদাম আওয়াজ আর গুরুভার পতনের শব্দ। কী ঘটছিল তা বলতে পারব না অবশ্য; কিন্তু শব্দগুলো শুনে আমার সন্দেহ রইল না যে, যে কারণেই হোক, ব্রিংকলি আবার বাকানো ছুরির যুগে ফিরে গেছে।

তা হলেও প্রশ্ন ওঠে, ও কাকে তাড়া করছে? অবশ্য কোন নির্দিষ্ট বস্তুকেই ও তাড়া করবে এমন কোন কথা নেই। রংধনুকেও সে তাড়া করতে পারে, হয়তো ব্যায়াম করার জন্য।

এরকম দৌড়াদৌড়ি করতে করতে ও নীচতলায় পড়ে গিয়ে ঘাড় ভেঙে ফেলবে কিনা তাই ভাবছিলাম। কিছুক্ষণের জন্য দুমদাম, দুপদাপ, দড়াম দড়াম শব্দগুলো অস্পষ্ট হয়ে গেল। মনে হলো গোলযোগের কেন্দ্রবিন্দু বাড়িটার অন্যপ্রান্তে সরে গেছে। কিন্তু আবার তা প্রচণ্ড হয়ে উঠল। একতলায় পা হড়কে পড়ে যাওয়ার মত একটা শব্দও শুনতে পেলাম। তারপর শোনা গেল পতনের প্রচণ্ড আওয়াজ। ঠিক পরমুহূর্তেই পেছনের দরজা সশব্দে খুলে গেল এবং একটা মানবমূর্তি বেরিয়ে এল। সে দ্রুত আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে কীসে যেন হোঁচট খেল এবং আমার পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

আমি লাফ মেরে পড়ি কি মরি করে ছুটব বলে ঠিক করতেই মনুষ্যমূর্তিটা এমন কিছু শব্দ করল—শিক্ষিত মানুষের মত একটা বকুনি দিল যে লোকটা যে ব্রিংকলি নয় এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেলাম। অতএব আর নড়াচড়া করলাম না।

মাথা নুইয়ে লোকটাকে লক্ষ করলাম। আমার ধারণা সঠিক। ভদ্রলোক স্যার রডারিক গ্লসপ।

আমি নিজের পরিচয় দিয়ে ঘটনাটা কী জানতে চাইব বলে স্থির করে ফেললাম। আর ঠিক এমন সময় পেছনের দরজা আবার খুলে গেল এবং আর একটা মনুষ্যমূর্তি বেরিয়ে এল।

'দূরে থাক!' লোকটা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল।

কণ্ঠটা ব্রিংকলির। বেশ আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে ও ওর হাঁটুর নীচের দিকটা ডলছে।

দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। একটু পরেই বাড়ির ভেতর থেকে 'ব্লক অভ এজেস' গানটি ভেসে আসায় বুঝলাম ব্রিংকলির পালাটা আপাতত চুকেবুকে গেল।

স্যার রডারিক পা ছড়িয়ে বসে ফোঁসফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছিলেন। এতে আমি বিস্মিত হইনি, কারণ ওকে প্রচণ্ডরকম তাড়া খেতে হয়েছে।

এটাকেই সংলাপ শুরু করার মোক্ষম সময় বলে আমার মনে হলো।

'কী ঘটনা! কী ঘটনা!' আমি বললাম।

আজকের এই রাতটাকে সকলের পিলে চমকে দেয়ার বোধহয় আমার ভাগ্যে লেখা ছিল—কেবল রান্নাঘরের পরিচারিকাটিরই নয়—সকলেরই। তবে এখন ফলাফল বিবেচনা করে দেখতে পাচ্ছি যে আমার প্রবল ব্যক্তিত্বের ধার বোধহয় ক্রমশ কমে যাচ্ছে। আমি বলতে চাচ্ছি যে, আমাকে দেখে রান্নাঘরের পরিচারিকা হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হলো, চাফি এক ফুট উঁচুতে লাফ দিল আর গ্লসপ শুধু একটু কেঁপে উঠলেন। তবে তার কারণ হয়তো এই যে এর চেয়ে বেশি কিছু করার মত শারীরিক সামর্থ্য

www.BanglaBook.org

তার ছিল না। ওর সমস্ত শক্তি তো ব্রিংকলির তাড়া খেয়েই ফুরিয়ে গেছে।

'সব বিলকুল ঠিক আছে।' আমি বলতে লাগলাম। রাতের অন্ধকারে কোন ভয়াবহ প্রাণী যে তার কানের কাছে গর্জন করছে না তা বোঝানোর জন্য আমি ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলাম। 'আমি বি উস্টার–'

'মি. উস্টার!'

'নিঃসন্দেহে!'

'হায় খোদা!' উনি বললেন। একটু শান্ত হয়ে উচ্চারণ করলেন, 'উফ্!'

ব্যাপারটার ওখানেই ইতি। উনি ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। আমি নীরব রইলাম। আমরা উস্টাররা এরকম সময় কাউকে উত্যক্ত করি না।

ওর ফোঁসফোঁস করে দম নেয়া ক্রমশ কমে এল। সহজ হয়ে এল নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। আরও মিনিট দেড়েক লাগল ওর ধাতস্থ হতে। যখন উনি কথা বললেন তখন তা এত ক্ষীণকণ্ঠ শোনাল যে আমি ওর কাঁধে হাত দিয়ে সাহস যোগানোর কথা ভাবতে লাগলাম।

'এসবের ব্যাখ্যা কী নিশ্চয়ই তোমার মনে সেই প্রশ্ন জেগেছে, মি. উস্টার?'

'একটুও না,' আমি বললাম। 'আমি সব জানি। পুরো ঘটনাটাই। চাফনেল হলে কী হয়েছে সব আমি শুনেছি। আপনি নিশ্চয়ই রাতটা কাটানোর জন্য ডাওয়ার হাউজে ঢুকেছিলেন?'

'হ্যাঁ, মি. উস্টার, চাফনেল হলে কী ঘটেছে তা যদি তুমি জেনে থাক তা হলে তুমি আমার এই অবস্থা...'

'মুখে কালি লেপ্টে যাওয়ার ব্যাপারটা তো? আমি জানি। আমার অবস্থাও তা-ই।'

'তোমার?'

'হ্যাঁ। সে এক লম্বা কেচ্ছা। কিন্তু কোনওমতেই তা আপনাকে বলা যাবে না। কারণ সে এক গোপন ইতিহাস। তবে ধরে নিতে পারেন যে আপনার আর আমার একই দশা।'

'কিন্তু সেটা খুবই বিস্ময়কর।'

'হ্যাঁ, এখন এই চেহারা নিয়ে আপনি হোটেলে যেতে পারছেন না। আমি লন্ডনে যেতে পারছি না।'

'হায় খোদা!'

'এই অবস্থা আমাদের দুজনকে খুব কাছাকাছি নিয়ে এসেছে।'

উনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

'মি. উস্টার, অতীতে আমাদের মধ্যে অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। দোষ হয়তো আমারই। ঠিক বলতে পারব না। কিন্তু এই সংকটকালে আমাদের তা ভুলে গিয়ে–ইয়ে–।'

'এক হতে হবে।'

'ঠিক তা-ই।'

'আপনি সীবেরী ছোঁড়াটাকে ধোলাই দিয়েছেন বলে যখনই শুনলাম তখনই আমি অতীতের কথা ভুলে যাব বলে ঠিক করেছি।'

উনি ঘোঁৎ জাতীয় একটা শব্দ করলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ওই বেয়ারা ছোকরাটা আমাকে কী করেছিল তা তুমি জানো, মি. উস্টার?'

'কিছুটা। এবং আপনি কী করেছেন, তা-ও। আপনি যখন হল থেকে বেরিয়ে আসেন তখন আমি ওখানেই ছিলাম। তারপর কী হয়েছিল?'

'ঘটনাটা ঘটে যাবার পরপরই আমি আমার শোচনীয় অবস্থা উপলব্ধি করতে পারলাম।'

'খুবই বিদঘুটে ব্যাপার।'

'খুব সাংঘাতিক ব্যাপার! আমি একেবারে বেয়াকুব হয়ে গেলাম। রাতের জন্য কোথাও আশ্রয় নেয়াটাই তখন ছিল আমার একমাত্র চিন্তা। আর ডাওয়ার হাউজে কেউ থাকে না জেনে আমি ওখানেই গিয়েছিলাম।' ভদ্রলোক কেঁপে উঠলেন, 'মি. উস্টার, আমি সত্যি সত্যি বলছি, বাড়িটা একটা নরক।'

আর একটা নিঃশ্বাস ফেললেন উনি।

'আমি কেবল ওই বিপজ্জনক উন্মাদটার কথা বলছি না। গোটা বাড়িটাই নানারকম জীবজন্তুতে ভরা, মি. উস্টার। ছোট ছোট কুকুর। একটা বানরও দেখলাম বলে মনে হলো।'

'অ্যাঁ?'

'এখন মনে পড়ছে, লেডী চাফনেল আমাকে জানিয়েছিলেন যে তার ছেলে ওখানে নানারকম পশুপ্রাণী পুষছে। কিন্তু বাড়িটাতে ঢোকার সময় সে-কথা ভুলে গিয়েছিলাম। তাই আমাকে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, আমারও মনে পড়ছে। সীবেরী ওখানে জীবজন্তুর খামার বানিয়েছে। ও নিজেই আমাকে বলেছিল। আপনি ওদের খপ্পরে পড়ে গিয়েছিলেন?'

আবার কেঁপে উঠলেন তিনি। কপালটা মুছলেন বলে মনে হলো।

'আমি কি তোমাকে সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা বলব?'

'বলুন।' আমি অমায়িকভাবে বললাম।

তিনি আবারও রুমাল দিয়ে কপাল মুছলেন।

'সে এক দুঃস্বপ্ন। প্রথমেই আমি রান্নাঘরে ঢুকলাম। আর তক্ষুণি অন্ধকার কোণ থেকে কে যেন আমাকে ডেকে উঠল, "বোকা বুড়ো কোথাকার" এই ছিল সেই কণ্ঠের ভাষণ।'

'খুব পরিচিত বলে মনে হচ্ছে।'

'আমি যে কতটা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম তা বোধহয় তোমাকে না বললেও চলবে। আমার জিভ আড়ষ্ট হয়ে গেল। ওটা যে তোতাপাখি তা বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ওই কামরা ত্যাগ করলাম। সিঁড়ির কাছে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই একটা মূর্তির আবির্ভাব ঘটল। ছোটখাটো মোটা জন্তু। লম্বা হাত। কালো রঙ। গায়ে উদ্ভট পোশাক। বেশ নর্তন-কুর্দন করছিল জন্তুটা। এখন ঠাণ্ডা মাথায় বুঝতে পারছি যে ওটা ছিল একটা বানর। কিন্তু তখন...'

'বাড়ি বটে একটা!' আমি সহানুভূতির সাথে বললাম, 'ওগুলোর সাথে সীবেরীকে জুড়ে দিলেই, ব্যস। তা ইঁদুর-পর্ব কেমন ছিল?'

'ওরা এল পরে। আমাকে বরং আমার ভয়াবহ অভিজ্ঞতাগুলো একের পর এক সাজিয়ে বলার সুযোগ দাও, তা না হলে আমি তালগোল পাকিয়ে ফেলব। পরে যে

www.BanglaBook.org

কামরায় ঢুকলাম সেটা ছোট ছোট কুকুরে ভর্তি। ওরা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আঁচড়াতে কামড়াতে লাগল। ওদের কবল থেকে কোনমতে রক্ষা পেয়ে অন্য একটা কামরায় ঢুকলাম। সেখানে ঢুকার পর নিজেকেই বললাম যে এই অলক্ষুণে অপয়া বাড়িটার অন্তত এই কামরায় হয়তো শান্তিতে থাকতে পারব। একথা ভাবতে না ভাবতেই কী যেন আমার পাজামার ডান পায়ের ঘের বেয়ে উঠতে লাগল। আমি কাত হয়ে লাফ দিতেই একটা বাক্স কিংবা খাঁচা উল্টে গেল আর আমি ইঁদুরের সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে পড়লাম। এই জীবটাকে আমি খুব ঘেন্না করি। ওদের ছাড়াবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ওরা সেঁটেই রইল। আমি ওই কামরা থেকে পালিয়ে কেবলমাত্র সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছি এমন সময় ওই খুনে উন্মাদটা আমাকে তাড়া করল। ওর তাড়া খেয়ে বারবার সিঁড়ি দিয়ে উঠেছি আর নেমেছি। বুঝলে, মি. উস্টার!'

আমি মাথা নাড়লাম।

'আমারও একই অভিজ্ঞতা হয়েছে।'

'তোমার?'

'হ্যাঁ, ও আমাকে বাঁকানো ছুরি নিয়ে তাড়া করেছিল এবং ধরেই ফেলেছিল প্রায়।'

'আমার যতটুকু মনে পড়ে আমাকে যে অস্ত্রটা নিয়ে তাড়া করেছিল সেটা ছিল একটা কুড়ুল।'

'এভাবেই ও অস্ত্র বদলায়,' আমি ব্যাখ্যা করলাম, 'এই মুহূর্তে হাতে বাঁকানো ছুরি, পরের মুহূর্তে কুড়ুল। বহুমুখী প্রতিভা! মনে হচ্ছে ওর মেজাজটা রীতিমত শিল্পীজনোচিত।'

'এমনভাবে বলছ যে লোকটাকে তুমি চেন!'

'চেনাশোনার চেয়েও বেশি। ও আমার চাকরি করে। আমার ভ্যালে।'

'তোমার ভ্যালে?'

'নাম ব্রিংকলি।'

'তোমার ভ্যালে? তা হলে ডাওয়ার হাউজে কী করছে ও?'

'ওহ্, ও খুব গতিশীল স্বভাবের লোক। এই এখানে তো একটু পরেই ওখানে। লম্ফঝম্ফ দিয়ে বেড়াচ্ছে। এই তো একটু আগেও ও হলে ছিল।'

'এরকম কথা তো কখনও শুনিনি।'

'আমিও না, তা স্বীকার করি। তবে রাতটা যে বেশ কর্মচঞ্চল সেটা নিশ্চয়ই মানবেন? মানে এইরকম উত্তেজনা মাসের পর মাসও জীবনে আসে না।'

'মি. উস্টার, আমার আন্তরিক কামনা এই যে আমার জীবনের বাকি দিনগুলো যেন চরম একঘেয়েমির মধ্য দিয়েই কাটে। আজকের রাতেই আমি জীবনের অন্তর্নিহিত আতঙ্কের সাথে পরিচিত হলাম বলে মনে হচ্ছে। তোমার কি মনে হচ্ছে যে এখনও আমার শরীরের কোথাও ইঁদুর সেঁটে রয়েছে?'

'আপনি নিশ্চয়ই সবগুলো ইঁদুর ছাড়িয়ে ফেলেছেন। যেভাবে আপনাকে দৌড়ঝাঁপ করতে হয়েছে। তার শব্দ তো আমার কানে এসেছে।'

'তা বটে। এই ব্রিংকলি লোকটার কবল থেকে রক্ষা পেতে চেষ্টার ত্রুটি করিনি। তবে মনে হচ্ছে আমার বাঁ-দিকের ঘাড়ের নীচে কীসে যেন খোঁচাচ্ছে।'

www.BanglaBook.org

'ভয়ঙ্কর একটা সময় গেছে আপনার, তা-ই না?'

'আতঙ্কের রাত! মনের স্বাভাবিক প্রশান্তি আমি সহজে ফিরে পাব না। আমার নাড়ি এখনও খুব দ্রুতগতিতে চলছে। হৃদযন্ত্র যেভাবে স্পন্দিত হচ্ছে তা আমার ভাল লাগছে না। তবে সুখের বিষয়, সব ঝামেলা এখন চুকে গেছে। তুমি তো তোমার কটেজে আমাকে আশ্রয় দিতে পারবে। সেখানে সাবান আর পানি দিয়ে এই বিশ্রী কালো দাগ ধুয়ে ফেলতে পারব।'

বুঝলাম, ঠিক এই মুহূর্তেই ওঁকে ধীরেসুস্থে একটু একটু করে পরিস্থিতি সম্পর্কে খুলে বলা উচিত।

'সাবান আর পানি দিয়ে এ জিনিস দূর করা যায় না। আমি চেষ্টা করে দেখেছি। এর জন্য দরকার মাখন।'

'ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হচ্ছে না। তুমি নিশ্চয় মাখনের ব্যবস্থাও করতে পারবে?'

'দুঃখিত। মাখন নেই।'

'তোমার কটেজে নিশ্চয়ই মাখন আছে?'

'নেই। কারণ কটেজটাই নেই।'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি না।'

'ওটা পুড়ে গেছে।'

'কী?'

'হ্যাঁ, ব্রিংকলি ওটা জ্বালিয়ে দিয়েছে।'

'হায় খোদা!'

'মহা গোলমেলে লোক। আমি স্বীকার করছি।'

উনি কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। পরিস্থিতিটা অনুধাবনের চেষ্টা করলেন। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভেবে দেখলেন।

'তোমার কটেজ কি সত্যি পুড়ে গেছে?'

'এখন শুধু গাদাগাদা ছাই।'

'তা হলে কী করা যায়?'

এখন ওকে আশার আলো দেখাবার সময় হয়েছে।

'ঘাবড়াবেন না,' আমি বললাম, 'কটেজ পুড়ে গেলেও, আমি আপনাকে আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে মাখন পরিস্থিতি মোটামুটি আশাব্যঞ্জক। রাতে অবশ্য পাব না কিন্তু সকালে গোয়ালা মাখন দিয়ে গেলেই জীভস নিয়ে আসবে।'

'কিন্তু সকাল পর্যন্ত এই অবস্থায় থাকা সম্ভব নয়।'

'এ ছাড়া আর কোন উপায় আছে বলে তো মনে হয় না।'

উনি চুপ করে রইলেন। অবশ্যই গভীরভাবে ভাবছেন। পরিত্রাণের পথ খুঁজছেন।

'তোমার ওই কটেজের একটা গ্যারেজ আছে না?'

'ওহ্, হ্যাঁ।'

'সেটাও কি পুড়ে গেছে?'

'না। আমার বিশ্বাস—ওটা ওই জ্বালাও-পোড়াও কর্মসূচী থেকে রক্ষা পেয়েছে। গ্যারেজটা কটেজ থেকে বেশ কিছুটা দূরে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ওখানে নিশ্চয়ই পেট্রল আছে?'

'ওহ্, হ্যাঁ, পেট্রলে ভর্তি।'

'বেশ, তা হলে তো সবকিছুই ঠিকঠাক আছে, মি. উস্টার। মাখনের মত পেট্রল দিয়েও কালি মুছে ফেলা যায়।'

'কিন্তু, ধুত্তোর ছাই, আপনি গ্যারেজে যেতে পারবেন না।'

'কেন নয়, বল?'

'ওহ্, হ্যাঁ, ইচ্ছে করলে আপনি পারেন। কিন্তু আমি পারি না। কারণটা আপনাকে জানাতে পারছি না অবশ্য। আমি বাকি রাতটুকু হলের প্রধান লনের সামার-হাউজে কাটাতে চাই।'

'তুমি আমার সাথে যাবে না?'

'দুঃখিত। যেতে পারছি না।'

'তা হলে, শুভরাত্রি, মি. উস্টার। তোমাকে আর আটকে রাখব না। এই দুঃসময়ে আমাকে যে সাহায্য করলে সে জন্য আমি তোমার কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ থাকব। নিশ্চয়ই মাঝেমধ্যে আমাদের দেখা হবে। একদিন দুজন একত্রে লাঞ্চ খাব। তোমার গ্যারেজে কীভাবে ঢুকতে হবে?'

'জানালা ভাঙতে হবে।'

'তা-ই করব।'

উনি চলে গেলেন আশায় বুক বেঁধে এবং সংকল্পবদ্ধ হয়ে আর আমি ভয়ে ভয়ে এগোলাম সামার-হাউজের দিকে।

হলে প্রাতঃরাশ

সামার-হাউজে আপনারা কেউ কখনও রাত কাটিয়েছেন কিনা আমার জানা নেই। যদি না কাটিয়ে থাকেন তা হলে, দোহাই আপনাদের, সেই এক্সপেরিমেন্ট করতে যাবেন না। সব বন্ধুর কাছেই আমার এই অনুরোধ। সামার-হাউজে ঘুমোতে কেমন লাগে তা আমি মন খুলেই বলছি। মোটেও আরাম নেই সেখানে। শরীরের মাংসল অংশে শুধু ব্যথাই করে না, ঠাণ্ডাও লাগে বেজায়। তারপরেও শিকার হতে হয় অসহ্য মানসিক যন্ত্রণার। এ-পর্যন্ত যত ভূতের গল্প পড়েছেন সব মনের মধ্যে ভিড় জমায়—বিশেষ করে সেই কেচ্ছাগুলো যাতে মানুষকে সকালবেলা মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাদের চোখদুটো থাকে আতঙ্কে বিস্ফারিত অথচ শরীরের কোথাও কোন আঁচড়ের চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না। নানারকম বিদঘুটে শব্দ কানে ভেসে আসতে থাকে। কাদের যেন পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়। কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলে। মনে হয় অনেকগুলো শীর্ণ হাত অন্ধকারে আপনার গলার দিকে এগিয়ে আসছে।

শুধু বারবার মনে হচ্ছিল যদি সার গ্লসপের মত আমার গ্যারেজে যাওয়ার সাহস থাকত তা হলে এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা এড়িয়ে যেতে পারতাম। একবার সেখানে যেতে পারলে কেবল মুখটাই পরিষ্কার করতে পারতাম না টু-সিটারে চেপে জিপসীদের গান গাইতে গাইতে সড়কপথে লন্ডনেও যেতে পারতাম।

www.BanglaBook.org

অথচ গ্যারেজে যাওয়ার সাহস কোনমতেই আমি সঞ্চয় করতে পারলাম না। গ্যারেজটা বিপজ্জনক এলাকার একেবারে মাঝখানে, ভাউলস ও ডবসনের আয়ত্তের মধ্যে। আর পুলিশ সার্জেন্ট ভাউলসের খপ্পরে পড়ে তার জিজ্ঞাসার জবাব দেবার ইচ্ছে আমার বিন্দুমাত্র নেই। গতরাতেই আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।

সুতরাং আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই রয়ে গেলাম। বলাবাহুল্য ঘুমের আশা ত্যাগ করে। এই অবস্থায়ও অনেকে অবশ্য ঘুমিয়ে পড়ে কেমন করে আজও তা বুঝতে পারলাম না। তাই একটা চিতাবাঘ যখন আমার পাজামা কামড়াচ্ছিল তখন ওর কবল থেকে রক্ষা পেতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম যে ওটা ছিল একটা স্বপ্নমাত্র। বাস্তবে আশপাশে কোথাও চিতাবাঘ চোখে পড়ল না। বরং দেখতে পেলাম যে সূর্য উঠে গেছে আর একটি দিনের সূচনা করে। পাখিরা ইতিমধ্যেই প্রাতঃরাশ শেষ করে প্রবলবিক্রমে চেঁচামেচি শুরু করেছে।

দরজার কাছে গিয়ে বাইরে উঁকি দিলাম। সকাল যে হয়ে গেছে তা আমার মোটেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। কিন্তু সত্যি সত্যি সকাল হয়েছিল, ভারী সুন্দর সকাল। বাতাস স্নিগ্ধ ও তাজা। লনের উপর দীর্ঘ ছায়া পড়েছে। কিন্তু এমন সুন্দর সকালটা আমি ঠিক উপভোগ করতে পারছিলাম না। কারণ আমার মনে হচ্ছিল, এই মুহূর্তে, ইহলোকে ও পরলোকে কফি ডিম আর বেকন ছাড়া আর কোনওকিছুই মধুর নয়।

আমার ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং ক'টা বেজেছে বুঝতে পারলাম না। জীভসের সকালে ডাওয়ার হাউজে যাওয়ার কথা। যদি ওখানে আমাকে না পায় তা হলে ও হলে ফিরে গিয়ে অন্য কাজে লেগে যাবে ভেবে আমি ঘাবড়ে গেলাম। সামার-হাউজ ত্যাগ করে রেড ইন্ডিয়ানদের মত ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে চুপিসারে ডাওয়ার হাউজের দিকে এগোতে লাগলাম।

বাড়ির কোণে পৌঁছে উন্মুক্ত জায়গাটা পেরোবার কথা ভাবছি ঠিক সেই সময় ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর ভেতর দিয়ে এমন একটা দৃশ্য দেখলাম যা আমাকে রীতিমত শিহরিত করল। দেখলাম, একজন পরিচারিকা বিরাট একটা ট্রে-তে প্রাতঃরাশ সাজাচ্ছে।

জানালা দিয়ে সূর্যালোক প্রবেশ করে পরিচারিকাটির চুলের ওপর ঠিকরে পড়ছে। সেই সোনালী চুল দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে মেয়েটি নিশ্চয়ই মেরী—আমাদের কনস্টেবল ডবসনের বাগদত্তা। অন্য কোন সময় হলে ব্যাপারটা আমার আগ্রহের সঞ্চার করত। কিন্তু এখন মেয়েটাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে কনস্টেবলের পছন্দের প্রশংসা করা যায় কি যায় না তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার সময় নেই। আমার সমস্ত মনোযোগ ট্রে-র দিকে নিবদ্ধ হলো।

ট্রে-টা বেশ ভাল করেই ভর্তি করা হয়েছে। ওতে একটা কফিপট আছে; আছে অনেকগুলো টোস্ট। একটা ঢাকনা দেয়া পাত্র আছে। ওটার ব্যাপারেই আমার আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠল। ঢাকনার তলায় ডিম থাকতে পারে, বেকন থাকতে পারে, সসেজ থাকতে পারে, বৃক্কও থাকতে পারে। কিন্তু যা-ই থাক সবগুলোই বার্ট্রামের প্রিয়।

পরিকল্পনা তৈরি করে ফেললাম। মেয়েটা তখন বেরিয়ে যাচ্ছিল। হিসেব করে দেখলাম এই দুরূহ কাজটা নিষ্পন্ন করতে বড়জোর আমার পঞ্চাশ সেকেন্ড লাগবে। ফ্রেঞ্চ উইন্ডো দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়তে বিশ সেকেন্ড। কাজটা সারতে তিন সেকেন্ড এবং ফিরে এসে ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়তে আর পঁচিশ সেকেন্ড। এতেই একটা

www.BanglaBook.org

অভিযানকে সফল করা সম্ভব হয়ে উঠবে।

দরজাটা বন্ধ হতেই আমি দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলাম। কেউ আমাকে দেখতে পেল কি পেল না তা নিয়ে মাথা ঘামালাম না। অভিযানের প্রথম পর্যায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই নিষ্পন্ন করতে পারলাম। কিন্তু যেই ট্রে-তে হাত দিলাম এবং খাবারে আমার হাত লাগল ঠিক তক্ষুণি বাইরে থেকে পদশব্দ ভেসে এল।

এটা হচ্ছে দ্রুতচিন্তার সময় আর সে কাজে বার্ট্রাম উস্টার খুবই ওস্তাদ। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যে মর্নিং রুমটায় সীবেরী আর ডোয়াইট তাদের যুগান্তকারী লড়াই চালিয়েছিল এটা সেই মর্নিং রুম নয়। প্রকৃতপক্ষে এটাকে মর্নিং রুম বলে অভিহিত করে আমি আপনাদের বিভ্রান্তই করছি। আসলে এটা একটা স্টাডি বা অফিস যেখানে চাফি ওর জমিদারির কাজ করে, পাতার পর পাতা বিল সই করে, কৃষি সরঞ্জামের দাম বেড়ে গেলে দুশ্চিন্তায় মাথা ঘামায় এবং খাজনা না দিলে প্রজাদের বকুনি দেয়। এসব কাজের জন্যে বেশ বড় আকারের টেবিল দরকার। সৌভাগ্যক্রমে চাফির তা আছে। কামরাটার পুরো এক্‌টা কোণ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে সেটা।

আড়াই সেকেন্ড পরে আমি কার্পেটের উপর হামাগুড়ি দিয়ে এবং খুব সাবধানে নিঃশ্বাস নিতে নিতে সেখানে ঢুকে পড়লাম।

পরের মুহূর্তে দরজা খুলে গেল। কে যেন ঢুকে পড়ল এবং টেবিলের দিকে এগিয়ে এল। লোকটার অদৃশ্য হাতে টেলিফোনের রিসিভার ধরার শব্দ কানে এল।

একটি কণ্ঠে উচ্চারিত হলো, 'চাফনেল রেজিস, টু নাইন ফোর।' কণ্ঠটা কানে আসতেই এবং চিনতে পেরেই আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলাম। কণ্ঠটা হচ্ছে প্রয়োজনের সময়ের বন্ধুর।

'ওহ্, জীভস!' আমি ফিসফিস করে বললাম।

জীভসকে কখনও কেউ ঘাবড়ে দিতে পারে না। পরিচারিকারা যেখানে মূর্ছা যায়, লর্ড সভার সদস্যরা যেখানে লাফঝাঁপ করে এবং কাঁপতে থাকে সেখানে ও আমাকে বিনয়ের সাথে সুপ্রভাত জানাল। এবং হাতের কাজ সারতে লাগল। ও হচ্ছে এমন একজন মানুষ যে যখনকার যা কাজ তখনই সেটা করতে ভালবাসে।

'চাফনেল রেজিস, টু নাইন ফোর? দ্য সীভিউ হোটেল? সার রডারিক গ্লসপ তার রুমে আছেন কিনা বলতে পারেন?... এখনও ফেরেননি? ...ধন্যবাদ।'

রিসিভার ঝুলিয়ে রেখে জীভস ওর সাবেক প্রভুর দিকে মনোযোগ দেবার ফুরসত পেল।

'সুপ্রভাত, সার, আপনাকে আমি এখানে আশা করিনি।'

'আমি জানি। কিন্তু...'

'আমার মনে হচ্ছিল যে আমরা ডাওয়ার হাউজে সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করেছিলাম।'

আমি একটু কেঁপে উঠলাম।

'জীভস,' আমি বললাম, 'ডাওয়ার হাউজ সম্পর্কে একটা কথা। তারপর বিষয়টি সম্পর্কে অনির্দিষ্টকালের জন্য নীরবতা অবলম্বন করা যাবে। তুমি যখন আমাকে ডাওয়ার হাউজে আশ্রয় নিতে বলেছিলে তখন তোমার উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই যে তুমি আমাকে একটা ভয়ঙ্কর স্থানে পাঠিয়েছিলে। তুমি কি জানো যে ওই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জায়গায় কে ছিল? ব্রিংকলি। একেবারে কুড়ুল নিয়ে।'

'শুনে খুব দুঃখ পেলাম, সার। তা হলে তো আমার মনে হচ্ছে যে আপনিও গতরাতে ঘুমোননি?'

'না, জীভস, না। ঘুমিয়েছিলাম—যদি ওটাকে ঘুম বলা যায়—সামার-হাউজে। আর আমি এখন ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে তোমাকেই ওখানে খুঁজতে যাচ্ছিলাম এই সময় পরিচারিকাকে এই টেবিলে খাবার রাখতে দেখলাম।'

'মাননীয় লর্ডের প্রাতঃরাশ, সার।'

'কোথায় ও?'

'উনি এখুনি এসে পৌছুবেন, সার। সৌভাগ্যের বিষয় যে মাননীয়া লেডী আমাকে সীভিউ হোটেলে টেলিফোন করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। না হলে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বেশ বেগ পেতে হত।'

'হ্যাঁ, তো এসব কী ব্যাপার? এই যে সীভিউ-এ টেলিফোন করা?'

'মাননীয়া লেডী ভাবছেন যে গতরাতে তিনি সার রডারিকের সাথে ভাল ব্যবহার করেননি, সার।'

'সকালবেলায় বাৎসল্য রস কি কিছুটা থিতিয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, সার।'

'আর এটা, "ফিরিয়া আসিলে সব অপরাধ ক্ষমা করা হইবে"—এরকম?'

'অনেকটা তা-ই, সার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সার রডারিক হারিয়ে গেছেন বলে মনে হচ্ছে। ওর কী হয়েছে তা জানা যাচ্ছে না।'

আমার তো খবরটা জানা। তাই আমি দেরি না করে তা প্রকাশ করলাম।

'উনি ভালই আছেন। ব্রিংকলির সাথে এক দফা লড়াই-এর পর উনি পেট্রলের জন্য আমার গ্যারেজে গিয়েছিলেন। মাখনের মত পেট্রল দিয়েও মুখের কালি দূর করা যায়, ওর এই ধারণা কি সঠিক?'

'হ্যাঁ, সার।'

'তা হলে উনি এখন লন্ডনের পথে রয়েছেন, যদি সেখানে পৌছে না-ও থাকেন।'

'আমি মাননীয়া লেডীকে এখুনি খবরটা দিতে যাচ্ছি, সার। এতে করে তার উদ্বেগ কমে যাবে বলে আশা করছি।'

'তোমার কি ধারণা যে উনি এখনও সার রডারিকের প্রতি অনুরক্ত?'

'তা-ই মনে হয়, সার। মনে হচ্ছে ওর প্রতি আবেগ আর শ্রদ্ধা আবার নতুন করে ওর মনে দোলা দিয়েছে।'

'শুনে খুব খুশি হলাম।' আমি আন্তরিকভাবে বললাম, 'কারণ, জীভস, তোমাকে আমার অবশ্য জানানো উচিত যে, সার গ্লসপের সাথে আমার সবিশেষ সাক্ষাতের পর ওর সম্পর্কে আমার মনোভাব একেবারে পাল্টে গেছে। এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে, ওর মধ্যে অনেক সদগুণ আছে। রাতের নীরবতায়, বলতে গেলে, ওর সঙ্গে আমার চমৎকার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। আমরা দুজন পরস্পরের অজ্ঞাত গুণাবলীর পরিচয় পেয়েছি এবং উনি আমাকে লাঞ্চের নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন।'

'সত্যি, সার?'

'একেবারে। এখন থেকে গ্লসপ বার্ট্রামকে ভোজ খাওয়াবে আর বার্ট্রাম গ্লসপকে

www.BanglaBook.org

ভোজ খাওয়াবে।'

'খুবই আনন্দের কথা, সার।'

'খুবই। সুতরাং লেডী চাফনেলকে জানিও যে তাদের বিয়েতে আমার অনুমোদন এবং সমর্থন আছে। কিন্তু এসব, জীভস,' আমি বাস্তববাদী হয়ে উঠলাম, 'অপ্রয়োজনীয় বিষয়। এখনকার মূল বিষয় হলো এই যে আমার প্রাতঃরাশ প্রয়োজন। আমি ওই ট্রে-টা চাই। সুতরাং ওটা এদিকে এগিয়ে দাও।'

'আপনি মাননীয় লর্ডের প্রাতঃরাশ খেতে চাইছেন, সার?'

'জীভস,' আমি আবেগের সাথে বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সেই সময় বাইরে পদশব্দ শুনলাম এবং আবার টেবিলের তলায় ঢুকে গেলাম।

শব্দগুলো বেশ ভারী—এগারো নম্বর জুতোর শব্দের মত। সুতরাং আমি ধরে নিলাম যে চাফিই আসছে। অবশ্য চাফির সাথে, এই সময়, সাক্ষাৎ আমার পছন্দ নয়। ও আমার প্রতি মোটেই সহানুভূতিশীল নয়। গতরাতে ওর সাথে আমার যে কথাবার্তা হয়েছে তাতে করে ওকে আমার প্রতি বৈরীভাবাপন্ন ও বিপজ্জনক বলেই মনে হয়েছে। আমাকে এখন এখানে আবিষ্কার করলে ও মনের আনন্দে আমাকে তালাচাবি বন্ধ করে রেখে স্টোকারের কাছে খবর পাঠাবে।

আমি তাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাবতে লাগলাম।

দরজা খুলে গেল। একটি নারীকণ্ঠ কানে এল। সন্দেহ নেই কণ্ঠটা ছিল কনস্টেবল ডবসনের ভবিষ্যৎ-পত্নীর।

'মি. স্টোকার।' সে ঘোষণা করল।

ভারী পদশব্দ ক্রমশ নিকটবর্তী হলো।

স্টাডিতে বিস্ময়

টেবিলের একেবারে প্রান্তে চলে গেলাম আমি। গতিক সুবিধের নয়, মোটেও সুবিধের নয়—কে যেন আমার কানে কানে বলল। যেসব অস্বস্তিকর অবস্থার উদ্ভব ঘটতে পারত তার মধ্যে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভয়াবহ। এখানে, এই চাফনেল হলে, আর যাই হোক, আমি জে. ওয়াশবার্ন স্টোকারকে মোটেও আশা করিনি।

অন্যদিকে জীভস কী করে এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করবে তা-ও ভাবছিলাম। স্টোকারের মত চতুর লোক ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে আমার পলায়নের ব্যাপারে জীভসের বুদ্ধিই কাজ করেছে। সুতরাং স্টোকার ওর বুদ্ধির আধারটাকে ভেঙে ফেলতেও চাইতে পারেন। ওর গলা যখন শোনা গেল, তখন নিঃসন্দেহে বোঝা গেল সত্যি সত্যি সেইরকম উদ্দেশ্য ওর মনের মধ্যে কাজ করছে।

স্টোকারের কণ্ঠ ছিল কর্কশ ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ। যদিও উনি 'আহ্' ছাড়া আর কিছুই উচ্চারণ করলেন না কিন্তু ওই 'আহ্'-এর মধ্য দিয়েই ওর মনোভাব স্পষ্ট হয়ে গেল।

টেবিলের নীচে হামাগুড়ি দিয়ে লুকিয়ে থাকার সুবিধা অসুবিধা দুটো দিকই আছে। পলাতক মানুষের জন্য এর চেয়ে ভাল আর কিছুই হতেই পারে না। তবে মুশকিল এই যে এতে দর্শনজনিত সুখ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। এটা হচ্ছে অনেকটা

www.BanglaBook.org

বেতার নাটক শোনার মত। গলা শোনা যাচ্ছে বটে কিন্তু প্রকাশভঙ্গি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ আমার তা দেখার বাসনা প্রবল হয়ে উঠেছিল। জীভসের ভাবভঙ্গি নয় অবশ্য—ওর চেহারায় কখনও কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। তবে স্টোকারের চেহারা দেখতে পারলে দারুণ হত!

'সুপ্রভাত, সার।' জীভস বলল।

'তা হলে তুমি এখানে?'

'হ্যাঁ, সার।'

স্টোকার অত্যন্ত কুৎসিতভাবে হেসে উঠলেন। ভারী বিশ্রী হাসি।

'মি. উস্টার কোথায় গেছে সেই খবরটা নিতে এসেছি আমি। আমার মনে হয়, লর্ড চাফনেল হয়তো ওর খোঁজ খবর জানেন। কিন্তু তোমাকে এখানে দেখতে পাব ভাবিনি।' বলতে বলতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন উনি, 'তোমাকে আমার কি করতে ইচ্ছে করছে, জানো?'

'না, সার।'

'ঘাড় ভাঙতে।'

'তা-ই, সার?'

'হ্যাঁ।'

আমি জীভসের কাশির শব্দ শুনলাম।

'একটু বেশি কঠোর হয়ে গেল না, সার? একথা ঠিক যে আমি অনেকটা হঠাৎ করেই আপনার চাকরি ছেড়ে এসে মাননীয় লর্ডের চাকরিতে যোগ দেয়ায় আপনার অসন্তুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু...'

'আমি কি বলতে চাচ্ছি তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ? তুমি কি অস্বীকার করতে চাও যে তুমি আমার ইয়ট থেকে মি. উস্টারকে পাচার করনি?'

'না, সার। আমি স্বীকার করছি যে আমি মি. উস্টারকে তার স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সহায়তা করেছি। ওঁর সঙ্গে আলোচনার সময় উনি আমাকে জানালেন যে ওঁকে ওঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইয়টে আটকে রাখা হয়েছে এবং আপনার স্বার্থ বিবেচনা করে ওঁকে আমি মুক্ত করে দিয়েছি। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, সার, যে আমি তখন আপনার চাকরি করছিলাম এবং আমি অনুভব করছিলাম যে আপনাকে এর ভয়াবহ পরিণতি থেকে রক্ষা করা উচিত।'

আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না বটে কিন্তু জীভস যখন ভাষণ দিচ্ছিল তখন স্টোকার যেভাবে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছিলেন তাতে বোঝা যাচ্ছিল উনি ওকে বারবার থামিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু সেটা যে সম্ভব নয় তা বলার সুযোগ আমার ছিল না। জীভস যখন কিছু বলতে শুরু করে তখন কেউ তাকে থামাতে পারে না। ওর কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হয়।

কিন্তু জীভস যখন তার কথা শেষ করল তখন স্টোকার নিশ্চুপ হয়েই রইলেন। আমার মনে হলো জীভসের কথা তাকে চিন্তিত করে তুলেছে।

যখন উনি কথা বললেন তখন তাতে ভীতির আভাস পাওয়া গেল। জীভসের সাথে উল্টোপাল্টা কথা বললে এইরকমই হয়ে থাকে। ও একটা নতুন দৃষ্টিকোণ খুলে দেয়।

www.BanglaBook.org

'তুমি পাগল না আমি?'

'সার?'

'তুমি বললে, আমাকে রক্ষা করতে...?'

'আইনের কবল থেকে, সার। আইন সম্পর্কে আমার খুব ভাল ধারণা নেই। তাই জানি না মি. উস্টারের স্বেচ্ছায় ইয়টে যাওয়ার ঘটনাটা জুরিরা কীভাবে দেখবেন...'

'জুরি?'

'...কিন্তু তার উচ্চারিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে জাহাজে আটকে রাখাটাকে অপহরণ বলে গণ্য করা হবে, আর, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সেই অপরাধের শাস্তি কতটা কঠোর।'

'কিন্তু, ইয়ে, শোন...!'

'ইংল্যান্ড, সার, খুবই আইনের দেশ। যে-সব অপরাধকে আপনাদের দেশে পাত্তাই দেয়া হয় না এখানে সেগুলোর সাজা অত্যন্ত কঠোর। আমি আইন খুব ভাল জানি না, তবে এ-কথা জোর দিয়ে বলতে পারি যে মি. উস্টারকে আটকে রাখা ফৌজদারী আইনে দণ্ডযোগ্য অপরাধ। আমি ওকে ছেড়ে না দিলে উনি আপনার বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করতে পারতেন এবং তাতে আপনার সমূহ ক্ষতি হতে পারত। তাই আপনার স্বার্থ বিবেচনা করে ওঁকে আমি ছেড়ে দিয়েছি।'

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। তারপর স্টোকার নরমসুরে বললেন, 'ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ নিষ্প্রয়োজন, সার।'

'অনেক অনেক ধন্যবাদ।'

'বিশ্রী পরিণতি এড়ানোর জন্য যা করা উচিত বলে মনে হয়েছে আমি শুধু তা-ই করেছি, সার।'

'খুব ভাল কাজ করেছ।'

আমি এ-কথা জোর দিয়েই বলব যে কেন জীভসের নাম কিংবদন্তী হবে না এবং কেন যে ওকে নিয়ে গান লেখা হবে না তা আমি ভেবে পাই না। মাত্র আধঘণ্টা সিংহের গুহায় থাকার জন্যেই যদি ডানিয়েল কিংবদন্তীর নায়ক হতে পারে তা হলে জীভস যেসব অবিশ্বাস্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে আসছে তাতে করে ওর নামে জয়ধ্বনি উচ্চারিত হওয়া উচিত। মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে ও স্টোকারের মত দুর্দান্ত বনবেড়ালকে নিরীহ গৃহপালিত প্রাণী বানিয়ে ফেলল। আমি নিজে ওখানে না থাকলে আমারই তা বিশ্বাস হত না।

'ব্যাপারটা আমার ভেবে দেখা উচিত।' আগের চেয়েও দুর্বল শোনাল স্টোকারের গলা।

', সার।'

গে আমি ব্যাপারটা ওভাবে ভেবে দেখিনি। কিন্তু ভেবে দেখা দরকার। আমি এখন বাইরে গিয়ে হাঁটাহাঁটি করে ব্যাপারটা ভেবে দেখব। লর্ড চাফনেলের সঙ্গে মি. উস্টারের দেখা হয়েছে কি?'

'কাল রাতের পরে হয়নি।'

'ওহ্, তা হলে রাতে দেখা হয়েছিল? তো কোনদিকে গেছে মি. উস্টার?'

www.BanglaBook.org

'ডাওয়ার হাউজে রাত কাটিয়ে সকালে ওর লন্ডন চলে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল।'

'ডাওয়ার হাউজ! মাঠের ওপারের বাড়িটা?'

'হ্যাঁ, সার।'

'তা হলে ওদিকেই যাই। মনে হচ্ছে ওর সাথেই সবার আগে কথা বলা দরকার।'

'হ্যাঁ, সার।'

উনি ফ্রেঞ্চ উইন্ডো দিয়ে বেরিয়ে গেলেন বলে মনে হলো। তবে দৃশ্যমান হবার আগে আমার আরও দুই এক দণ্ড অপেক্ষা করা দরকার। ততক্ষণে আমার বিশ্বাস, পরিস্থিতি আমার আরও অনুকূলে আসবে। আমি টেবিলের নীচ থেকে মাথাটা বের করলাম। 'জীভস,' আমার চোখে যদি পানি এসে থাকে তাতেই বা কী এসে যায়? আমরা উস্টাররা আবেগ প্রকাশে কুণ্ঠিত নই। 'তোমার মত আর কেউ হয় না, কেউ না।'

'আপনার দয়া, সার।'

'আমি এখান থেকে বেরোতে পারলে তোমার সাথে করমর্দন করতাম।'

'সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, সার।'

'আমারও তা-ই ধারণা। আচ্ছা, জীভস, তোমার বাবা কি সাপুড়ে ছিলেন?'

'না,' সার।'

'ভাল কথা, জীভস, স্টোকার যখন ডাওয়ার হাউজে পৌঁছুবেন তখন সেখানে কী হবে বলে তোমার মনে হয়?'

'আমি কেবল অনুমান করতে পারি, সার।'

'আমার ধারণা এতক্ষণে ব্রিংকলির ঘুম ভেঙে গেছে।'

'সে সম্ভাবনা আছে, সার।'

'আমাদের ভালটাই আশা করতে হবে। মুশকিল হলো, ব্রিংকলির কাছে এখনও কুড়ুলটা আছে। তা তুমি কি মনে কর যে, চাফি সত্যি সত্যি এখন এখানে আসবে?'

'যে কোনও মুহূর্তে, সার।'

'তা হলে আমাকে ওর প্রাতঃরাশ খেতে বারণ করছ?'

'হ্যাঁ, সার।'

'কিন্তু আমি যে অনাহারে আছি, জীভস।'

'আমি খুবই দুঃখিত, সার। অবস্থাটা এখন একটু জটিল। তবে কোনো সন্দেহ নেই যে কিছুক্ষণ পরে আপনার কষ্ট লাঘব করতে পারব।'

'তুমি প্রাতঃরাশ করেছ, জীভস?'

'হ্যাঁ, সার।'

'কী কী দিয়ে?'

'কমলার রস, সার, তার সঙ্গে কিউট ক্রিসপাই—ওটা হচ্ছে একধরনের আমেরিকান শস্য—ডিমভাজা; বেকন, টোস্ট আর মার্মালেড।'

'হায় খোদা! এতকিছু! নিশ্চয়ই তার সঙ্গে কফিও ছিল?'

'হ্যাঁ, সার।'

'তুমি কি মনে কর যে, ট্রে-টা থেকে আমি একটু সসেজও নিতে পারব না?'

'আমি, সার, তা সমর্থন করব না। তবে আসল কথা হলো মাননীয় লর্ডের জন্য

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওতে আছে হেরিং-শুঁটকি ভাজা।'

'হেরিং-শুঁটকি ভাজা!'

'আর আমার ধারণা মাননীয় লর্ড এখন আসছেন, সার।'

সুতরাং আমাকে আর একবার টেবিলের নীচে আশ্রয় নিতে হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল।

একটি কণ্ঠ ভেসে এল।

'হ্যালো, জীভস।'

'সুপ্রভাত, মিস্।'

গলাটা পলিন স্টোকারের।

'আর এক দফা নাড়া খেলাম আমি। চাফনেল হলের যত দোষই থাক তা অন্তত স্টোকারদের কবলমুক্ত ছিল। এখন ওরা এখানে পরমানন্দে ছোটাছুটি করছে। এখন ডোয়াইট ছেলেটা এসে গেলেই এটা ওদের আখড়া হয়ে যাবে।

পলিন নাক টেনে বেশ শব্দ করেই কীসের যেন গন্ধ শুঁকল।

'কীসের গন্ধ, জীভস?'

'হেরিং-শুঁটকি ভাজার, মিস্।'

'কার জন্যে?'

'মাননীয় লর্ডের, মিস্।'

'ওহ্, আমি এখনও প্রাতঃরাশ করিনি, জীভস।'

'তা-ই, মিস্?'

'বাবা আমাকে হাঁকডাক করে বিছানা থেকে তুলে এনেছেন। অর্ধেক রাস্তা পেরুনোর আগে আমার ঘুমই ভাল করে ভাঙেনি। উনি খুব দুশ্চিন্তায় আছেন।'

'হ্যাঁ, মিস্। মি. স্টোকারের সঙ্গে একটু আগেই আমার আলাপ হয়েছে। ওকে খুব বিপর্যস্ত বলে মনে হলো।'

'সারা রাস্তা আমাকে বলতে বলতে এসেছেন যে তোমাকে যদি আর একবার দেখতে পান তা হলে তোমার কী কী যেন সব করবেন। আর এখন তুমি বলছ যে তোমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল? অথচ উনি তোমাকে চিবিয়ে খাননি!'

'না, মিস্।'

'বোধহয় ডায়েট করছেন। তা উনি কোথায় গেলেন? ওরা বলল যে উনি এখানে আছেন।'

'উনি ডাওয়ার হাউজের দিকে গেছেন একটু আগে। আমার ধারণা ওখানে উনি মি. উস্টারের দেখা পাবেন বলে আশা করছেন।'

'বেচারাকে সতর্ক করে দেয়া উচিত ছিল।'

'ওর জন্য আপনাকে উদ্বিগ্ন হতে হবে না, মিস্। মি. উস্টার ডাওয়ার হাউজে নেই।'

'কোথায় আছে?'

'অন্য কোথাও।'

'যে চুলোয় খুশি থাক। তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। মনে আছে, গতরাতে তোমাকে বলেছিলাম যে আমি মিসেস্ বর্ট্রাম উস্টার হতে চাই?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, মিস্।'

'বেশ, কিন্তু আমি হতে চাই না। আমি মত পাল্টেছি।'

'শুনে খুব খুশি হলাম, মিস্।'

আমিও খুশি হলাম। কথাটা আমার কানে সঙ্গীতের মূর্ছনার মত লাগল।

'খুশি হয়েছ, সত্যি?'

'হ্যাঁ, মিস্, এই বিয়ে সফল হত কিনা আমার সন্দেহ আছে। মি. উস্টার চমৎকার মানুষ। কিন্তু উনি হচ্ছেন একজন স্বভাবচিরকুমার।'

'তা ছাড়া মানসিক দিক দিয়েও খাটো।'

'মি. উস্টার কখনও কখনও অত্যন্ত চাতুর্যের পরিচয় দিতে পারেন, মিস্।'

'আমিও পারি। আর সেই জন্যেই বাবা যদি তুলকালাম কাণ্ডও বাধান তা হলেও আমি ওই গোবেচারা নির্যাতিত মেষশাবকটিকে বিয়ে করব না। কেন করব? ওর বিরুদ্ধে তো আমার কোন অভিযোগ নেই।'

একটু থেমে পলিন আবার বলল, 'ইয়ে, জীভস, এইমাত্র আমার সাথে লেডী চাফনেলের কথা হচ্ছিল।'

'হ্যাঁ, মিস্।'

'ওঁরও কী যেন ছোটখাটো গার্হস্থ্য সমস্যা দেখা দিয়েছে।'

'হ্যাঁ, মিস্। দুর্ভাগ্যবশত গতরাতে সার রডারিক গ্লসপের সাথে ওর সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে গেছে। তবে এখন আমি আনন্দের সাথে জানতে চাই যে মাননীয় লেডী তার ভুল বুঝতে পেরেছেন।'

'সবাই তাদের ভুল বুঝতে পারে, পারে না?'

'প্রায় সবক্ষেত্রেই।'

'আজ সকালে লর্ড চাফনেলের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, মিস্।'

'ওকে কেমন দেখাচ্ছিল?'

'কিছুটা উৎকণ্ঠিত বলে মনে হচ্ছিল।'

'তা-ই?'

'হ্যাঁ, মিস্।'

'হুম্। তোমাকে আমি তোমার পেশাগত দায়িত্ব পালনে বাধা দেব না। তুমি তোমার কাজে যেতে পার।'

'ধন্যবাদ, মিস্, সুপ্রভাত।'

দরজা বন্ধ হয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমি বিচলিত হয়ে রইলাম। পরিস্থিতিটা এখন আমাকে নতুন আলোকে পর্যালোচনা করতে হচ্ছে এবং অবস্থাটা আমার অনুকূলে বলেই মনে হচ্ছে। কারণ পলিন তো স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছে যে ওর বাবা যা-ই বলুন ও আমাকে বিয়ে করবে না। এটা নিঃসন্দেহে শুভলক্ষণ।

কিন্তু কথা হলো বাবার ইচ্ছায় বাধা দেবার ক্ষমতা ওর কতটা আছে তা কি ও জানে? এটাই হচ্ছে এখনকার প্রশ্ন। বাবা যদি অবসরপ্রাপ্ত জলদস্যু হয় তা হলে একটা সভ্যভব্য নরম মেয়ের পক্ষে তাকে মোকাবেলা করে তেমন লাভ হবার কথা নয়।

www.BanglaBook.org

এসবই ভাবছিলাম আমি। ঠিক এই সময় কাপে কফি ঢালার শব্দ পেলাম এবং তার একটু পরেই ধাতবপাত্র নড়াচড়া করার শব্দও কানে এল। আমার ধারণা হলো, চোখের সামনে খাবারভর্তি ট্রে দেখে আর সহ্য করতে না পেরে পলিন কফি ঢেলে নিয়েছে এবং এক টুকরো হেরিং-শুঁটকিও হাতে তুলে নিয়েছে। হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই; আমার নাকেও ভেসে আসছে সেই মনমাতানো সুগন্ধ। ওহ্, আর সহ্য হয় না। আমার পেটের মধ্যে কে যেন ছুরি চালাতে শুরু করেছে।

মানুষের উপর ক্ষুধার প্রভাব বড্ড বিদঘুটে। ক্ষুধার তাড়নায় আপনি যে কী করতে পারেন তা আপনি নিজেও জানেন না। সবচেয়ে বিচক্ষণ লোকও সে সময় উদ্ভট একটা কিছু করে ফেলতে পারে। এই মুহূর্তে আমিও তা-ই করলাম। অবশ্য আমার জন্য সবচেয়ে ভাল হত স্টোকাররা বিদায় না নেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। অন্য সময় হলে আমি তা-ই করতাম। কিন্তু হেরিং-শুঁটকির সুগন্ধ এবং অচিরেই টোস্ট ফুরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আমাকে প্রায় উন্মাদ করে তুলল। আমি টেবিলের তলা থেকে বেরিয়ে এলাম।

'হাই!' করুণা প্রার্থনার ভঙ্গিতে উচ্চারণ করলাম।

এটা খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার যে অভিজ্ঞতা আমাদের কিছুই শিক্ষা দেয় না। আমার আকস্মিক আবির্ভাবে পরিচারিকার কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল আমি তা দেখেছি। চাফির উপর কী প্রভাব ফেলেছিল তা-ও আমি লক্ষ করেছি। সার রডারিক কেমন বোকা হয়ে গিয়েছিলেন তা-ও।

তা সত্ত্বেও আবারও তার পুনরাবৃত্তি ঘটল। বলতে গেলে তার চেয়েও ভয়াবহ। ওই সময় পলিন স্টোকারের মুখের ভিতরটা হেরিং-শুঁটকিতে ভর্তি ছিল আর সেই জন্যে ওর বাকশক্তি রহিত হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং ও প্রায় সোয়া এক সেকেন্ড ধরে আতঙ্কবিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হেরিং-শুঁটকি গলা দিয়ে নেমে যেতেই ওর কণ্ঠ চিরে এমন তীব্র এক আর্তনাদ বেরোল যেমনটি আমি এর আগে কখনোই শুনিনি। ঠিক ওই মুহূর্তে দরজা খুলে গেল এবং চৌকাঠে পঞ্চম ব্যারন চাফনেলের চেহারা দেখা গেল। পরমুহূর্তে ও পলিনের দিকে ছুটে গেল এবং ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। একই সঙ্গে পলিনও ওর দিকে ছুটে গেল এবং ওর বাহুবন্ধনে নিজেকে সমর্পণ করল।

কয়েক সপ্তাহ ধরে মহড়া দিলেও ওরা এ-কাজটা এমন নিখুঁতভাবে করতে পারত না।

বাকাকে মোকাবেলার প্রস্তুতি

বরাবরই আমি এই ধারণা পোষণ করে আসছি যে এই ধরনের পরিস্থিতিতে একজন লোক কেমন আচরণ করে তা দিয়েই তার সঠিক বিচার করা যায়।

প্রেমিক-প্রেমিকাদের পুনর্মিলনের সময় আমি ওদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকি না। যতটা সম্ভব সরে যাবার চেষ্টা করি। এ-ক্ষেত্রেও আমি তা-ই করলাম।

দলে আমি ওদের দেখতে না পেলেও সবকিছু কানে তো এল—আর তা ছিল

www.BanglaBook.org

আমার জন্য খুবই বিব্রতকর। বলতে গেলে চাফিকে আমি ছেলেবেলা থেকেই চিনি এবং এই দীর্ঘ সময়ে ওকে আমি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ও বিভিন্ন মেজাজে দেখার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু এখন ওর মুখগহ্বর থেকে মিনিটে যে আড়াইশত প্রেমবিহ্বল শব্দ নির্গত হচ্ছে তা যে ও আদৌ করতে পারে আমি কখনও ভাবতেও পারিনি।

ও যেসব শব্দ উচ্চারণ করছিল তার মধ্যে আমার পক্ষে কেবল 'লক্ষ্মী সোনা, মানিক' একটুই উদ্ধৃত করা সম্ভব। এ থেকেই বুঝতে পারবেন যে আমি কেমন ফেঁসে গিয়েছিলাম। আর আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে তখন আমি ছিলাম ভীষণ ক্ষুধার্ত।

এই সংলাপে পলিনের অবদান ছিল অতি সামান্য। বোঝাই যায়, আমার ওই কৃষ্ণবর্ণ রূপদর্শনজনিত আতঙ্ক থেকে ও তখনও মুক্তি পায়নি। চাফির বাহুডোরে ও অনেকক্ষণ ধরে ফাটা রেডিয়েটরের মত ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে চলছিল। যাই হোক, এতেই হয়তো একসময় চাফির চৈতন্যোদয় হলো এবং বকবক থামিয়ে আসল ব্যাপারের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করল।

'ডার্লিং,' ওকে বলতে শুনলাম, 'কী হয়েছে, বল তো, সোনামণি? তোমাকে কেউ ভয় পাইয়ে দিয়েছে, লক্ষ্মীটি? বল আমাকে, নয়নমণি! তুমি কি ভয়ঙ্কর কিছু দেখেছ, প্রাণেশ্বরী?'

আমার মনে হলো সমাবেশে আমার যোগদানের সময় হয়ে গেছে। টেবিলের তলা থেকে আমি মাথা বের করলাম আর পলিন রীতিমত কেঁপে উঠল। আমি স্বীকার করছি যে এতে আমি খুব বিরক্ত হলাম। বার্ট্রাম উস্টার কখনও রমণীকুলকে ভীতসন্ত্রস্ত করতে চায় না। আমাকে দেখলে মেয়েরা সাধারণত মজা পায়; হাসিঠাট্টা করে; কখনও কখনও বিরক্তি লুকিয়ে বলে, 'ওহ্, আবারও তুমি এসে পড়েছ?' কিন্তু কেউ কোনওদিন আতঙ্কিত হয়নি।

'হ্যালো, চাফি।' আমি বললাম, 'চমৎকার দিন!'

আপনারা হয়তো ভাবছেন যে অবশেষে পলিন স্টোকার যখন আবিষ্কার করতে পারল যে তার আতঙ্কের কারণ আর কেউ নয় তারই এক পুরনো বন্ধু তখন ও নিশ্চয়ই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। কিন্তু না। ও আমার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

'তুমি একটা আস্ত উন্মাদ।' পলিন ক্রোধে বলল, 'এ-রকম লুকোচুরি খেলে মানুষকে ভয় পাইয়ে দেবার মানে কী? তোমার মুখে যে ঝুলকালি লেগে আছে তা তুমি জানো কিনা তা বুঝতে পারছি না।'

ভর্ৎসনার ব্যাপারে চাফিও পিছিয়ে রইল না। 'বার্টি! কাণ্ডটা যে তুমিই ঘটিয়েছ তা আমার আন্দাজ করা উচিত ছিল। পাগলা-গারদের বাইরে তোমার চেয়ে ঘোরতর উন্মাদ আর কে থাকতে পারে?'

এই ধরনের কথাবার্তার এখুনি সমাপ্তি ঘটানো উচিত বলে আমি অনুভব করলাম।

'আমি দুঃখিত,' আমি খুব ঠাণ্ডা গলায় বললাম, 'যে আমি এই তরুণীকে চমকে দিয়েছি। কিন্তু আমার টেবিলের তলায় লুকোনোর পেছনে একটা যুক্তি আছে। আর উন্মাদের কথা যদি বল, চাফি, তা হলে ভুলে যেও না যে গত পাঁচমিনিট ধরে তুমি যেসব কথা বলেছ তার সবটাই আমি শুনেছি।'

চাফির গণ্ডদেশ লাল হয়ে উঠতে দেখে আমি খুব আমোদ পেলাম।

www.BanglaBook.org

'তোমার শোনা উচিত হয়নি।'

'তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ না যে আমার শোনার খুব আগ্রহ ছিল?'

ওর চেহারায় কাউকে তোয়াক্কা না করার একটা ভাব ফুটে উঠল।

'তা বলব না-ই বা কেন? আমি ওকে ভালবাসি। জাহান্নামে যাও তুমি! কে কী শুনল তাতে ভারি বয়েই গেল আমার!'

'অবশ্যই, অবশ্যই।' আমি খোঁচা দিয়ে বললাম।

'এই পৃথিবীতে ও হচ্ছে সবচেয়ে চমৎকার মানুষ।'

'আমি না, প্রিয়তম, তুমি?' পলিন মন্তব্য করল।

'না, লক্ষ্মীটি, তুমি।' চাফি বলল।

'না, প্রাণেশ্বর, তুমি।'

'না, সোনা, তুমি।'

'আহা, দয়া করে থাম তো!' আমি বললাম।

চাফি আমার দিকে কটমট করে তাকাল।

'তুমি কিছু বলছিলে, উস্টার?'

'না, তেমন কিছু না।'

'মনে হলো, তুমি কিছু একটা মন্তব্য করলে?'

'আরে না।'

'ভাল। কিছু না বললেই ভাল।'

ইতিমধ্যে আমার প্রথমদিকের অস্বস্তি কেটে গেছে। এখন ক্রমশ বিকশিত হয়ে উঠছে দয়ার্দ্র বার্ট্রাম। আসলে আমি খুব উদার মনের লোক এবং আমার মনে হলো চাফির উপর অসন্তুষ্ট হবার কোনও মানে হয় না। ওই বিশেষ অবস্থায় চাফির পক্ষে ওরকম আবেগ প্রদর্শন মোটেও অস্বাভাবিক নয়। আমি তাই মীমাংসার পথ ধরাই সাব্যস্ত করলাম।

'চাফি, লক্ষ্মী ছেলে,' আমি বললাম, 'আমাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটির কোনও মানে হয় না। এটা হচ্ছে একটা আনন্দঘন মুহূর্ত। তুমি আর আমার এই পুরনো বন্ধুটি মৃত অতীতকে ভুলে গিয়ে আবার পরস্পরের প্রতি অনুরাগ সিক্ত হয়ে উঠেছ এই ঘটনাটি আমাকে যত আনন্দ দেবে ততটা আর কাউকেই দেবে না। আমি নিশ্চয়ই নিজেকে একজন পুরনো বন্ধু বলে দাবি করতে পারি, পারি না?'

পলিনের মুখটাও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'ইয়ে, আমার তো তা-ই মনে হয়, বোকা ছেলে। মার্মাডিউকের সাথে পরিচয়ের আগেই তো তোমার সাথে আমার আলাপ হয়েছিল।'

আমি চাফির দিকে তাকালাম।

'এই মার্মাডিউকের ব্যাপারটা নিয়ে তোমার সাথে একদিন কথা বলতে হবে। এতগুলো বছর তুমি এটা গোপন রেখেছিলে।'

'মার্মাডিউক নামকরণে নিশ্চয়ই কোনও অপরাধ হয়নি। হয়েছে?' চাফি একটু উত্তপ্ত গলায় বলল।

'না, কোন অপরাধ হয়নি। তবে এটা নিয়ে আমরা ড্রোনসে হাসাহাসি করব।'

'বার্টি,' চাফি চটে গিয়ে বলল, 'ড্রোনসের ওই বজ্জাতগুলোর কাছে যদি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটিবারও মুখ খুলেছ, তা হলে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাড়া করে নিজের হাতে তোমার গলা টিপে মারব।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, সে দেখা যাবে, সেসব পরে হবে। এখন আমি বলতে চাচ্ছি যে পলিনের পুরনো বন্ধু হিসেবে তোমাদের বিরোধ মিটে যাওয়ায় আমি খুশি হয়েছি। পুরনো দিনগুলো আমরা খুব আনন্দে কাটিয়েছি, তা-ই না?'

'অবশ্যই!' পলিন স্বীকার করল।

'পাইপিং রকের সেই দিনটি?'

'অপূর্ব!'

'আর যে রাতে গাড়ি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আমরা বৃষ্টির মধ্যে ওয়েস্টচেস্টার কাউন্টির জঙ্গলে কয়েক ঘণ্টা আটকে পড়ে ছিলাম সে-কথা কি মনে আছে?'

'খু-উ-ব।'

'তোমার পা ভিজে গিয়েছিল আর তুমি বুদ্ধিমতীর মত মোজা খুলে ফেলেছিলে।'

'থামবে?' চাফি বলল।

'ভাবনার কিছু নেই, খোকাবাবু। আমার আচরণ ছিল পুরোপুরি নির্দোষ। আমি যা বোঝাতে চাচ্ছি তা হলো পলিন আর আমি পুরনো বন্ধু এবং বর্তমান মুহূর্তে আমার উল্লসিত হবার অধিকার আছে। পলিনের মত চমৎকার মেয়ে খুব একটা বেশি নেই। তবে ঝামেলা হচ্ছে ওর বাবাকে নিয়ে।'

'সঠিক পথে এগোতে পারলে বাবাকে সহজেই বাগে আনা যায়।'

'শুনলে তো, চাফি? ওই রকম একটা ডাকাতকে বাগে আনতে হলে তোমাকে ভেবেচিন্তে সঠিক পথের সন্ধান করতে হবে।'

'বাবা ডাকাত নন।'

'শুনলে তো?' আমি চাফির কাছে আবেদন জানালাম।

চাফি বিব্রত হয়ে গাল চুলকোতে লাগল।

'প্রিয়তমা, আমি বলতে বাধ্য যে মাঝে মাঝে উনি উদ্ভট ব্যবহার করে থাকেন।'

'ঠিক তাই।' আমি বললাম, 'আমি কখনোই ভুলব না যে উনি পলিনকে আমার সাথে বিয়ে দেয়ার জন্য খেপে গিয়েছিলেন।'

'কী?'

'তুমি জানতে না? হ্যাঁ তা-ই।'

পলিন অনেকটা জোয়ান অভ আর্কের মত ভঙ্গি করল।

'আমি কক্ষনো তোমাকে বিয়ে করব না, বার্টি।

'যথার্থ মনোভাব।' আমি অনুমোদন করলাম। 'কিন্তু তোমার বাবা যখন নাক দিয়ে আগুন ঝরাবেন এবং ভাঙা বোতল চিবোবেন তখন তোমার এই তেজ কতটুকু থাকবে?'

পলিন একটু দমে গেল।

'ওঁকে নিয়ে আমাদের বেশ কিছুটা বেগ পেতে হবে, লক্ষ্মীটি। তুমি তো জানোই যে উনি তোমার উপর খুব রেগে আছেন।'

চাফি বুক ফোলাল।

'ওকে আমি সামলাব।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'না। ওকে আমিই সামলাব। পুরো ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দাও।' আমি বললাম।

পলিন হাসল। হাসিটা আমার পছন্দ হলো না। আমাকে তুচ্ছ মনে করার একটা ভাব আছে ওই হাসিতে। 'তুমি! কী যে বল? বাবা "বু" বলার সঙ্গে সঙ্গে তুমি মেষশাবকের মত ভয়ে দৌড়ে পালাবে।'

আমি কপাল কোঁচকালাম।

'সেরকম কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না। আর উনি আমাকে "বু" বলবেন কেন? ওরকম করাটা রীতিমত হাস্যকর ব্যাপার। তা ওই রকম নির্বোধসুলভ কিছু একটা যদি উনি উচ্চারণ করেই ফেলেন তা হলেও তুমি যা বললে তা আমি করব না। একসময় তোমার বাবাকে দেখলে আমি ভড়কে যেতাম বটে কিন্তু সেদিন এখন আর নেই। পার হয়ে গেছে। আমার চোখের সামনে থেকে পর্দা সরে গেছে। সাম্প্রতিককালে জীভসের কাছে মাত্র তিন মিনিটের মধ্যে ওকে প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া থেকে মৃদুমন্দ বায়ুতে পরিণত হয়ে যেতে দেখেছি আমি। ওর শক্তি এখন খানখান হয়ে ভেঙে পড়েছে। উনি যখন আসবেন তখন ওকে মোকাবেলার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আস্থার সাথে আমার উপর ছেড়ে দিও। আমি ওর সাথে দুর্ব্যবহার করব না কিন্তু খুব কঠোর হব।'

চাফিকে খুব চিন্তিত মনে হলো।

'উনি কি আসছেন?'

বাইরে বাগানে পদশব্দ ক্রমশ স্পষ্টতর হলো।

আমি জানালার দিকে বুড়ো আঙুল দেখালাম।

'আমি যদি ভুল না করে থাকি, ওয়াটসন,' আমি বললাম, 'তা হলে এখন ইনিই আমাদের মক্কেল।'

জীভস সংবাদ আনল

ঠিক তা-ই ঘটল। আকাশের পটভূমিতে একটা দশাসই অবয়ব ভেসে উঠল। সেটা ঢুকল। বসল একটা আসনে। রুমাল বের করে কপালটা মুছতে লাগল। মনে হলো, বেশ কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে আছেন ভদ্রলোক। আর আমার সুশিক্ষিত বোধশক্তি উপসর্গগুলো পরিষ্কার অনুধাবন করতে পারল। ব্রিংকলির সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে গেলে যা ঘটতে পারে ঠিক তা-ই ঘটেছে।

রোগ নির্ণয়ে যে ভুল হয়নি তার প্রমাণ পাওয়া গেল একটু পরেই। রুমাল একটু সরাতেই দেখা গেল ওর একটা চোখ বেশ ফুলে গেছে।

তা দেখে পলিন কন্যাসুলভ আর্তনাদ করে উঠল।

'কী হয়েছে, বাবা?'

একটা ভারি নিঃশ্বাস ফেললেন স্টোকার।

'লোকটাকে বাগে আনতে পারলাম না।' উনি বললেন। ওর গলায় বুনো অসন্তোষ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কোন্ লোকটা?'

'কে তা বলতে পারব না। ডাওয়ার হাউজে একটা উন্মাদ আছে। জানালায় দাঁড়িয়ে আমার দিকে আলু ছুঁড়ে মারতে লাগল। দরজায় কেবল করাঘাত করেছি ঠিক সেই সময় লোকটা জানালায় এসে আলু ছুঁড়তে লাগল। সাহস করে বেরিয়ে এল না, তাই ওকে ধরতে পারলাম না। কেবলই জানালায় দাঁড়িয়ে আলু ছুঁড়তে লাগল।'

আমি স্বীকার করছি যে এই বিবরণ শোনার সময় কিছুটা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ব্রিংকলির উপর আমার ভক্তিভাবের উদয় হয়েছিল। আমরা অবশ্য কখনোই বন্ধু হতে পারব না তবে স্বীকার করতে হবে যে সে এমন একটা লোক যে প্রয়োজন হলে সঠিক ও জনহিতকর কাজ করতে পারে। আমার ধারণা, স্টোকার যখন দরজায় করাঘাত করছিলেন তখন ব্রিংকলির প্রাতঃকালীন সুখনিদ্রা ভেঙে গিয়েছিল। ঘুম থেকে উঠার পর ও আবিষ্কার করে যে ওর বিশ্রীরকম মাথা ধরেছে এবং তখনই যথাযথ কার্যক্রম শুরু করে।

'আপনি নিঃসন্দেহে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করতে পারেন,' আমি বললাম, 'কেন না লোকটা আপনার সাথে দূরপাল্লার লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হয়েছিল। কাছাকাছি থাকলে ও সাধারণত বাঁকানো ছুরি কিংবা কুড়ুল নিয়ে ধাওয়া করে, তখন ওর কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য চাতুর্যের সঙ্গে দৌড়াতে হয়।'

স্টোকার ওর নিজের ভাবনাচিন্তা নিয়ে এতই আবিষ্ট ছিলেন যে আবারও বর্ট্রাম ওর সান্নিধ্যে এসেছে সেটা হয়তো এখনও ওর খেয়ালই হয়নি।

'আহ্, মি. স্টোকার,' আমি ওর ঘোর ভাঙাতে চেষ্টা করলাম।

উনি আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন।

'তুমি কি উস্টার?' উনি প্রশ্ন করলেন। মনে হলো উনি যেন বিপন্ন বোধ করছেন।

'হ্যাঁ, আপাদমস্তক বর্ট্রাম উস্টার।' আমি খোশমেজাজে বললাম।

উনি পলিন আর চাফির দিকে বারবার ঘুরে ফিরে তাকালেন; মনে হলো উনি ওদের কাছ থেকে সাহস প্রত্যাশা করছেন।

'ওর মুখে কী হয়েছে?'

'সূর্যক্ষত।' আমি বললাম। তারপর আসল ব্যাপারের নিষ্পত্তির জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে আমি যোগ করলাম, 'তা ইয়ে, মি. স্টোকার, আপনি এভাবে এখানে উপস্থিত হওয়ায় খুব সুবিধা হয়েছে। আমরা আপনাকে খুঁজছিলাম...' কথাটা বোধহয় ঠিক বললাম না। তবে কিনা আপনাকে দেখে আমি খুশি হয়েছি। কারণ আমি জানাতে চাই যে আপনার মেয়ের সাথে আমার বিয়ের প্রস্তাবটা আমি নাকচ করে দিলাম। ওসব ভুলে যান, মি. স্টোকার। মনেও আনবেন না আর। বুঝলেন? পলিন চাফিকে—লর্ড চাফনেলকে, ওকে,' চাফির দিকে অঙ্গুলিসংকেত করে বললাম, 'বিয়ে করতে চায়।'

'কী?'

'হ্যাঁ, সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে।'

বুড়ো স্টোকার গর্জে উঠলেন। খুব আঘাত পেয়েছেন উনি।

'কথাটা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

www.BanglaBook.org

'ওহ্, যে তোমার বাবাকে প্রতারক বলে গালি দিয়েছে তাকে তুমি বিয়ে করতে চাও?'

আমি একেবারে বোকা বনে গেলাম।

'তুমি কি ওঁকে প্রতারক বলেছ, চাফি?'

'কক্ষনো না।' চাফি দুর্বল গলায় বলল।

'বলেছ।' স্টোকার বললেন, 'যখন আমি এই বাড়ি কিনব না বলেছিলাম তখন।'

'ইয়ে, ব্যাপার কি তা তো বুঝতে পারছ।' চাফি বলল।

পলিন বাধা দিল। সম্ভবত ওর মনে হচ্ছিল যে আলোচনা আসল ব্যাপার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে মেয়েরা খুব বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দেয়

'যাই হোক, বাবা, আমি ওকে বিয়ে করতে চাই।'

'তুমি করবে না।'

'করবই। আমি ওকে ভালবাসি।'

'অথচ মাত্র গতকালই বলেছ যে তুমি ওই ঝুলকালিমাখা গবেটটাকে ভালবাস।'

আমি রেগে গেলাম। আমরা উস্টাররা বাবাদের অনেক উদ্ভট কথা সইতে রাজি। কিন্তু তার একটা সীমা থাকতে হবে।

'মি. স্টোকার,' আমি বললাম, 'আমি আপনাকে বিতর্কের নিয়মকানুন মেনে চলতে অনুরোধ করছি। আর ওটা ঝুলকালি নয়—জুতোর কালি।'

'আমি ওকে ভালবাসিনি।' চিৎকার করে উঠল পলিন।

'তুমি বলেছিলে তুমি ভালবাস।'

'বলে থাকতে পারি। কিন্তু ভালবাসিনি।'

বুড়ো স্টোকার আবার গর্জন করল।

'আসল কথা হলো তুমি কী চাও তা তুমি নিজেই জানো না। আমি তোমার হয়ে আ ছির করে দিচ্ছি।'

'তুমি যা-ই বল, আমি বার্টিকে বিয়ে করব না।'

'তা বেশ, কিন্তু তোমাকে কোনওমতেই সৌভাগ্য-শিকারি কোন ইংরেজ লর্ডকে বিয়ে করতে দেয়া হবে না।'

মন্তব্যটা শুনে চাফি ক্ষুব্ধ হলো।

'সৌভাগ্য-শিকারি ইংরেজ লর্ড বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?'

'যা বুঝিয়েছি সেটাই বোঝাতে চেয়েছি। একেবারে কপর্দকশূন্য হয়েও তুমি পলিনের মত একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছ। তুমি হচ্ছ, সেই মিউজিক্যাল কমেডির... সেই সেই... কী যেন নাম... লর্ড ওটওটলের মত।'

চাফির ফ্যাকাসে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে জান্তব আর্তনাদ নির্গত হলো।

'ওটওটলে?'

'একেবারে তার জীবন্ত প্রতীক। একই চেহারা, একই ভাবভঙ্গি; কথাবার্তাও একই রকম। আমি তাই ভাবছিলাম ওকে দেখলে কার কথা যেন মনে পড়ে। এখন বুঝতে পারছি... ওটওটলে।'

পলিন আবারও হুঙ্কার ছাড়ল।

'বাবা, তুমি একেবারেই বাজে কথা বলছ। মার্মাডিউককে নিয়ে সবচেয়ে বড়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সমস্যা ছিল ও এতই বিবেচক আর সম্ভ্রান্ত যে বিপুল বিত্তের মালিক না হওয়া পর্যন্ত ও আমাকে বিয়ের কথা বলতেই চায়নি। ওর ব্যাপারটা কী, গোড়াতে তো তা বুঝতেই পারিনি। তাই যখন তুমি এই প্রাসাদ কিনবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলে তার মাত্র পাঁচ মিনিট পরেই ও আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করল। তুমি যদি হলটা কিনতে না চাও তা হলে তোমার সেই প্রতিশ্রুতি দেয়া উচিত হয়নি। তা ছাড়া তুমি কেন কিনবে না তা-ও বুঝতে পারছি না।'

'গ্লসপের অনুরোধে আমি কিনতে চেয়েছিলাম,' মি. স্টোকার বললেন, 'কিন্তু ওর সম্পর্কে আমার এখনকার যে মনোভাব তাতে আমি ওকে খুশি করার জন্যে একটা বাদাম কিনতেও রাজি নই।'

এই পর্যায়ে আমার কিছু একটা বলা উচিত বলে মনে হলো।

'বুড়ো গ্লসপ তেমন খারাপ লোক নন্। আমি ওকে পছন্দ করি।'

'তা হলে তুমি ওকে নিয়ে নিতে পার।'

'গত রাতে সীবেরীকে উনি যেভাবে পিটুনি দিয়েছেন তাতেই ওকে আমার ভাল লেগে গেছে। আমার মতে শুধু এই ঘটনাটাই ওকে পছন্দ করার জন্য যথেষ্ট।'

মি. স্টোকার বাঁ-চোখ দিয়ে তাকিয়েছিলেন। অন্যটা রাত জেগে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া ফুলের মত বুজে আছে। ব্রিংকলি যে আলু নিক্ষেপের ব্যাপারে যথার্থই নৈপুণ্য অর্জন করেছে তা না ভেবে পারলাম না। প্রকৃতপক্ষে দূরপাল্লার কারোর ঠিক চোখ তাক করে আলু ছোঁড়া চাট্টিখানি কথা নয়। আমি জানি, কারণ আমি নিজে চেষ্টা করে দেখেছি। আলুর আকারটা বেঢপ এবং গাঁটভর্তি বলে ঠিকমত নিশানা করা খুব কঠিন।

'কী বলছিলে তুমি? গ্লসপ ওই ছোকরাকে পিটুনি দিয়েছে?'

'আচ্ছামত, আমি সেরকমই শুনেছি।'

'আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি!'

আমার দিকে কিছুক্ষণ অবাক দৃষ্টি মেলেই তাকিয়ে রইলেন উনি। তারপর ঠোঁট চাটলেন।

'সত্যি বলছ যে গ্লসপ ওই কাজটি করেছে?'

'আমি নিজে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম না। তবে জীভসের কাছে শুনেছি। আর ও শুনেছে পরিচারিকা মেরীর কাছ থেকে, যে নিজে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছে। সীবেরীর যেরকমটা প্রাপ্য তেমনটিই তাকে দিয়েছেন সার গ্লসপ।'

'আমি সত্যি অবাক হয়ে যাচ্ছি।' মি. স্টোকার পুনরাবৃত্তি করলেন।

পলিনের চোখদুটোও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বোঝাই যাচ্ছে যে, ও আবার আশার আলো দেখতে পেয়েছে।

'তা হলেই দেখ, বাবা। সার গ্লসপকে তুমি ভুল বুঝেছ। আসলেই উনি চমৎকার মানুষ। এখন তুমি ওর কাছে গিয়ে দুঃখপ্রকাশ করে জানিয়ে দাও যে, যা হবার তা হয়েছে, তুমি বাড়িটা কিনতে চাইছ।'

পলিন যে ভুল করতে যাচ্ছে তা আমি দিব্যি টের পাচ্ছিলাম। যে সব পরিস্থিতি মোকাবেলায় কৌশলের প্রয়োজন সেসব ক্ষেত্রে মেয়েরা এইরকম ভুলই করে থাকে। জীভসের মতে, এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব লক্ষ করতে হবে। মি. স্টোকার হচ্ছেন এমন ধরনের লোক যিনি যদি মনে করেন যে তার প্রিয় কোন মানুষ তাকে কোণঠাসা

www.BanglaBook.org

করার চেষ্টা করছে তা হলে সঙ্গে সঙ্গে ফুঁসে উঠবেন। এদের সম্পর্কেই বোধহয় বাইবেলে বলা হয়েছে যে, এদের যদি বলা হয় 'যাও' তা হলে তারা আসবে এবং যদি বলা হয় 'এসো' তা হলে তারা চলে যাবে।'

আর আমি ঠিকই ঠাউরেছিলাম। ব্যাপারটা মি. স্টোকারের নিজের উপর ছেড়ে দিলে আর মাত্র আধমিনিটের মধ্যে উনি এই রুমের মধ্যেই আনন্দে ধেইধেই করে নাচানাচি করতেন। উল্লাসে ফেটে পড়তেন এবং বিনয়ে বিগলিত হয়ে যেতেন। কিন্তু উনি হঠাৎ করে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন এবং ওর চোখদুটো কঠোর হয়ে উঠল।

'সেরকম কোন কিছুই আমি করব না।'

'ওহ্, বাবা!'

'আমি কী করব না করব সেটা তুমি ঠিক করবে?'

'আমি তা বোঝাতে চাইনি।'

'কী বোঝাতে চাইছ তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।'

ব্যাপারটা অপ্রীতিকর অবস্থার দিকে যাচ্ছে। স্টোকার ক্রুদ্ধ বুলডগের মত গরগর করছেন। পলিনকে দেখে মনে হচ্ছে কে যেন ওর সোলার প্লেক্সাসে ঘুষি মেরেছে। চাফি ওটওটলের সঙ্গে ওর তুলনা করায় সেই যে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে তার প্রভাব থেকে এখনও মুক্ত হয়নি। আর অন্যদিকে আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম যে এই মুহূর্তে মিষ্টি মিষ্টি করে কথা বলা দরকার কিন্তু আমি তা পারছিলাম না।

সুতরাং ঘরের মধ্যে নীরবতা নেমে এল এবং তা ক্রমেই গভীর হয়ে উঠল। ঠিক এই সময় দরজায় আঘাতের শব্দ শোনা গেল এবং জীভস ভেতরে ঢুকে পড়ল।

'ক্ষমা করবেন, সার,' ও বলল এবং মি. স্টোকারের দিকে এগিয়ে গিয়ে চিঠিসমেত একটা স্যালভার বাড়িয়ে দিল। 'আপনার ইয়টের একজন নাবিক এই কেবলগ্রামটি এইমাত্র নিয়ে এসেছে। আজ সকালে আপনি ইয়ট ছেড়ে আসার পর এটা এসে পৌঁছেছে। এটা জরুরী হতে পারে এই বিবেচনায় জাহাজের ক্যাপ্টেন এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি পেছনের দরজায় ওর কাছ থেকে এটা নিয়েছি এবং আপনার হাতে তুলে দেবার জন্য নিজেই নিয়ে এসেছি।'

জীভস এমনভাবে ওর বক্তব্য নিবেদন করল যে, মনে হলো ও একটা মহাকাব্য পাঠ করছে। একের পর এক ও প্রতিটি ধাপ নাটকীয়ভাবে এবং গভীর ব্যঞ্জনার সাথে বর্ণনা করে চমক সৃষ্টি করে ফেলল। বুড়ো স্টোকার অবশ্য কিছুটা বিরক্ত হলেন বলেই মনে হলো।

'কী বোঝাতে চাইছ তুমি, আমার জন্য একটা কেবল এসেছে এই তো?'

'হ্যাঁ, সার।'

'তা হলে তা না বলে এত ভ্যাজর ভ্যাজর করছ কেন? দাও।'

জীভস অটল গাম্ভীর্যের সঙ্গে খামটা এগিয়ে দিয়ে থালাটা নিয়ে চলে গেল। মি. স্টোকার খামটা খুলতে লাগলেন।

'গ্লসপকে আমি ও-ব্যাপারে কিছুই বলব না,' আলোচনার সূত্র ধরে তিনি বললেন, 'ও যদি নিজে এসে ক্ষমা চায় তা হলে হয়তো আমি...

ওর কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেল এবং খেলনা হাঁস ফেটে গেলে যেমন শব্দ বেরোয় অনেকটা ওই ধরনের শব্দ ওর গলা চিরে নির্গত হলো। ওর চোয়াল ঝুলে পড়েছে।

www.BanglaBook.org

উনি কেবলটার দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তারপর উনি এমন একটা শব্দ উচ্চারণ করলেন যা এই আধুনিক যুগেও পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের উপস্থিতিতে উচ্চারণ করা সমীচীন নয় বলেই আমি মনে করি।

পলিন সহানুভূতিতে ওর বাবার দিকে ছুটে গেল।

'কী হয়েছে, বাবা?'

বুড়ো স্টোকার গুঙিয়ে উঠলেন।

'সেটাই ঘটেছে!'

'কী ঘটেছে?'

'কী? কী?' চাফি মুখ খুলল, 'কী হয়েছে, আমি বলব। ওরা জর্জের উইলের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকেছে!'

'নিশ্চয়ই নয়!'

'নিশ্চয়ই তা-ই। নিজেই পড়ে দেখ না।'

পলিন কেবলটা পড়ে কেঁপে উঠল। 'মামলায় হেরে গেলে আমাদের পঞ্চাশ মিলিয়ন বেরিয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ, তা-ই যাবে।'

'আমাদের একটা সেন্টও থাকবে না বলতে গেলে।'

চাফি যেন হঠাৎ করে জীবনীশক্তি ফিরে পেল।

'আবার বল কথাটা। তুমি কি বলতে চাচ্ছ যে তোমরা সব টাকা-পয়সা হারাতে যাচ্ছ?'

'সেই রকমই মনে হচ্ছে।' পলিন জানাল।

'চমৎকার!' চাফি বলল, 'দারুণ! অপূর্ব! অনবদ্য!'

পলিন একটা লাফ দিল বলে মনে হলো।

'তা-ই তো, তা-ই তো, ঠিক তা-ই না?'

'অবশ্যই তা-ই। আমিও নিঃস্ব, তুমিও নিঃস্ব। চলো, আমরা এখুনি বিয়েটা সেরে ফেলি।'

'অবশ্যই।'

'ব্যস এতেই তা হলে সবকিছু ঠিক হয়ে গেল। এখন আর আমাকে কেউ ওটওটলের মত বলতে পারবে না।'

'অবশ্যই বলতে পারবে না।'

'এই খবর শুনতে পেলে ওটওটলে নির্ঘাত সটকে পড়ত।'

'আমারও ঠিক তা-ই মনে হচ্ছে।'

'দারুণ!'

'অনবদ্য!'

'সারাজীবনেও আমি এমন সৌভাগ্যজনক সংবাদ শুনিনি।'

'আমিও না।'

'একেবারে সময়মত খবরটা এসে পড়েছে।'

'একেবারে যথাসময়ে।'

'অপূর্ব!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'অপরূপ!'

পলিন আর চাফির এই টগবগে উৎসাহ দেখে বুড়ো স্টোকার বিস্ফোরিত হলেন। 'ওসব ফালতু প্যাচাল বন্ধ করে আমি যা বলি তা-ই শোন। তোমাদের কী এতটুকুও বুদ্ধিশুদ্ধি নেই? আমরা নিঃস্ব হয়ে গেছি বলতে চাও? আমি চুপ করে থাকব বলে মনে করেছ? ওদের একটুও আশা নেই। বুড়ো জর্জ মানসিক দিক থেকে আমার মতই সুস্থ ছিলেন এবং তা প্রমাণ করার জন্য আমার হাতে রয়েছে ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ স্নায়ুবিশারদ সার রডারিক গ্লসপ।'

'কিন্তু উনি তোমার হাতে নেই।'

'ওকে শুধু আমি সাক্ষীর কাঠগড়ায় তুলে দেব আর এই মামলা বুদ্বুদের মত উবে যাবে।'

'কিন্তু সার গ্লসপের সাথে তুমি ঝগড়া করেছ, উনি তোমার হয়ে সাক্ষ্য দেবেন না।'

মি. স্টোকার ফুঁসে উঠলেন।

'কে বলেছে আমি ওর সাথে ঝগড়া করেছি? সেই গাড়লটা কে যে বলবে আমার সাথে সার গ্লসপের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব নেই? আমাদের মধ্যে সাময়িক মনকষাকষি হয়েছে, তা সে তো বন্ধুদের মধ্যে হয়েই থাকে। তার মানে কি এই যে আমরা দুজন ভাইয়ের মত নই?'

'কিন্তু উনি যদি তোমার কাছে ক্ষমা না চান?'

'আমার কাছে ওর ক্ষমা চাইবার প্রশ্নই ওঠে না। আমিই ওর কাছে ক্ষমা চাইব। অকপটে স্বীকার করব যে আমি ভুল করে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মনে কষ্ট দিয়েছি। অবশ্যই আমি ওর কাছে ক্ষমা চাইব এবং ও নিশ্চয় ক্ষমা করবে। দু-সপ্তাহের মধ্যে ওকে নিউ ইয়র্কে নিয়ে গিয়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাব। ও কোথায় আছে যেন? সীভিউ হোটেলে, তাই না? এখুনি টেলিফোনে ওর সাথে কথা বলব?'

আমাকে কিছু বলতেই হলো এই মুহূর্তে।

'উনি হোটেলে নেই। জীভস ওখানে ফোন করে ওকে পায়নি।'

'তা হলে কোথায় আছে?'

'বলতে পারছি না।'

'নিশ্চয়ই কোথাও আছে।'

'তা আছেন, নিঃসন্দেহে। কিন্তু কোথায়? খুব সম্ভব লন্ডনে।'

'লন্ডনে কেন?'

'লন্ডনে নয় কেন?'

'ও কি লন্ডনে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল?'

'করে থাকতে পারে।'

'ওখানকার ঠিকানা কী?'

'জানি না।'

'তোমরা কেউই জানো না?'

'আমি জানি না।' পলিন বলল।

'আমি জানি না।' চাফি বলল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তোমরা কোন কাজের নও।' কঠোর গলায় বললেন মি. স্টোকার। 'বেরিয়ে যাও! আমরা ব্যস্ত আছি।'

শেষের কথাটা উনি উচ্চারণ করলেন জীভসের উদ্দেশে। ও আবার ভাসতে ভাসতে এসে পড়েছিল। এটা ওর এক আশ্চর্য ক্ষমতা যে ওকে এই দেখলেন আবার পরমুহূর্তেই ও হাওয়া হয়ে গেল। অথবা বলা যায় যে এই ও ছিল না, আবার ওকে দেখতে পেলেন।

'মাফ করবেন, সার,' জীভস বলল, 'আমি এক মুহূর্তের জন্যে মাননীয় লর্ডের সাথে কথা বলতে চাই।'

চাফি একটা হাত তুলে ওকে বিরত করার চেষ্টা করল।

'পরে, জীভস।'

'ঠিক আছে, মাই লর্ড।'

'আমরা এখন একটু ব্যস্ত আছি।'

'ঠিক আছে, মাই লর্ড।'

আগের কথার সূত্র ধরে বুড়ো স্টোকার বললেন, 'তা সার রডারিকের মত খ্যাতনামা লোককে খুঁজে পাওয়া মোটেও কঠিন নয়। "হু ইজ হু"-তে ওর ঠিকানা আছে। তোমার কাছে কি "হু ইজ হু" আছে?'

'না।' চাফি বলল।

মি. স্টোকার আকাশের উদ্দেশে হাত তুললেন।

'হায় খোদা!'

জীভস কাশল।

'আপনি যদি, সার, আপনাদের কথার মধ্যে আমার কথা বলা ক্ষমা করেন তা হলে আমার ধারণা, সার রডারিক এখন কোথায় আছেন তা আপনাদের বলতে পারি, অবশ্য সার রডারিক বলতে আপনারা যদি সার রডারিক গ্লসপকে বুঝিয়ে থাকেন?'

'তাকেই বোঝাচ্ছি। আমি কজন সার রডারিককে চিনি বলে তোমার ধারণা? কোথায় আছে এখন ও?'

'বাগানে, সার।'

'এই বাগানে?'

'হ্যাঁ, সার।'

'তা হলে ওকে এখুনি এখানে আসতে বল। ওকে বল যে অত্যন্ত জরুরী কাজের জন্য স্টোকার ওকে ডাকছে। না থাম। যেও না। আমি নিজেই যাচ্ছি। বাগানের কোথায় ওকে দেখেছ?'

'আমি দেখিনি, সার। আমাকে শুধু জানানো হয়েছে যে উনি ওখানে আছেন।'

বুড়ো স্টোকার জিভ দিয়ে শব্দ করলেন।

'ধুত্তোর ছাই! তা বাগানের কোথায় উনি আছেন বলে তোমাকে জানানো হয়েছে?'

'চালাঘরে, সার।'

'চালাঘরে?'

'হ্যাঁ, সার।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'চালাঘরে কী করছেন উনি?'

'বসে আছেন, সার, আমার ধারণা। বললাম তো আমি নিজে ওকে দেখিনি। আমাকে খবর দিয়েছে কনস্টেবল ডবসন।'

'এহ্? কে? কনস্টেবল ডবসন। সে আবার কে?'

'গতরাতে যে পুলিশ অফিসার সার রডারিককে গ্রেফতার করেছে, সার।'

একটু মাথা নুইয়ে জীভস রুম থেকে বেরিয়ে গেল।

জীভস পথের সন্ধান দিল

'জীভস!' চাফি হাঁক ছাড়ল।

'জীভস।' আর্তনাদ করল পলিন।

'জীভস!' আমি ডুকরে উঠলাম।

'এই!' ককিয়ে উঠলেন বুড়ো স্টোকার।

দরজাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেটা আবার খুলে গেল। জীভস আবার ফিরে এল।

'জীভস!' চাফি চেঁচিয়ে উঠল।

'মাই লর্ড?'

'জীভস!' রুদ্ধকণ্ঠে উচ্চারণ করল পলিন।

'মিস্?'

'জীভস!' আমি হাঁক ছাড়লাম।

'সার?'

'এই, তুমি।' গর্জে উঠলেন স্টোকার।

'এই, তুমি' শুনে জীভস অসন্তুষ্ট হলো কিনা বুঝতে পারলাম না। ওর চেহারায় কখনও ক্ষোভের প্রকাশ ঘটতে দেখা যায় না।

'সার?' ও উত্তর দিল।

'এভাবে চলে যাওয়ার মানে কী?'

'আমার ধারণা হয়েছিল যে মাননীয় লর্ড অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন বলে আমি যা ওকে বলতে এসেছিলাম তা শোনার সময় ওর নেই, তাই আমি চলে যাচ্ছিলাম, সার।'

'আচ্ছা, আচ্ছা। এখন কিছুক্ষণ এখানে অপেক্ষা কর। করতে পারবে না?'

'অবশ্যই পারব, সার। আমি যদি বুঝতে পারতাম যে আপনি আমার সাথে কথা বলতে ইচ্ছুক, সার, তা হলে আমি চলে যেতাম না। আমার আশঙ্কা হচ্ছিল যে আমার উপস্থিতি আপনাদের কাম্য নয়।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা,' স্টোকার আবারও বললেন, 'সব ভুলে যাও।'

জীভসের কথা বলার ভঙ্গিতে স্টোকার যে চটে যাচ্ছেন তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

'এখানে তোমার উপস্থিতি অপরিহার্য, জীভস,' আমি বললাম।

'ধন্যবাদ, সার।'

www.BanglaBook.org

চাফি মুখ খুলল। স্টোকার তখনও আহত বুনো মোষের মত গর্জন করে চলেছে।

'জীভস।' চাফি বলল।

'মাই লর্ড?'

'তুমি কি বললে যে সার রডারিক গ্লসপকে গ্রেফতার করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, মাই লর্ড। আর আপনাকে আমি ওই খবরটা দিতেই এসেছিলাম। আমি জানাতে এসেছিলাম যে গতরাতে কনস্টেবল ডবসন সার রডারিককে গ্রেফতার করে হল প্রাঙ্গণের চালাঘরে এনে রেখেছে, আর কনস্টেবল স্বয়ং দরজায় পাহারা দিচ্ছে। বড় চালাঘরটা, মাই লর্ড, ছোটটা নয়। সবজি বাগানে ঢোকার পথে যে চালাঘরটা রয়েছে ওখানে। লাল টালির ছাদ এটার। ছোটটা নয়, মাই লর্ড, যেটার ছাদ...'

আমি কখনোই জে ওয়াশবার্ন স্টোকারকে তেমন পছন্দ করতাম না কিন্তু এখন ওকে মৃগীরোগ থেকে বাঁচানো দরকার বলে মনে হলো।

'জীভস,' আমি বললাম।

'সার?'

'কোন্ চালাঘর, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।'

'না, সার।'

'জরুরী নয়।'

'বুঝেছি, সার।'

'তা হলে বলতে থাক, জীভস।'

ও একবার বিনয়ের সাথে বুড়ো স্টোকারের দিকে তাকাল। ভদ্রলোক তখন দারুণ কাশতে শুরু করেছেন।

'আমার মনে হয়, মাই লর্ড, কনস্টেবল ডবসন সার রডারিককে শেষরাতের দিকে পাকড়াও করেছিল। আর তখন থেকেই ওকে রাখবার জায়গা খুঁজছিল। আপনাকে বুঝতে হবে যে, যে অগ্নিকাণ্ডে মি. উস্টারের কটেজ পুড়ে গিয়েছে আর একই সাথে ধ্বংস হয়ে গেছে সার্জেন্ট ভাউলসের বাড়িও–দুটো বাড়ি ছিল খুব কাছাকাছি। আর ওই বাড়িটাই স্থানীয় থানা ছিল বলে কনস্টেবল ডবসন আসামীকে কোথায় রাখবে তা স্থির করতে পারছিল না। ওদিকে আগুন নেবাতে গিয়ে মাথায় চোট পাওয়ায় সার্জেন্ট ভাউলসকে ওর খালার বাসায় নেয়া হয়েছিল বলে তার পরামর্শও নিতে পারছিল না। এখানে আমি সার্জেন্ট ভাউলসের খালা বলতে মডখালার কথা বলছি যিনি চাফনেল রেজিসে থাকেন, অন্য কোনও...'

আমি আবার ওকে সঠিক পথে টেনে আনলাম।

'কোন খালা, তা বলার দরকার নেই।'

'আচ্ছা, সার।'

'তারপর? বলে যাও, জীভস।'

'অবশেষে নিজবুদ্ধিবলেই কনস্টেবল এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায় যে আসামী রাখার সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা হলো এই প্রাসাদের চালাঘর, বড় চালাঘরটা...'

'আমরা বুঝতে পেরেছি, জীভস, যেটার ছাদ লাল টালির।'

'ঠিক, সার। ডবসন, তাই, সার রডারিককে বড় চালাঘরটায় নিয়ে আসে এবং বাকি রাতটুকু ওকে পাহারা দেয়। কিছুক্ষণ আগে মালীরা কাজ করতে আসে আর

www.BanglaBook.org

কনস্টেবল তখন তাদের একজনকে ডেকে, সেই কমবয়সী ছেলেটার নাম...'

'ঠিক আছে, জীভস।'

'আচ্ছা, সার। সেই ছেলেটিকে ও সার্জেন্ট ভাউলসের কাছে পাঠায়। ও আশা করছে যে, সার্জেন্ট নিশ্চয়ই এতক্ষণে বেশ কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং তার পক্ষে হয়তো এখন এ-ব্যাপারে মনোনিবেশ করা সম্ভব হবে। ব্যাপারটা এই রকমই ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে। সার্জেন্ট ভাউলস রাতে আরাম করে ঘুমিয়ে এবং সকালে পেটপুরে প্রাতঃরাশ করে একেবারে তাজা হয়ে গেছে।'

'প্রাতঃরাশ!' কঠোর আত্মনিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও আমি বিড়বিড় না করে পারলাম না। শব্দটা আমার স্নায়ুতে আঘাত হেনেছে কিনা।

'খবর পেয়ে সার্জেন্ট ভাউলস মহামান্য লর্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ছুটে এসেছে।'

'মাননীয় লর্ড কেন?'

'উনি এখানকার বিচারক, সার।'

'হ্যাঁ, তা-ই তো!'

'অন্য কোন কয়েদখানায় আসামীকে পাঠানোর ক্ষমতা আছে ওঁর। সার্জেন্ট ভাউলস এখন লাইব্রেরিতে বসে আছে, মাই লর্ড, আপনার অপেক্ষায়।'

'প্রাতঃরাশ' শব্দটা আমাকে যেমন নাড়া দিয়েছিল দেখা গেল 'কয়েদখানা' শব্দটা তার চেয়েও মারাত্মকভাবে আঘাত হেনেছে স্টোকারকে। উনি রীতিমত ককিয়ে উঠলেন।

'কিন্তু উনি কেন কয়েদখানায় যাবেন? ওঁর সাথে কয়েদখানার সম্পর্ক কী? ওঁকে কারাগারে পাঠানোর কথা ওই উজবুক পুলিশটা ভাবছে কী করে?'

'অভিযোগটা, আমি শুনেছি, সার, সিদেল চুরির।'

'সিদেল চুরির?'

'হ্যাঁ, সার।'

বুড়ো স্টোকার করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমার দিকে কেন, বুঝতে পারলাম না। আমি হয়তো ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে পারতাম। দিলাম না। কারণ ওই সময় আমার পেছন থেকে ঝড়ের বেগে ভিতরে এসে ঢুকলেন ডাউগার লেডী চাফনেল।

'মার্মাডিউক,' আর্তনাদ করে উঠলেন উনি। উনি যে কতটা বিচলিত হয়েছিলেন তা বোঝা গেল এই কারণে যে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বললেও আমার এই কৃষ্ণমূর্তি তার মনে কোনও দাগ কাটতে পারল না। 'মার্মাডিউক, ভীষণ দুঃসংবাদ। রডারিককে...'

'আমরা এইমাত্র জীভসের কাছ থেকে শুনলাম।'

'এখন আমরা কী করব?'

'জানি না।'

'এসব কিছুর জন্য আমি দায়ী, আমি দায়ী।'

'ও কথা বলো না, মাটিল চাচী,' চাফি বলল, 'তুমি কী করতে পারতে?'

'পারতাম, পারতাম। আমি কখনোই নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না। আমার জন্যেই তো ওঁকে মুখে কালি মেখে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেচারা স্টোকারের জন্য আমার সত্যি সত্যি দুঃখ হচ্ছিল। ওঁকে একটার পর একটা আঘাত মোকাবেলা করতে হচ্ছে। ওঁর চোখদুটো কোটরের ভেতর থেকে শামুকের মাথার মত বেরিয়ে এল।

'মুখে কালি মেখে?' নিস্তেজ গলায় উনি প্রশ্ন করলেন।

'সাবেরীকে আনন্দ দেবার জন্য উনি সারামুখে ছিপি-পোড়ানো গুঁড়ো মেখেছিলেন।'

বুড়ো স্টোকার একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লেন। আমার ধারণা, উনি বোধহয় মনে করলেন যে এটা হচ্ছে সেই ধরনের কাহিনি যা বসে বসে শোনাই ভাল।

'ওই বিশ্রী জিনিসটা মাখন দিয়ে তুলে ফেললেই তো হয়...'

'অথবা পেট্রল দিয়ে, বিশেষজ্ঞরা আমাকে তা-ই বলেছেন।' আমি না বলে পারলাম না, 'তুমি নিশ্চয়ই আমাকে সমর্থন করবে, জীভস? পেট্রলেও দারুণ কাজ হয়?'

'হ্যাঁ, সার।'

'বেশ, পেট্রল কিংবা মাখন যেটাই হোক সেটার জন্যেই উনি গোপনে একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিলেন। আর এখন...'

মাঝপথে ডাউগার লেডী চাফনেল থেমে গেলেন। খুবই বিচলিত হয়েছেন তিনি। তবে স্টোকারের মত অতটা নয়–ওকে দেখে মনে হচ্ছিল উনি জ্বলন্ত উনুনের মধ্যে আটকা পড়েছেন।

'এখানেই সব শেষ।' স্টোকার দুর্বল গলায় বললেন। 'আমার পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার এভাবেই চলে যাবে। মুখে কালি মেখে রাতের অন্ধকারে গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় যে লোক পাগলামির মোকদ্দমায় তার সাক্ষ্যের কী দাম আছে? আমেরিকার যে-কোন বিচারক বলবে যে লোকটা নিজেই বদ্ধ উন্মাদ।'

লেডী চাফনেল কেঁপে উঠলেন।

'কিন্তু উনি আমার ছেলেকে খুশি করতে ওইরকম করেছিলেন।'

'ওইরকম একটা কুকুর ছানাকে আনন্দ দেবার জন্য যদি কেউ কিছু করে থাকে তা হলে সে উন্মাদ ছাড়া আর কিছু নয়।' ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে উনি যোগ করলেন, 'আমিই এই তামাশার শিকার। হ্যাঁ, আমিই এই মশকরার শিকার। আমি তো এই গ্লসপের সাক্ষ্যের উপরই ভরসা করেছিলাম। জর্জ যে পাগল ছিলেন না তা প্রমাণ করে আমার পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার রক্ষার জন্য আমি ওর উপরই নির্ভর করেছিলাম। এখন যদি ওকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়া হয় তা হলে আমার বিরুদ্ধপক্ষ বলবে যে তোমার এই বিশেষজ্ঞটি নিজেই তো উন্মাদ। জর্জের চেয়েও ঘোরতর উন্মাদ।'

এরপরে সবাই কমবেশি কথা বলতে লাগল। আমি অবশ্য কোন অংশ নিলাম না। তবে গঠনমূলক পরামর্শ বলতে যা বোঝায় তা কেউ দিতে পারল না। শেষপর্যন্ত বুড়ো স্টোকারই এমন একটা প্রস্তাব উত্থাপন করলেন যাতে করে ওকে যে আমি স্প্যানিশ কিংবা অন্য কোন মেইনের জলদস্যু বলে ভাবছিলাম তারই একটা প্রমাণ পাওয়া গেল।

'এক কাজ করলেই তো হয়,' উনি বললেন, 'দরজা ভেঙে ওকে বের করে এনে

www.BanglaBook.org

কোথাও লুকিয়ে ফেলি।'

চাফির মুখ ম্লান হয়ে গেল।

'আমরা তা পারি না।'

'কেন পারি না?'

'জীভস তো বললই যে ডবসন ওকে পাহারা দিচ্ছে।'

'মাথায় শাবল মেরে ওকে অজ্ঞান করে ফেলি।'

প্রস্তাবটা চাফির তেমন পছন্দ হলো বলে মনে হলো না। পুলিশের মাথায় শাবল মারলে তা নিয়ে গোটা কাউন্টিতে কি কাণ্ডটা হবে চাফি তা জানে।

'তা হলে ওকে ঘুষ দেয়া হোক,' আরও একটা বিকল্প প্রস্তাব পেশ করলেন স্টোকার।

'এদেশের পুলিশকে ঘুষ দেয়া যায় না।'

'ঠিক বলছ?'

'কখনোই দেয়া যায় না।'

'হায় খোদা! কী একটা দেশ?' গভীর বেদনার সাথে উচ্চারণ করলেন স্টোকার।

আমার কঠিন হৃদয় গলে গেল। হাজার হলেও আমরা উস্টাররা খুবই মানবিক। তাই এই মাঝারি আকারের রুমের মধ্যে এত যন্ত্রণাদর্শন করে কঠিন থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি ফায়ারপ্লেসের কাছে গিয়ে ঘণ্টা বাজালাম। ফলটা হলো এই যে স্টোকার ইংরেজ পুলিশ সম্পর্কে যখন ওর ধারণা ব্যক্ত করতে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় দরজাটা খুলে গেল। জীভস আবার ঢুকে পড়ল।

বুড়ো স্টোকার ওর দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

'আবার এসেছ তুমি?'

'হ্যাঁ, সার।'

'কেন?'

'সার?'

'কী চাও তুমি?'

'ঘণ্টা বাজানো হয়েছিল, সার।'

চাফি আর একদফা হাত তুলে নাড়াল।

'না, জীভস, কেউ ঘণ্টা বাজায়নি।'

আমি এগিয়ে গেলাম।

'আমি বাজিয়েছি, চাফি।'

'কেন?'

'জীভসের জন্যে।'

'আমরা জীভসকে চাই না।'

'চাফি, শোন!' আমি বললাম আর উপস্থিত সবাই আমার কণ্ঠের গাম্ভীর্যে শিহরিত হলো, 'এই সময়েই জীভসকে তোমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আমি...।' আমি খেই হারিয়ে ফেললাম এবং আবার শুরু করলাম, 'চাফি, আমি বলতে চাচ্ছি যে, এই সংকট থেকে একটি মাত্র লোক তোমাকে রক্ষা করতে পারে। আর সে এখানে দাঁড়িয়ে আছে, অর্থাৎ আমি জীভসের কথা বলছি। আমার মত তুমিও জানো যে এই সব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্ষেত্রে জীভস বরাবরই পথের সন্ধান দিয়ে থাকে।'

চাফি অভিভূত হলো। আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে ওর স্মৃতি সচল হয়ে উঠেছে এবং জীভসের অনেক অতীতসাফল্য ওর স্মৃতিতে জেগে উঠছে।

'হ্যাঁ, ঠিক, তাই তো! ও পারবে। পারবে না?'

'অবশ্যই পারবে।'

আমি স্টোকারের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জীভসের দিকে মনোযোগ দিলাম।

'জীভস,' আমি বললাম, 'আমরা তোমার সহযোগিতা আর পরামর্শ চাই।'

'উত্তম, সার।'

'গোড়াতে, তোমাকে একটা সংক্ষিপ্তসার দিতে চাই... সংক্ষিপ্তসারই তো?'

'হ্যাঁ, সার, সংক্ষিপ্তসার! একেবারে লাগসই শব্দ।'

'...তা হলে অবস্থা সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্তসার শুনে নাও। সন্দেহ নেই তুমি প্রয়াত মি. জর্জ স্টোকারকে চিনতে। ওর উইল অনুযায়ী মি. স্টোকার বিপুল সম্পত্তি লাভ করেছেন। একটু আগে তুমি যে কেবল নিয়ে এলে তাতে বলা হয়েছে যে প্রয়াত মি. জর্জ স্টোকার ঘোর উন্মাদ ছিলেন এই অভিযোগে সেই উইলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, সার।'

'ওই বক্তব্যকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য অর্থাৎ প্রয়াত মি. স্টোকার যে মানসিক দিক দিয়ে পুরোপুরি সুস্থ ছিলেন তা প্রমাণ করার জন্যে আমাদের এই মি. স্টোকার একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে সার রডারিক গ্লসপকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। সাধারণ অবস্থায় তার সাক্ষ্যে অবশ্যই কাজ হত।'

'হ্যাঁ, সার।'

'কিন্তু সার রডারিক এখন মুখে কালিমাখা অবস্থায় চালাঘরে, মানে বড় চালাঘরটায় অবস্থান করছেন এবং সিঁদেলচুরির অভিযোগে তার শাস্তির আশঙ্কাও রয়েছে। সুতরাং সাক্ষী হিসেবে তিনি কতটা মূল্যহীন হয়ে পড়েছেন বুঝতে পারছ?'

'হ্যাঁ, সার।'

'এই পৃথিবীতে, জীভস, দুটো কাজের মধ্যে যে-কোনও একটা করা যায়। একটা লোক পাগল কিনা সে সম্পর্কে মতামত দেবার যোগ্যতা অর্জন করা যায় অথবা মুখে কালি মেখে চালাঘরে বসে থাকা যায়। কিন্তু দুটো কাজ একসঙ্গে করা যায় না। সুতরাং, এই অবস্থায়, জীভস, আমাদের করণীয় কী?'

'আমি সার রডারিককে চালাঘর থেকে সরিয়ে ফেলার পরামর্শ দেব।'

আমি ওদের দিকে তাকালাম।

'দেখলেন তো! আমি বলিনি যে জীভস পথ বাতলে দিতে পারবে।'

'কীভাবে?' বিশ্রী ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন স্টোকার, 'একদল দেবদূত পাঠিয়ে?'

স্টোকার আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আমি ওকে ঠাণ্ডা করব বলে কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম।

'তুমি কি সার রডারিককে চালাঘর থেকে সরিয়ে ফেলতে পারবে?'

'হ্যাঁ, সার।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তুমি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ, সার।'

'তুমি কি ইতিমধ্যেই ছক তৈরি করে ফেলেছ?'

'হ্যাঁ, সার।'

'খুলে বল, জীভস।'

'মাননীয় লর্ডের সামনে সার রডারিককে হাজির করার আগেই ওঁকে সরিয়ে ফেলে আমরা এই অপ্রীতিকর অবস্থার অবসান ঘটাতে পারি, সার। সার্জেন্ট ভাউলস বা কনস্টেবল ডবসন কেউই ওর পরিচয় জানে না। গতরাতের আগে ডবসন ওকে কখনও দেখেওনি এবং ওর ধারণা আসামীটি আসলে নিগ্রো চারণদলের একজন সদস্য—যে দলটি গতরাতে আপনার ইয়টে গান গাইতে গিয়েছিল। ভাউলসের ধারণাও তা-ই। সুতরাং ব্যাপারটা আরও গড়াবার আগেই ওকে মুক্ত করতে হবে।'

'তোমার কথা আমি বুঝতে পেরেছি, জীভস।' আমি বললাম।

'আমাকে যদি অনুমতি দেন, সার, তা হলে এই লক্ষ্য কীভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে তার একটা রূপরেখা দিতে চাই।'

'হ্যাঁ,' স্টোকার বললেন, 'পন্থাটা বাতলে দাও। ঝেড়ে কাশো।'

আমি একটা হাত তুললাম। আমার মনে একটা ভাবনা খেলে গেল।

'একমুহূর্ত, জীভস, একমুহূর্ত অপেক্ষা কর।' আমি বললাম।

বুড়ো স্টোকারের দিকে আমি কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম।

'এ-ব্যাপারে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের আগে আমাদের দুটি বিষয়ের ফয়সালা করতে হবে। আপনি কি চুক্তি মোতাবেক চাফির কাছ থেকে চাফনেল রেজিস কিনবেন বলে পবিত্র প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'আপনি কি আপনার মেয়েকে চাফির সাথে বিয়ে দিতে রাজি আছেন? আমার সাথে বিয়ের কথা একদম ভুলে যেতে হবে।'

'অবশ্যই। অবশ্যই!'

'জীভস,' আমি বললাম, 'এবার তুমি শুরু করতে পার।'

আমি পিছিয়ে গিয়ে জীভসকে বক্তব্য পেশের সুযোগ করে দিলাম। ওর চেহারায় যে বিশুদ্ধ বুদ্ধিমত্তার আলো ফুটে উঠেছে তা সহজেই আমার চোখে ধরা পড়ল।

'পরিস্থিতিটি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করার পর আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে চালাঘরের দরজায় কনস্টেবল ডবসনের উপস্থিতিই আমাদের লক্ষ্য অর্জনের পথে প্রধান অন্তরায়।'

'ঠিক বলেছ, জীভস।'

'সুতরাং, আমাদের প্রথম কাজ হবে কনস্টেবল ডবসনকে ওখান থেকে সরিয়ে ফেলা।'

'আমি তো সেই কথাই বলেছিলাম।' স্টোকার বললেন, 'অথচ তখন তোমরা আমার কথা কানে তোলনি।'

আমি ওকে থামিয়ে দিলাম।

'আপনি তো ওর মাথায় শাবল মারতে চেয়েছিলেন। সেটা ঠিক হত না। এখানে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দরকার হচ্ছে—শব্দটা কী যেন, জীভস?'

'সূক্ষ্ম কাজ, সার।'

'ঠিক বলেছ, হ্যাঁ, তারপর?'

'আমার মতে, এই কাজটি সহজেই নিষ্পন্ন করা যায়। কনস্টেবল ডবসনকে শুধু বলতে হবে যে পরিচারিকা মেরী ওর জন্যে রাসবেরি ঝোপের কাছে অপেক্ষা করছে।'

লোকটার বিচক্ষণতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কিন্তু অন্যরা অতটা মুগ্ধ হয়নি। ব্যাপারটা তারা বুঝতেই পারেনি। তাই আমি কিছুটা ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করলাম।

'মেরী নামের এই পরিচারিকাটি,' আমি বললাম, 'কনস্টেবল ডবসনের বাগদত্তা। ওকে মাত্র একবার দূর থেকে দেখলেও আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে ও হচ্ছে ঠিক সেই ধরনের মেয়ে যার আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাসবেরি ঝোপের দিকে যেতে যে-কোনও তরুণ কনস্টেবল রাজি আছে। তাই না, জীভস?'

'খুবই আকর্ষণীয় তরুণী, সার। আর আমরা ব্যাপারটাকে আরও নিশ্চিত করতে পারি কনস্টেবলকে এই কথা বলে যে মেরী ওর জন্য এক কাপ কফি আর একটা হ্যাম স্যান্ডউইচ নিয়ে অপেক্ষা করছে। কনস্টেবল, আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, এখনও প্রাতঃরাশ করেনি।'

'এই প্রাতঃরাশের কথাটা তাড়াতাড়ি শেষ কর, জীভস,' আমি বললাম, 'আমি তো আর পাথরের তৈরি নই।'

'আমাকে ক্ষমা করবেন, সার। আমি ভুলে গিয়েছিলাম।'

'ঠিক আছে, জীভস। তা হলে মেরীকেও তোমার সঠিক পথে আনতে হবে, তাই না।'

'না, সার। আমি আসলে মেরীর ইচ্ছাটাই আপনাদের কাছে পেশ করছি। অফিসারটিকে খাবার পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে তার প্রবল আগ্রহ লক্ষ করেছি। ওকে কেবল জানালেই হবে যে কনস্টেবল ওই নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করছে।

ওকে বাধা দিতে হলো।

'কিন্তু প্রশ্ন হলো, কনস্টেবল যদি খেতেই চাইত তা হলে তো সে সরাসরি বাড়ির ভিতরে ঢুকে যেতে পারত, তাই না?'

'সার্জেন্ট ভাউলসের চোখে পড়ার ভয়ে তা ও করবে না, সার। সার্জেন্ট তাকে স্পষ্ট কোরেই হুকুম দিয়েছে যে ঘাঁটি ছেড়ে নড়া চলবে না।'

'তা হলে কি ওকে সরানো যাবে?' চাফি প্রশ্ন করল।

'দেখ হে,' আমি বললাম, 'লোকটা এখনও নাশতা করেনি। আর ওদিকে মেয়েটি কফি ও স্যান্ডউইচ নিয়ে অপেক্ষা করছে। সুতরাং বোকার মত প্রশ্ন করো না। জীভস, তারপর?'

'ওর অনুপস্থিতিতে, সার, সার রডারিককে সরিয়ে কোথাও লুকিয়ে রাখা খুব সহজেই সম্ভব হবে। আমার মতে মাননীয় লর্ডের শোবার ঘর হবে সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা।'

'আর ডবসন যে ঘাঁটি ত্যাগ করেছিল তা স্বীকার করার সাহস ওর হবে না। তুমি তো তা-ই বলতে চাইছ?'

www.BanglaBook.org

'মোটামুটি তা-ই, সার, ওর ঠোঁট তখন কুলুপআঁটা থাকবে।'

বুড়ো স্টোকার লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন।

'কোন কাজ হবে না এতে,' উনি বললেন, 'গ্লসপকে সরানো যাবে না তা আমি বলছি না কিন্তু পুলিশরা বুঝে ফেলবে যে এর মধ্যে কারসাজি আছে। তাদের বন্দী পালিয়ে গেছে দেখেই ওরা মনে করবে যে কেউ ওকে সরিয়ে ফেলেছে। দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে ওরা বুঝে নেবে যে কাণ্ডটা আমরাই করেছি। উদাহরণস্বরূপ, গতরাতে আমার ইয়টে...'

উনি থামলেন, বোধহয়, মৃত অতীতকে আর টেনে আনতে চাইলেন না। কিন্তু উনি যা বলতে চেয়েছিলেন তা বেশ বোঝা গেল। আমি ইয়ট ছেড়ে আসার পর এর পেছনে যে জীভস ছিল তা বুঝতে তার বেশি সময় লাগেনি।

'ব্যাপারটা সত্যি ভেবে দেখার মত, জীভস,' আমিও বলতে বাধ্য হলাম, 'পুলিশ হয়তো তেমন কিছু করতে পারবে না কিন্তু সার রডারিক মুখে কালি মেখে রাতের অন্ধকারে গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছেন এই কাহিনি ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগবে না। স্থানীয় পত্রিকায় খবর ছাপা হবে। যে সব গুজবকেন্দ্রিক লেখকেরা ড্রোনসে বসে খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সম্পর্কে এ-ধরনের কেচ্ছা শোনার জন্য কান খাড়া করে আছে তারা এ খবর লুফে নেবে। পরিণামে গ্লসপকে লজ্জায় মাথা হেঁট করে ডার্টমুর কিংবা অন্য কোথাও গিয়ে বসবাস করতে হবে।'

'না, সার। অফিসাররা চালাঘরে অবশ্যই একজন বন্দীকে দেখতে পাবে। আমি, সার, আপনাকে সার রডারিক গ্লসপের বদলে চালাঘরে থাকার পরামর্শ দিতে চাই।'

আমি স্তম্ভিত হয়ে জীভসের দিকে তাকালাম।

'আমি?'

'আমাকে যদি অনুমতি দেয়া হয়, সার, তা হলে আমি বলব, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আসামীকে মাননীয় লর্ডের কাছে হাজির করার সময় চালাঘরে অবশ্যই মুখে কালিমাখা একজন বন্দীকে থাকতে হবে।'

'কিন্তু আমি তো দেখতে সার গ্লসপের মত নই। আমাদের গঠন দুরকম। আমি একহারা, লম্বা আর উনি, ইয়ে আমি কারও আকার-আকৃতি সম্পর্কে কোন অবমাননাকর মন্তব্য করতে চাই না... আমি শুধু বলতে চাচ্ছি যে ওকে কোনমতেই একহারা আর লম্বা বলা যাবে না।'

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন, সার, যে একমাত্র কনস্টেবলই বন্দীকে দেখেছে আর তার ঠোঁট, আমি আগেই বলেছি, কুলুপআঁটা।'

কথাটা সত্যি, আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

'হ্যাঁ, জীভস, কিন্তু, ধুত্তোর ছাই, আমি এই ঝামেলা মেটাতে সাহায্য করে সবাইকে স্বস্তি ও আনন্দ দিতে চাই বটে কিন্তু তার বিনিময়ে সিঁদেলচুরির দায়ে পাঁচ বছর ঘানি টানতে চাই না।'

'সেরকম কোন আশঙ্কা নেই, সার। যে ঘরে সিঁদকাটার দায়ে সার রডারিককে গ্রেফতার করা হয়েছে সেটা আপনারই গ্যারেজ, সার।'

'কিন্তু, জীভস, চিন্তা কর, ভেবে দেখ, অবস্থাটা খুঁটিয়ে বিচার কর। আমার গ্যারেজে ঢোকার দায়ে আমাকে গ্রেফতার করা হলো আর আমি সারারাত কিচ্ছু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বললাম না। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? কেউ এই যুক্তি মানবে?'

'কেবল সার্জেন্ট ভাউলসকে বিশ্বাস করালেই চলবে, সার। কনস্টেবল কী ভাবল না ভাবল তাতে কিছুই এসে যায় না। কারণ ওর মুখ তো বন্ধ।'

'কিন্তু ভাউলস বিশ্বাস করবে না। এক মিনিটের জন্যও না।'

'হ্যাঁ, সার, করবে। এমনিতেই ওর ধারণা হয়েছে যে আপনার মাঝেমধ্যে ---রজে ঘুমোবার অভ্যেস আছে।'

চাফি উল্লাসে চিৎকার করে উঠল।

'সার্জেন্ট ভাববে যে তুমি আবারও তা-ই করতে গিয়েছিলে।'

আমি শক্ত হয়ে গেলাম।

'ওহ্,' আমি বিদ্রূপ করে বললাম, 'তোমরা চাও যে আমি চাফনেল রেজিসের ইতিহাসে সেরা পাগল বলে সাব্যস্ত হই?'

'তা নয়।' পলিন বলল, 'বড়জোর বুদ্ধিশুদ্ধি একটু কম ভাববে আরকী।'

'ঠিক তা-ই,' চাফি বলল, 'বার্টি, তুমি নিশ্চয়ই একটু... একটু...'

'...ছিটগ্রস্ত বলে পরিচিত হতে আপত্তি করবে না।' পলিন যোগ করল।

'ঠিক তাই,' চাফি বলল। 'তুমি নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবে। বার্টি উস্টার চিরদিনই করে এসেছে অবশ্য। বন্ধুদের রক্ষার জন্য হাসিমুখে সাময়িক ঝুটঝামেলা নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে। নিজেকে উৎসর্গ করেছে। এসব কাজে ও বরাবরই ছুটে এসেছে।'

'দৌড়ে এসেছে।' পলিন বলল।

'ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে।' চাফি বলল।

'ওকে আমি সবসময় চমৎকার ছেলে বলে জানি,' স্টোকার বললেন, 'ওকে প্রথমদিন দেখার পর থেকেই আমার সেইরকম ধারণা জন্মেছে।'

'আমারও তাই মনে হয়েছে,' লেডী চাফনেল বললেন, 'এ-যুগের ছেলেছোকরাদের চেয়ে একেবারে আলাদা।'

'ওর চেহারা আমার খুব পছন্দ।'

'বরাবরই ওর চেহারা আমার ভাল লাগে।'

আমার মাথাটা একটু একটু ঘুরছিল। সবাই মিলে যেন আমাকে পাগল করে ফেলতে চাচ্ছে। আমি ক্রমশ ওদের কথার তোড়ে ভেসে যেতে লাগলাম।

'হ্যাঁ, কিন্তু শোন...'

'বার্টি উস্টারের সাথে আমি স্কুলে পড়েছি।' চাফি বলল, 'ইটনে আর অক্সফোর্ডেও পড়েছি। সবাই ওকে ভালবাসত।'

'নিশ্চয়ই ওর চমৎকার পরোপকারী স্বভাবের জন্যে?' পলিন জানতে চাইল।

'একদম ঠিক বলেছ। ওর পরোপকারী স্বভাবের জন্যে। বন্ধুদের জন্যে ও আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ত। পানিতেও। কতবার যে বার্টি ওর বন্ধুদের দুষ্কর্মের দায় নিজের চওড়া কাঁধে তুলে নিয়েছে সে আর কী বলব।'

'অপূর্ব!' পলিন বলল।

'ওর কাছ থেকে তো এই রকমই আশা করেছিলাম।' স্টোকার যোগ করলেন।

'ঠিক,' লেডী চাফনেল বললেন, 'যেমন করে ঘুমিয়ে থাকে শিশুর পিতা সব

www.BanglaBook.org

শিশুরই অন্তরে।'

'ক্রুদ্ধ হেডমাস্টারের সামনে ও ওর বড়বড় নীল চোখদুটো তুলে অকুতোভয়ে —কিয়ে থাকত...'

আমি হাত তুললাম।

'যথেষ্ট হয়েছে, চাফি,' আমি বললাম, 'হয়েছে। এই বিদঘুটে দায়িত্ব আমি পালন করতে যাচ্ছি। কিন্তু একটা কথা। ঝামেলা যখন মিটে যাবে তখন কি আমার প্রাতঃরাশ মিলবে?'

'চাফনেল রেজিসের শ্রেষ্ঠ প্রাতঃরাশ তোমার জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে।'

আমি ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম।

'হেরিং-শুঁটকি ভাজা?'

'শত শত।'

'টোস্ট?'

'মণকে মণ।'

'কফি?'

'পটের পর পট।'

আমি মাথা নাড়লাম, বললাম, 'তা হলে এসো, জীভস। আমি তোমার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত।'

'খুব ভাল, সার। আমাকে যদি একটা মন্তব্য করার অনুমতি দেয়া হয়—?'

'হ্যাঁ, জীভস?'

'জীবনে যত ভাল কাজ করেছেন, সার, আজকেরটা তার সবগুলোর চেয়ে অনেক অনেকগুণ ভাল।'

'ধন্যবাদ, জীভস।'

যেমনটা বলেছিলাম, ওর চেয়ে নিখুঁতভাবে আর কেউ কোনও কাজ নিষ্পন্ন করতে পারে না।

জীভস চাকরি চায়

চাফনেল হলের ছোট্ট মর্নিংরুমটা সূর্যালোকে ঝলমল করছে। আমার উপরে, জীভসের উপরে, আমাদের পেছনদিকে, হেরিং মাছের চারটে শুঁটকির কাঁটার মধ্য দিয়ে, কফিপটের আর টোস্টের শূন্য পাত্রের উপরে রোদের খেলা চলছে। পাত্র থেকে শেষ কফিটুকু ঢেলে নিয়ে আমি চিন্তিত মনে চুমুক দিলাম। সাম্প্রতিক ঘটনা আমার উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। আগের চেয়ে আমি এখন আরও গম্ভীর, আরও পরিণত। টোস্টের পাত্রের দিকে আর একবার তাকালাম আমি। সেটা শূন্য দেখে জীভসের দিকে চোখ ফেরালাম।

'হলে এখন কে রান্না করে, জীভস?'

'পার্কিন্স নামের এক মহিলা, সার।'

'দারুণ প্রাতঃরাশ বানাতে পারে, ওকে আমার শুভেচ্ছা জানিও।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'অবশ্যই, সার।'

কাপটা ঠোঁটে ছোঁয়ালাম আমি।

'পুরো ঘটনাটাকে এখন ঝড়ের পরে কোমল সূর্যোদয়ের মত মনে হচ্ছে, জীভস।'

'ঠিক সেইরকমই, সার।'

'ঘটনাটা ঠিক ঝড়ের মতই ঘটেছিল, তাই না?'

'খুবই ঝামেলার, সার।'

'ঠিক। আমি আমার এই বিচারের কথা ভাবছি, জীভস। আমি নিজেকে খুব শক্ত লোক বলে মনে করি, ছোটখাটো দুর্বিপাক আমাকে কাবু করতে পারে না। কিন্তু আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে চাফির সামনে দাঁড়ানো আমার পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে উঠেছিল। আমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম আর অস্বস্তিবোধ করছিলাম। চাফি একেবারে কট্টর আইনের লোকের মতই ভাবভঙ্গি করছিল। ও যে শিং-এর রিমের চশমা পরে তা তো জানতাম না!'

'আমি শুনেছি, সার, মাননীয় লর্ড যখন বিচার করতে বসেন, তখন ওই চশমা ওকে ওঁর দায়িত্ব পালনে আস্থা যোগায়।'

'তা বেশ। কিন্তু আমাকে এ ব্যাপারে কারও সাবধান করে দেয়া উচিত ছিল। আমি বেশ ভালরকম ধাক্কা খেয়েছি। চশমায় ওর হাবভাব একেবারে পাল্টে যায়। ঠিক আগাথা খালার মত দেখায় তখন ওকে। নৌকা বাইচের রাতে মারপিট করার অভিযোগে একবার ওকে আর আমাকে একইসঙ্গে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল সেই কথা স্মরণ করে আমি শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছি। অবশ্য অস্বস্তিটা ছিল ক্ষণস্থায়ী। আমি অবশ্যই স্বীকার করব যে বেশ দ্রুত আর নিখুঁতভাবে ও কাজ শেষ করেছিল। ডবসনকে খুব সহজেই কাবু করে ফেলেছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ, সার।'

'এবং চরিত্রে কোনওরকম কলঙ্ক লেপন ছাড়াই বার্ট্রাম মুক্তি লাভ করল।'

'হ্যাঁ, সার।'

'কিন্তু পুলিশ সার্জেন্ট ভাউলস পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে গেল যে, বার্ট্রাম লোকটা হয় ছিটগ্রস্ত না হয় একটা বদ্ধ উন্মাদ অথবা দুটোই। যাই হোক,' আমি অন্ধকার দিক থেকে মুখ ফেরালাম, 'ওসব নিয়ে আর ভাবনাচিন্তা করে লাভ নেই।'

'ঠিক কথা, সার।'

'আসল কথা হলো এই যে তুমি আবার প্রমাণ করে দিলে যে, এমন কোন সংকট নেই যা তুমি মোকাবেলা করতে পার না। নিখুঁত কাজ, জীভস। একেবারে মসৃণ কাজ।'

'আপনার সহযোগিতা ছাড়া আমি কিছুই করতে পারতাম না, সার।'

'কী যে বল, জীভস! আমি তো দাবার ঘুঁটি ছিলাম মাত্র।'

'না, সার, তা নয়।'

'হ্যাঁ, জীভস, হ্যাঁ, আমি তো নিজেকে চিনি। অবশ্য একটা কথা। তোমার মেধাকে আমি মুহূর্তের জন্যেও খাটো করে দেখছি না। তবু আমি বলব যে ভাগ্যও খানিকটা তোমার সহায় হয়েছিল। তাই না?'

www.BanglaBook.org

'সার?'

'ওই যে সেই কেবলটা। ওটা ঠিক সময়মত এসে পড়েছিল। একেবারে যথাসময়ে।'

'না, সার, ওটা আসবে বলে আমি আশা করেছিলাম।'

'কী?'

'গত পরশু আমি আমার বন্ধু বেন্‌স্টিডকে একটা কেবল পাঠিয়েছিলাম। তাতে আমি ওকে বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করে যে বার্তা পাঠাতে বলেছিলাম সেটাই, সার, মি. স্টোকারের কাছে পাঠানো কেবলে লেখা ছিল।'

'তুমি নিশ্চয়ই বলতে চাইছ না যে–'

'মি. স্টোকার আর সার রডারিক গ্লসপের সম্পর্কে চিড় ধরায় এবং উনি চাফনেল হল না কেনার সিদ্ধান্ত নেয়ায় এবং পরে মিস স্টোকারের সাথে মাননীয় লর্ডের বিরোধ সৃষ্টি হবার পর আমার মনে হলো যে বেন্‌স্টিডের মাধ্যমে যদি ওইরকম একটা খবর আনানো যায় তা হলেই এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। আমি ধারণা করেছিলাম যে মি. জর্জ স্টোকারের উইলের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে এই খবরে মি. স্টোকার ও সার রডারিকের মধ্যকার বিরোধ মিটে যাবে।'

'নিশ্চয়ই তেমন কোন মামলা ঠোকা হয়নি?'

'না, সার।'

'কিন্তু মি. স্টোকার যখন তা জানতে পারবেন তখন কী হবে?'

'তেমন কিছু হবে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া ইতিমধ্যেই উনি চাফনেল রেজিস কেনার কাগজপত্র সই করেছেন।'

'সুতরাং পরে খেপে কাঁই হয়ে গেলেও ওর কিছু করার থাকবে না।'

'ঠিক তাই, সার।'

আমি নীরব হয়ে গেলাম। জীভসের কথা শুনে আমি কেবল হতবাকই হলাম না, এরকম একটা লোককে আমি ত্যাগ করেছি এবং সে এখন চাফির চাকরি করছে এবং চাফি ওকে ছেড়ে দেবে এমন কোন সম্ভাবনা নেই মনে করে আমার খুব কষ্ট হতে লাগল। তবু আমার কিছুই হয়নি এমন একটা ভাব করতে লাগলাম।

'সিগারেট, জীভস?'

ও সিগারেটের বাক্স এগিয়ে দিল। আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ টানতে লাগলাম।

'আপনি এখন কী করবেন তা জিজ্ঞেস করতে পারি কি, সার?'

আমি দিবাস্বপ্ন থেকে জেগে উঠলাম।

'অ্যাঁ?'

'আপনার কটেজ তো, সার, পুড়ে গেছে। এখানে কি আরেক একটা কটেজ ভাড়া নেবেন?'

আমি নেতিবাচক মাথা নাড়লাম।

'না, জীভস, আমি লন্ডনে চলে যাব।'

'আপনার আগের অ্যাপার্টমেন্টে?'

'হ্যাঁ।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কিন্তু?'

আমি প্রশ্নটা অনুমান করতে পারলাম।

'তুমি কি বলতে চাচ্ছ তা আমি জানি, জীভস। তুমি মি. ম্যাঙ্গেলহফার, মিসেস টিংকার-মুলকে ও লেফটেনান্ট কর্নেল জে জে বাস্টার্ডের কথা ভাবছ। সত্যি বটে ব্যানজোলেলের ব্যাপারে ওদের মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে আমি কঠোর নীতি গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু সেই পরিস্থিতি এখন পাল্টে গেছে। এখন থেকে ওদের সাথে আর কোন বিরোধ সৃষ্টি হবে না। গতরাতে আগুনে আমার ব্যানজোলেল পুড়ে গেছে, জীভস। আমি আর নতুন একটা কিনব না।'

'কিনবেন না, সার?'

'না, জীভস। ঝোঁকটা কেটে গেছে। এখন বাজাতে গেলেই মনে পড়বে ব্রিংকলির কথা। ওকে বিদায় না করা পর্যন্ত আমি অন্য কোন কাজেই মন বসাতে পারব না।'

'ওকে, সার, তা হলে আর আপনার চাকরিতে বহাল রাখতে চাচ্ছেন না?'

'ওকে চাকরিতে রাখব? এতসব ঘটে যাওয়ার পরও? বাঁকানো ছুরি হাতে যেভাবে আমাকে তাড়া করেছিল তার পরেও? ওকে চাকরিতে রাখব না, জীভস। অসম্ভব!'

জীভস কাশল।

'তা হলে, সার, আপনার ওখানটায় কর্মখালি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আমি সেটা পূরণ করতে পারি কি?'

আমি কফিপট উল্টে ফেললাম।

'আমি আশা করছি, সার, যে আপনি অনুগ্রহ করে আমার আবেদন বিবেচনা করে দেখবেন। আমি আগের মতই আপনার সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করব।'

'কিন্তু...?'

'মাননীয় লর্ড বিবাহ করতে যাচ্ছেন বলে আমি ওর চাকরিতে বহাল থাকতে চাই না, সার। আমি মিস স্টোকারের গুণাবলীর অনুরাগী কিন্তু বিবাহিত ভদ্রলোকের গৃহে চাকরি করা আমার নীতিবিরুদ্ধ।'

'কেন?'

'এটা, সার, একটা ব্যক্তিগত অভিরুচি।'

'বুঝতে পারছি। বক্তিগত মনস্তত্ত্ব।'

'মোটামুটি তা-ই, সার।'

'সত্যি তুমি আমার কাছে ফিরে আসতে চাও?'

'সেটাকে আমি আমার পরম সৌভাগ্য বলে মনে করব, সার, অবশ্য আপনার যদি অন্য কোন পরিকল্পনা না থাকে।'

এই সব পরম মুহূর্তে লাগসই কথা খুঁজে পাওয়া যায় না। আমি বলতে চাচ্ছি যে এইরকম মুহূর্তে যখন সব মেঘ কেটে যায় এবং সূর্যালোক ছড়িয়ে পড়ে–সেই পরম মুহূর্তে মুখ দিয়ে কথা সরে না। তখন শুধু মনে হয়–ধুত্তোর ছাই! ইয়ে, মানেটা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন!

'ধন্যবাদ, জীভস,' আমি বললাম।

'আর বলবেন না, সার।'

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG